উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৫৩৫.৩৫ (+৩১৯.০৭)
নিফটি : ২৫,৫৭৪.৩৫ (+৮২.০৫)

আজ শেষ দফার ভোট বিহারে
মঙ্গলবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ। ১২২টি আসনে সম্ভাব্য হিসাবনিকাশে ব্যস্ত এনডিএ, মহাগঠবন্ধন দুই শিবিরই। » ৭

জেলমুক্তি পার্থর
অবশেষে বাড়ি ফিরতে চলেছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ৩ বছর ৩ মাস ১৯ দিনের মাথায় বন্দিদশা কাটিয়ে বাড়ি ফিরবেন তিনি। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৯°	২৯°	২৯°	২৬°
সর্বনিম্ন	১৭°	১৭°	১৮°	১৫°

অন্যের নামে স্টেডিয়ামে ঋদ্ধির আফসোস নেই » ১২

শিলিগুড়ি ২৪ কার্তিক ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 11 November 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 172

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় খুশির জোয়ার

রিচার নামে স্টেডিয়াম

"চাঁদমণিতে প্রায় ২৭ একর জমি রয়েছে। সেখানেই এই স্টেডিয়াম তৈরি হবে। স্টেডিয়ামটা ওর নামে হলে মানুষ রিচার অবদান মনে রাখবে। আগামী প্রজন্মও অনুপ্রাণিত হবে।"
–মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী

"রিচার নামে স্টেডিয়াম হবে জেনে আমি গর্বিত। আমি অপেক্ষায় রইলাম দ্রুত স্টেডিয়ামটি চালু হওয়ার। স্টেডিয়ামে রিচাই যেন প্রথম ছয় মারতে পারে।"
–মানবেন্দ্র ঘোষ, রিচার বাবা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষের বিশ্বজয়ের স্বীকৃতি। তাঁর শহরে তাঁর নামে ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবারই একদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের রিচাকে পুলিশের চাকরির প্রস্তাব বা সিএবি তাঁকে সোনার ব্যাট আর নগদ উপহার দিলেও তাতে যে জনগণের মন ভরেনি, সমাজমাধ্যমে সমালোচনায় তা অনেকটাই স্পষ্ট ছিল। উত্তরবঙ্গে এসে রিচার নামে স্টেডিয়াম তৈরির কথা ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী সেই বিতর্কের আঁচ প্রায় নিভিয়ে দিলেন।

চাঁদমণি উপনগরী লাগোয়া ২৭ একর জমিতে নতুন স্টেডিয়াম তৈরির কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই স্টেডিয়ামের নামও তিনি ঠিক করে দিয়েছেন- রিচা ক্রিকেট স্টেডিয়াম। এই ঘোষণায় খুশি রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ। তিনি বলেছেন, 'শিলিগুড়িতে ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির ঘোষণায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানোর কোনও ভাষা নেই। আমি অত্যন্ত খুশি। আর সেই স্টেডিয়াম রিচার নামে হওয়ায় আমি গর্বিত।' তাঁর সংযোজন, 'আমি অপেক্ষায় রইলাম দ্রুত স্টেডিয়ামটি চালু হওয়ার। স্টেডিয়ামে রিচাই যেন প্রথম ছয় মারতে পারে।'

শিলিগুড়িতে ফুটবল হোক বা ক্রিকেট যে কোনও বড় খেলার জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামই একমাত্র ভরসা। নেহরু গোল্ড কাপ ফুটবল দিয়ে যে স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হয়েছিল, পরবর্তীতে সেখানে রনজি ট্রফি ক্রিকেট সহ বেশ কিছু জাতীয় স্তরের ক্রিকেট টুর্নামেন্টও হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এই স্টেডিয়ামের যে পরিস্থিতি রয়েছে তাতে আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রিকেট তো দূরের কথা, জাতীয় স্তরের খেলার জন্যও তা উপযুক্ত নয়। একটু বৃষ্টি হলেই মাঠে জল দাঁড়িয়ে যায়। সেই জল বের করার জন্য ভূগর্ভস্থ পরিকাঠামোও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

গাড়ি বিস্ফোরণে মৃত ৮

১০/১১ দিল্লি

লালকেল্লার কাছে রক্তবন্যা

■ সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লার কাছে গাড়িতে বিস্ফোরণ

■ সরকারিভাবে ৮ জনের মৃত্যু। বেসরকারিভাবে সংখ্যাটা আরও বেশি

■ বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলে কাটা হাত, মাংস আর রক্তের ছড়াছড়ি

■ যে জায়গায় বিস্ফোরণ হয়েছে, সেখানে প্রচুর দোকান ও বাড়ি রয়েছে

■ বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, বাড়িঘর কেঁপে উঠেছে

কীভাবে বিস্ফোরণ?

■ সন্ধ্যা ৬:৫২ মিনিট নাগাদ ধীরগতিতে একটি গাড়ি এসে রেড সিগন্যালে দাঁড়ায়

■ মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটিতে বিস্ফোরণ ঘটে

■ আশপাশের আরও কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়

সতর্ক কেন্দ্র

২০০৮ সালে শেষবার বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটেছিল রাজধানী দিল্লিতে

লখনউ, মুম্বই, কলকাতা সহ বেশ কিছু বড় শহরে হাই অ্যালার্ট জারি

মোদি-শা কথা

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে ইতিমধ্যে কথা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। দিল্লির পুলিশ কমিশনারকে প্রয়োজনীয় বার্তা দিয়েছেন শা।

রহস্য যেখানে

সোমবার ফরিদাবাদে দুটি বাড়িতে হানা দেয় হরিয়ানা এবং কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। উদ্ধার হয় ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক এবং বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র। একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন মুজাম্মিল নামে এক চিকিৎসক। তদন্তে নজরে আসে তাঁর সহযোগী চিকিৎসক শাহিন। শাহিনের গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় একে-৪৭ রাইফেল। একইদিনে সন্ধ্যায় রাজধানীতে বিস্ফোরণে অন্য গন্ধ পাচ্ছেন গোয়েন্দারা।

নাশকতার আশঙ্কায় জারি হাই অ্যালার্ট

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : হাই সিকিউরিটি জোনও তুচ্ছ হয়ে গেল দেশের রাজধানীর বুকে। দেশের অন্যতম গর্বের স্মারক লালকেল্লার কাছে মেট্রো স্টেশনের পাশের রাস্তা কেঁপে উঠল বিস্ফোরণে। তাও একবার নয়। পরপর তিনবার। তিনটি গাড়িতে ওই বিস্ফোরণ ঘটে সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার সন্ধ্যায়। যে সময় ওই এলাকা ভিড়ে থিকথিক করে।

বিস্ফোরণের অভিঘাতে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায় অনেকের দেহাংশ, কারও কাটা হাত। বেশ কয়েকটি গাড়িতেও আগুন লেগে যায়। গাড়িগুলি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। সোমবার গভীর রাতে এই খবর ছাপা হওয়ার আগে পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহতের সংখ্যা অন্তত ২৫। নয়াদিল্লির লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আহতদের অধিকাংশের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এই বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা আগে ঘটনাস্থল থেকে ৫০ কিমি দূরে হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছিল। কাশ্মীরি এক চিকিৎসকের বাড়ি থেকে ওই বিস্ফোরক ছাড়াও প্রচুর বিস্ফোরক সামগ্রী পাওয়া যায়। ওই চিকিৎসক সহ তিনজন গ্রেপ্তারও হয়। হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ তৎপরতায় ওই বিস্ফোরক উদ্ধার হলেও সন্ধ্যায় বিস্ফোরণ ঠেকানো গেল না।

যদিও ওই বিস্ফোরক উদ্ধার ও ধৃত তিনজনের সঙ্গে লালকেল্লার কাছে ওই বিস্ফোরণের কোনও সম্পর্ক আছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (এনআইএ) ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (এনএসজি) সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু করেছে। দিল্লির পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও পুরো ঘটনাটি জানিয়েছেন। কিন্তু বিস্ফোরণের কারণ সম্পর্কে তাঁর মন্ত্রক কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার গভীর রাত পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেনি। *এরপর দশের পাতায়*

প্রতিশোধ নিতে ছক আত্মহত্যার, চর্চা তদন্তে

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : রাজধানীর বুকে বিস্ফোরণে আত্মঘাতী হামলার তত্ত্ব ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই এই হামলার সম্ভাবনাও দেখছেন তদন্তকারীরা। ফরিদাবাদে সোমবার সকালেই প্রায় ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক পুলিশ উদ্ধার করে বড়সড়ো নাশকতার ছক বানচাল করে দিয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে। সেই কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে লালকেল্লার মতো হাই সিকিউরিটি জোনে হামলা চালানো হল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে তদন্তে।

আত্মঘাতী হামলার তত্ত্বের আভাস রয়েছে দিল্লির পুলিশ কমিশনার সতীশ গোলচের কথায়। তিনি বলেন, 'যে গাড়িটিতে প্রথম বিস্ফোরণ হয়, তাতে কয়েকজন যাত্রী ছিলেন।' এই হামলা ও তার পিছনে প্রতিশোধপরায়ণতার সম্ভাবনা উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বক্তব্যেও। তিনি বলেন, 'সমস্ত সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলি দ্রুত কাজ করছে। তদন্তে সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

সবকিছু ছাপিয়ে যে প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠছে, তা হল এরকম হামলার কোনও খবরই ছিল না গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কাছে। খাস রাজধানীর বুকে যদি এরকম গোয়েন্দা ব্যর্থতা সামনে আসে, তাহলে নিরাপত্তা নিয়ে বিপদের আশঙ্কা থেকেই যায়। *এরপর দশের পাতায়*

মা গো, আবার এসো

চোখের জলে বিদায় বোল্লাকালীকে। বোল্লা গ্রামে সোমবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

তরুণের মৃত্যুতে বান্ধবীকে জিজ্ঞাসাবাদ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : এনজেপির গেটবাজার এলাকার বাসিন্দা এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠেছে। দীপক মণ্ডল (২১) নামে ওই তরুণ রবিবার দুপুরে বান্ধবীকে নিয়ে গুলমায় ঘুরতে গিয়েছিলেন। তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন বলে রাতে পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন। পরে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে গিয়ে সেখানে তাঁরা ওই তরুণকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে তদন্তে উঠে এসেছে। পরিবার অবশ্য দুর্ঘটনা-তত্ত্ব মানতে রাজি নয়। ওই তরুণের শরীর বা তাঁর বাইকে দুর্ঘটনার কোনও চিহ্ন মেলেনি বলে তাদের দাবি। ঘটনার প্রকৃত তদন্তের দাবিতে পরিবারের তরফে সোমবার প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'ওই তরুণের দুর্ঘটনায় পড়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। পরিবারের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্তে অন্য কোনও মোড় উঠে এলে তা অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে।'

ঠিক কী কারণে ওই তরুণ মারা গেলেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। দীপকের বন্ধু বিশাল তিওয়ারির দাবি, 'রবিবার সন্ধ্যায় দীপক আমাকে ফোন করে। পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে চম্পাসারি মোড়ে ওর গণ্ডগোল হচ্ছে বলে জানায়। আমাকে দ্রুত ওখানে যেতে বলে।' সেইমতো বিশালরা কয়েকজন সেখানে যান। তবে সেখানে গিয়ে তাঁরা দীপককে দেখতে পাননি। দীপকের বান্ধবীকে ফোন করে তাঁরা তাঁদের দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ার বিষয়ে জানতে পারেন। এরপর বিশালরা শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে যান। খানিক বাদে টোটোয় দীপককে নিয়ে *এরপর দশের পাতায়*

তদন্ত চলছে

■ বান্ধবীকে নিয়ে বাইকে করে গুলমা গিয়েছিলেন, রাতে হাসপাতালে মৃত্যু গেটবাজার নিবাসী তরুণের

■ ওই তরুণ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন বলে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে দাবি

■ তরুণের শরীর বা বাইকে দুর্ঘটনার চিহ্ন মেলেনি, জানিয়েছে পরিবার

■ অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর পুলিশ ওই তরুণীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে

এসআইআর-এর নামে ভোটবন্দি

'ছেড়ে কথা বলব না', কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি মমতার

উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ সফরে এসে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) অবিলম্বে বন্ধের দাবি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে, দু'মাসে গোটা রাজ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব নয়। অন্তত দু'বছর সময় প্রয়োজন।

মমতার কটাক্ষ, 'এর আগে নোটবন্দি হয়েছিল, এবার এসআইআর-এর নামে ভোটবন্দি করা হচ্ছে।' হঠাৎ ভোটের আগে এত তাড়াহুড়ো কেন, সেই প্রশ্নও তোলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। তাঁর বক্তব্য, 'দু'বছর সময় নিয়ে ভালোভাবে সমীক্ষা করিয়ে তারপর করতে পারত। এত স্বল্প সময়ে এসআইআর হতে পারে না।'

বৈঠক শেষে উত্তরকন্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : সূত্রধর

এরপরই কিছুটা উত্তেজিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচন কমিশনার আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন, এসআইআর নিয়ে মানুষ কীভাবে হয়রান হচ্ছে? বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) সবাইকে ফর্ম দিচ্ছেন না। জবাব দিন, আমি আপনার জবাব চাই।' প্রথম থেকেই নিবিড় সংশোধনীর বিরোধিতায় সরব মমতা এদিন স্পষ্ট বার্তা দেন, 'বাংলায় আমরা ভীষণ শক্তিশালী। ছেড়ে কথা বলব না। সবক্ষেত্রে আপনাকে চেপে ধরব।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জিএসটি তুলে দেওয়ার দাবিতেও সোচ্চার হয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমরাই প্রথম জিএসটি হওয়া উচিত বলেছিলাম। কিন্তু সেটা বড় ভুল হয়েছে। কেন্দ্র যেভাবে আমাদের সমস্ত করের টাকা তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে আমি মনে করি জিএসটি তুলে দেওয়া দরকার।' মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা চলছে।'

দু'দিনের সফরে সোমবার দুপুরে শিলিগুড়িতে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী। *এরপর দশের পাতায়*

অন্ধকার জগতের বেতাজ বাদশা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : রাত বাড়লেই যে রিসর্ট হয়ে উঠত আরও জাঁকজমকপূর্ণ, যেখানে গাড়ির লাইন পড়ে যেত, সোমবার পুণ্ডিবাড়ির সেই রিসর্টে আলোই জ্বলল না। কালো কারবারের কমান্ড সেন্টারে তালা লাগিয়ে কোথায় গেল কুশীলবরা? একের পর এক ফোন করলেও সেন্টারের অন্যতম কমান্ডার তৃণমূল নেতা বা তাদের ভাইদের মোবাইল বন্ধই পাওয়া গেল। আর বন্ধ হবে নাই বা কেন, তাদের গডফাদার প্রভাবশালী আমলা যে পড়েছে মহাবিপাকে। পাছে তদন্তকারীদের জেরার মুখে পড়তে হয়, তাই আপাতত আড়ালে যাওয়া ছাড়া হয়তো রাস্তা খোলা নেই শাসক নেতার কাছেও। এবার কি ধরা পড়বে চোরাকারবারিদের হাতসাফাই; নাকি শাসকের ম্যাজিকে সবকিছুই ভ্যানিশ হয়ে যাবে? সেই প্রশ্ন এখন ঘুরছে কোচবিহার থেকে কলকাতা সর্বত্রই।

চওড়া টাক, উসকোখুসকো চুল, উদ্ধত চালচলন- শেষ কয়েক বছর ধরে মাঝারি গড়নের ব্যক্তিটির ক্ষমতার বিষদাঁত দেখছে রাজ্যবাসী। ব্লক স্তরের আমলা হয়েও রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ মহলে তার অবাধ যাতায়াত। রাজ্যের শাসকদলের শীর্ষ নেতা-নেত্রীদের ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে যখন-তখন ফোন করার ছাড়পত্রও পেয়েছে সে। কতটা ক্ষমতাবান তার প্রমাণ দিতে মাঝেমধ্যেই লাউডস্পিকারে সহকর্মীদের শোনায় শাসক নেতাদের সঙ্গে তার কথোপকথন। শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্বের মদত এবং প্রশ্রয়েই উত্তরবঙ্গের অন্ধকার জগতের অলিখিত বাদশা হয়ে উঠেছে ওই আমলা। সোনা থেকে কয়লা, বালি থেকে কাঠ, পর্দার আড়াল থেকে পাচার কারবারের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে সে। তবে নিজের কুকর্ম প্রকাশ্যে এলেই কেন বারেবারে বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখার কথা বলে গুণধর ওই আমলা তা আজও রহস্যময়। *এরপর দশের পাতায়*

আমলার লম্বা হাত

■ ওই আমলা তৃণমূলের অন্দরমহলে গুপ্তচরের কাজ করে

■ ছুটি না নিয়েই রেগুলার কোর্সে আইনের ডিগ্রিও পেয়ে গিয়েছে সে

■ প্রেমিকাকে কোচবিহারের একটি কলেজে পাইয়ে দিয়েছে চাকরিও

■ কোচবিহারের এক পুরসভার চেয়ারম্যানের টলমল গদি টিকে রয়েছে ওই আমলার দৌলতেই

■ নীলবাতির গাড়ি চড়ে মস্তানি আমলার পুরোনো অভ্যাস

সুস্থ রাখতে হস্তীশাবকের পায়ে ফুটবল

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১০ নভেম্বর : শরীরকে সুস্থ, সতেজ রাখতে যোগব্যায়াম, খেলাধুলোর কোনও বিকল্প নেই। সুস্থ থাকতে অনেকে খেলার মাঠ বা জিমে যান। একইভাবে এবার হাতিদের শারীরিক গঠন ও শরীরকে সুস্থ, সবল রাখতে তাদেরও শারীরিক কসরত করানোর কথা ভেবেছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান। সেখানে থাকা পাঁচটি হস্তীশাবককে রোজ সকালবেলা হাঁটানো, দৌড় করানো হয়। এরই মধ্যে হস্তীশাবকদের জন্য এবার ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়েছে।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে সোমবার সকালে জলদাপাড়ার হলং সেন্ট্রাল পিলখানার তিন মাসের একটি হস্তীশাবককে ফুটবল খেলানো হয়। বল দেখেই আনন্দে আত্মহারা সেই খুদে। তবে সঙ্গী কেউ না থাকায় তার মায়ের মাহুত রফিকুল ইসলামকেই পার্টনার করে নেয়।

হলং সেন্ট্রাল পিলখানায় হস্তীশাবকের শরীরচর্চার জন্য ফুটবল খেলার আয়োজন।

খুদে শাবকের ফুটবল খেলা দেখে রফিকুল বললেন, 'ছোট পায়ে বল মারতেই তা চলে যাচ্ছে পিলখানার বাইরে। আমার পায়ে বল রাখলে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বল নিয়ে ড্রিবলিং করছে। কখনও পা দিয়ে কখনও শুঁড় দিয়ে বল ঠেলে দৌড়ে বেড়াচ্ছে।'

> ছোট পায়ে বল মারতেই তা চলে যাচ্ছে পিলখানার বাইরে। আমার পায়ে বল রাখলে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বল নিয়ে ড্রিবলিং করছে। কখনও পা দিয়ে কখনও শুঁড় দিয়ে বল ঠেলে দৌড়ে বেড়াচ্ছে।
>
> **রফিকুল ইসলাম** মাহুত

জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানান, ছোট শাবকদের নানারকম কসরত করানো হয়। বল খেলা, হাঁটা, দৌড় করালে ওদের শারীরিক কসরত হয়। এরফলে ওদের শরীর যেমন সুস্থ থাকে, তেমনই মন, মেজাজ ভালো থাকে। স্বাস্থ্যই সম্পদ, এটা সকলের জন্য প্রযোজ্য। পিলখানার কুনকি হাতি চৈতির দ্বিতীয় সন্তান এই শাবকটি।

জলদাপাড়ার প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মার কথায়, 'শরীর সুস্থ রাখতে খেলাধুলোর বিকল্প নেই। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন এই ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই হস্তীশাবকের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। এই দৌড়ঝাপের পর একদিকে ওদের শরীর যেমন ঠিক থাকবে, তেমনই মনমেজাজ ভালো থাকবে।'

চারদিনের মেলা শেষ

বিষাদভরা চোখে দেবীর বিসর্জন

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১০ নভেম্বর : চারদিনের উৎসব, ভক্তি ও আনন্দের সমাপ্তি শেষে সোমবার বিকেলে বিষাদের সুরে শেষ হল বোল্লা রক্ষাকালীপুজো ও মেলা। এদিন বিকেলে রক্ষাকালী মায়ের বিদায় শেষে যখন ঢাকের আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে এল, তখন হাজারো ভক্তের কণ্ঠে একটাই সুর 'আসছে কবে, বছর পরে... বোল্লা মা কি জয়!' এমন আবেগঘন মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে মন্দির চত্বরে পুকুরের জলে বিসর্জন দেওয়া হল মায়ের মূর্তি।

এদিন বিকেল প্রায় সাড়ে তিনটায় শুরু হয় বোল্লা রক্ষাকালী প্রতিমার বিসর্জন প্রক্রিয়া। ওই সময় মূল মন্দিরের সামনে ঢাকের আওয়াজের পাশাপাশি লাল রংয়ের আবিরে মন্দির প্রাঙ্গণও লাল হয়ে ওঠে। গোটা মন্দির প্রাঙ্গণ তখন ঢাকের তালের সঙ্গে ভক্তদের উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি এবং আবেগমাখা চিৎকারে কেঁপে ওঠে।

এরপর লোহার চাকাযুক্ত ফ্রেমে দড়ি বেঁধে মন্দির থেকে প্রতিমা বের করে আনা হয় মন্দিরের সামনে। প্রথমে পশ্চিমমুখী করে কিছুটা টেনে নেওয়ার পর পূর্বদিকে ঘোরানো হয়। প্রায় ৪০ মিটার টেনে এনে মূল পাকা রাস্তায় দক্ষিণমুখী করে দাঁড় করানো হয় প্রতিমা।

এরপর ঐতিহ্য মেনে তিনবার দক্ষিণদিকে টেনে নিয়ে আবার উত্তরদিকে আনা হয়। সবশেষে পূর্বমুখী অবস্থায় রক্ষাকালীকে বিসর্জনঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সেখানে পুলিশ-প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তায় দেবীকে পরানো ৩২ কেজি সোনা ও রুপোর গয়না খোলা হয়।

বোল্লা রক্ষাকালী বিসর্জনের আগে আরতি। ছবি : অভিজিৎ সরকার

> এবারের মেলা পরিচালনায় আমাদের সামান্য কিছু ত্রুটি ছিল। আগামী বছর পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে আরও নিবিড় সমন্বয় করে একটি সুষ্ঠু ও সুচারু আয়োজন করার চেষ্টা করব।
>
> **অর্ঘ্য সরকার** কর্মকর্তা, মেলা কমিটি

এই সম্পূর্ণ সময়টি ছিল ভক্তদের জন্য চরম আবেগঘন মুহূর্ত। দেবীর মূর্তির কাছাকাছি যাওয়ার জন্য ভক্তদের মধ্যে প্রবল হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। প্রত্যেকেরই একটাই উদ্দেশ্য, মায়ের বিদায়ের আগে একবার মায়ের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করা।

এরপরেই অবশেষে, দেবীর প্রতিমা যখন ধীরে ধীরে জলের মধ্যে বিলীন হতে শুরু করে, তখনও মানুষের কণ্ঠে 'বোল্লা মা কি জয়'-এর ধ্বনি থামেনি। একইসঙ্গে ভক্তদের মানত নিবেদনের প্রতীক স্বরূপ হাজার হাজার মানতকালী প্রতিমাও বিসর্জন দেওয়া হয়।

বিসর্জনপর্ব শেষ হওয়ার পর পুকুর থেকে পবিত্র জল এনে মন্দির চত্বর ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়।

মেলা কমিটির এক কর্মকর্তা অর্ঘ্য সরকার বলেন, 'এবারের মেলা পরিচালনায় আমাদের সামান্য কিছু ত্রুটি ছিল। আগামী বছর পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে আরও নিবিড় সমন্বয় করে একটি সুষ্ঠু ও সুচারু আয়োজন করার চেষ্টা করব।'

দ্বিতীয় ফরাক্কা সেতুতে শুধু অ্যাম্বুল্যান্স

কালিয়াচক, ১০ নভেম্বর : গঙ্গা নদীর ওপর দ্বিতীয় ফরাক্কা সেতু তৈরি হলেও এখনও সেটির উদ্বোধন হয়নি। কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্স চলাচলের জন্য সেতুর একটি লেন খুলে দেওয়া হয়েছে।

ফরাক্কা ব্যারেজে যখন যানজট হয় ওই সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অ্যাম্বুল্যান্সকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এতে অনেক সময় রোগী ও তাঁর পরিজনদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হত। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই নবনির্মিত দ্বিতীয় সেতুটির একটি লেন অ্যাম্বুল্যান্স চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে কোনওমতেই অন্য যানবাহন চলাচল করতে পারবে না।

কাজের বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার ভেঙ্কটেশ স্বামী রাও বলেন, 'সামান্য কিছু কাজ বাকি রয়েছে। আপাতত অ্যাম্বুল্যান্স চলাচলের জন্য একটি লেন খুলে দেওয়া হয়েছে। ব্যারেজ নির্মাণ করতে গিয়ে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ফলে কাজের গতির থমকে গিয়েছিল। ব্যারেজের একটি লেন অনেক আগেই খুলে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কিছু কাজ বাকি থাকার কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে আগামী ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারি মাসের মধ্যেই একটি লেন খুলে দেওয়া হবে।'

এতে ফরাক্কা ব্যারেজের ওপর দিয়ে যান চলাচলের সংখ্যা কমবে। পাশাপাশি যানজটও কমবে।

e-TENDER

Vide notification no. 1718 & 1719/DCFS/JPG/25. Dt: 07/11/25 bids are requested from interested bidders for engagement of vendors for Stationeries and Goods Vehicles. Last Date of Submission: 25/11/25 till 6 PM. Please follow the website **https://www.wbtenders.gov.in** and notice board O/o DCF&S, Jalpaiguri

Sd/-
DCF&S, Jalpaiguri

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ড -এর কাজের জন্য লোক লাগবে। বেতন (10-11,000/-) স্পট জয়েনিং (M) 8927299546. (C/119070)

বিক্রয়

মেখলিগঞ্জের চ্যাংরাবান্ধার 7KM মাথাভাঙ্গা রোডে জাতীয় সড়কের পাশে 25 বিঘা জমি বিক্রয় হবে। ফোন 9547541528.

অ্যাফিডেভিট

গত 22/03/2017 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mintu Roy থেকে Mintu Mohammad নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/113611)

•

শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা Gobinda Bhagat ও Gopbinda Bhagat একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত। (C/113610)

•

শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা 10-11-25 তারিখে Mumtaz Alam -এর বাবা Ajijul Haque ও A. Rahaman একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত। (C/113610)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB64/24791 আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 07-11-25, J.M. 3rd কোর্ট (S), কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Ranju Roy Karmaker এবং Ranju Roy Karmokar, Ramchandra Roy Karmaker এবং R.C. Roy Karmokar একই ব্যক্তি। আমার এবং বাবার নাম Ranju Roy Karmaker S/o Ramchandra Roy Karmaker সর্বত্র এবং সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। ওয়ার্ড নং - 19, নতুন পাড়া, থানা - কোতোয়ালি, পো:+জেলা : কোচবিহার। (C/118184)

•

জমির ডিড নং I 8041, তাং 27.12.1990 এবং ডিড নং 5105 আমার নাম ভুল থাকায় গত 15-10-25, J.M. 3rd কোর্ট, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Anil Das, Hriday Chandra Das এবং Hriday Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Anil Das সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই হলফনামা পেশ করলাম। শিয়ালদহ - I, পো : রাশিডাঙ্গা - 2, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - কোচবিহার। পিতা - Late Harakanta Das. (C/118185)

কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৪৪_২০২৫/কে/৯৬৮ তারিখঃ ০৫-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে টেন্ডার সংখ্যা. ৪৪_২০২৫। কাজের নামঃ যান্ত্রিক কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "শিলিগুড়ি জংশনের ডিজেল লোকো শেড, শিলিগুড়িতে ভারতীয় রেলওয়ের বৈদ্যুতিক রেল ইঞ্জিনের রক্ষণাবেক্ষণের হেতু সুবিধার সৃষ্টি, বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন।" টেন্ডার রাশিঃ ৫৩,৯৯,২৭৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,০৮,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএণ্ডসিএইচজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ABRIDGE TENDER NOTICE

e-Tenders are hereby invited by the undersigned for construction of various type of work as per NIT No- 15/HRP/DD/25-26/1st Call, Dt- 06.11.2025.
Last date of submission- 28.11.2025 upto 12.00 Noon
Date of opening tender- 01.12.2025 after 11.00 A.M.

Sd/- EO & BDO
Harirampur Development Block & Harirampur Panchayat Samity
Dakshin Dinajpur

RECRUITMENT NOTICE

Application are invited for recruitment of the various contractual posts under NHM for kalimpong District, GTA. For more details visit : **www.wbhealth.gov.in/ www.kalimpong.gov.in.**

Sd/-
Member Secretary, DLSC& Chief Medical Officer of Health Kalimpong, GTA

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference **e-NIT No. DHUPGURI/BDO/NIT-006/2025-26**, from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.
visit **www.wbetendres.gov.in** and Office Notice Board for further details.

Block Development Officer
Dhupguri Development Block

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫২৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫২৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e NIT NO/BANARHAT/BDO/NIT-009/2025-26(2nd CALL)** Last date of online bid submission **02.12.2025 09:00 AM.** For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti ::: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide **e-NIT NO: E-NT NO: WB/36/APAS-19/BDOKNT/25-26, Dated:- 10-11-2025 Work Sl 01 to 09,** Last date of submission of bid through online is 29-11-2025 up to 17:00 hrs. **E-NIT NO: WB/37/APAS-20/BDOKNT/25-26, Dated:- 10-11-2025 Work Sl 01 to 23, E-NT NO: WB/38/APAS-21/BDOKNT/25-26, Dated:- 10-11-2025 Work Sl 01 to 15.** Last date of submission of bid through online is **02-12-2025 up to 17:00 hrs.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in.** from 10-11-2025 from 17:00 hrs. respectively.

Sd/-
EO & BDO
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

শিয়ালদহ ও পাটনা জংশন এবং মালদা টাউন ও দীঘার মধ্যে স্পেশাল ট্রেন বাতিল

যাত্রী সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ার কারণে, ০৩১৩৫ শিয়ালদহ-পাটনা জংশন স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬.১১.২০২৫) ও ০৩১৩৬ পাটনা জংশন-শিয়ালদহ স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৬.১১.২০২৫) এবং ০৩৪৬৫ মালদা টাউন-দীঘা স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.১১ ও ২৯.১১.২০২৫) ও ০৩৪৬৬ দীঘা-মালদা টাউন স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ২২.১১ ও ২৯.১১.২০২৫) বাতিল থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৪২_২০২৫/কে/৯৩০; তারিখ: ০৩-১১-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, টেন্ডার নং : ৪২_২০২৫। কাজের নাম : (ক) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ "কাটিহারে (এমডিডিটিআই): ছেলেদের জন্য ৫০ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হোস্টেল ভবন নির্মাণ এবং মডেল রুম নির্মাণ"। (খ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ "কাটিহারে (এমডিডিটিআই): মেয়েদের জন্য ২৫ শয্যা বিশিষ্ট নতুন হোস্টেল ভবন নির্মাণ এবং মডেল রুম নির্মাণ"। টেন্ডার মূল্য: ৬১,৫৬,২৪৭/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,২৩,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৬-১১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জিএডসিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের তারিখ স্থগিতকরণ

ডিআরএম (পি)/কাটিহার-এর বিজ্ঞপ্তি নং. এনএফআর-কেআইআরওপিইআরএস(ইএসটিবি)/৩৬/২০২৫ তারিখঃ ০৯-১০-২০২৫-এর অধীনে রেলওয়ে হাসপাতাল, কাটিহার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে চুক্তির ভিত্তিতে পার্ট টাইম ডেন্টাল সার্জন (পিটিডিএস) নিয়োগের জন্য ১২.১১.২০২৫ তারিখের ১০:০০ ঘণ্টা থেকে ১৩:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত এবং ১৪:০০ ঘণ্টা থেকে ১৭:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাটিহার ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতালের অডিটোরিয়াম-এ, পূর্বে নির্ধারিত ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ অনিবার্য কারণবশতঃ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হল।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (পি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

BLOCK DEVELOPMENT OFFICER SADAR BLOCK JALPAIGURI

NITNO WB/JAL/SADAR/B.D.O/APAS/27, DATED: 05/11/2025 (II) WB/JAL/SADAR/B.D.O/APAS/28, DATED: 05/11/2025 invited (III) WB/JAL/SADAR/B.D.O/APAS/29, DATED: 05/11/2025 invited (IV) WB/JAL/SADAR/B.D.O/APAS/30, DATED: 07/11/2025 (V) WB/JAL/SADAR/B.D.O/APAS/31, DATED: 07/11/2025 (VI) WB/JAL/SADAR/B.D.O/APAS/32, DATED: 07/11/2025 By the undersigned Total 25 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri Under Sadar Block, Jalpaiguri period and time for download of bidding documents: (1) From 05/11/2025 Time: 18:00 Hour To:19/11/2025 Time: 14.00 (2) from 07/11/2025 Time: 18.00 Hour To: 21/11/2025 Time: 14.00 (3) Hours. Please visit on website:**www.wbtenders.gov.in** Detailed will be available from the office on all working days.

Sd/-
Block Development Officer Sadar Block, Jalpaiguri

বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/২৯/৪৩_২০২৫/কে/৯৩১, তারিখঃ ০৩-১১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নংঃ ৪৩_২০২৫, কাজের নামঃ (ক) "কাটিহার- কনস্ট্রাকশন সুইটস-এর নিকট রেস্টহাউস বিল্ডিং-এর নির্মাণ"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। (খ) "কাটিহার- অফিসার্স রেস্ট হাউস-এর উন্নয়ন"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। (গ) "বাইরের পেইন্টিং ইত্যাদি সহ ওআরএইচ সুইট নং. এ, বি, ই ও এফ এবং রুম নং. ১ ও ২-এর নবীকরণ"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৬৩,৯৬,৫৯৬.০০ টাকা, বায়নার ধনঃ ১,২৭,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৬-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৬-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-পিএওয়াই-ইউএসই-এসজিইউজে-. নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট)ঃ ২৫-১১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২৫-১১-২০২৫ তারিখের ১০.৩০ ঘণ্টা, রেট ইউনিটঃ বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল.ট্রিপ/দিনঃ ৩৬৫।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেআইআর-এসজিইউজে- টিওআই-২০৯-২৫-১ (পে অ্যান্ড ইয়ুজ-টয়লেট)	শিলিগুড়ি জংশন (এসজিইউজে) স্টেশনে ০১ (এক) বছরের জন্য পে অ্যান্ড ইয়ুজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ০৬-১১-২০২৫ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আদরের বোন, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ ইন্দ্রজিৎ, সন্ধে ৭.০০ ছোটবউ, রাত ১০.০০ দুই পৃথিবী

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ নায়ক (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১.০০ লাভেরিয়া, বিকেল ৪.০০ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধে ৭.০০ মন মানে না, রাত ১০.০০ গুরু

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ আশা ও ভালোবাসা, দুপুর ১২.০০ পূজা, ২.৩০ অঞ্জলি, বিকেল ৫.০০ মেজবউ, রাত ১০.৩০ চিতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সাথী আমার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার বধূয়াঁ

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৮ ওয়েলকাম ব্যাক, দুপুর ১.৩৭ কৃশ, বিকেল ৪.৫৫ চেন্নাই ভার্সেস চায়না, সন্ধে ৭.৩০ ক্রান্তিবীর, রাত ১০.০৬ এলিয়েন্স ২০৪২

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ গরভ : প্রাইড অ্যান্ড অনার, বিকেল ৩.৫০ মুজরিম, সন্ধে ৬.৫০ বেটা, রাত ১০.০০ করিশমা কালী কা

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩০ রাউডি নাম্বার ওয়ান, দুপুর ২.০৭ রুদ্রাঙ্গী, বিকেল ৪.৪০ রাউডি রাজকুমার টু, সন্ধে ৭.২৮ কৃষ্ণা, রাত ১০.২০ এক অনাড়ি দো খিলাড়ি

জি সিনেমা : দুপুর ১.১৪ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, বিকেল ৪.৩৪ বিজয় দ্য মাস্টার, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্দ, রাত ১০.৪৭ স্যামি টু

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১৭ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, দুপুর ২.২৯ আর্টিকল ফিফটিন, বিকেল ৪.৪৪ তুম্বাড়, সন্ধে ৬.২৮ জনহিত মে জারি, রাত ৯.০০ শর্মাজি নমকিন, ১১.০২ মুক্কাবাজ

শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

বাবার কাজ সকলের সামনে আনার আগেই কি সব স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে কম্পাসের? কম্পাস সন্ধে ৬.০০ স্টার জলসা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নিজের বুদ্ধি, পরিশ্রমের ফলে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি লাভ। অজানা ব্যক্তির পরামর্শে কোনও আর্থিক সংস্থায় টাকা বিনিয়োগ করবেন না। বৃষ : সামাজিক কাজকর্মে নিজেকে যুক্ত করে যশ ও প্রতিপত্তি বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। মিথুন : বহুদিন ধরে আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা। আবেগের বশে কোনও দায়িত্ব নিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। কর্কট : জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। আর্থিক জটিলতার কারণে অংশীদারি ব্যবসায় ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। সিংহ : রাস্তাঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। প্রবাসী কোনও আত্মীয়ের কারণে সারাদিন চিন্তায় থাকতে হতে পারে। কন্যা : পারিবারিক সমস্যার সমাধানে আইনি পথ বেছে নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পাবেন। তুলা : আর্থিক কারণে নিকট কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে দূরত্ব বাড়বে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির খবর পেতে পারেন। বৃশ্চিক : সংসারে কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন। বেহিসেবি খরচের কারণে মানসিক চাপ থাকবে। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। ধনু : স্ত্রীর ভাগ্যে কোনও সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য দেখে গর্বিত হবেন। মকর : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা কথাবার্তা মেপে বললেই ভালো হয়। বাড়িতে অতিথি সমাগমে খরচ বাড়বে। কুম্ভ : নিকট কোনও আত্মীয়ের কারণে ব্যবসায় প্রচুর টাকা লোকসান হতে পারে। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্য। মীন : কাউকে টাকা ধার দিয়ে বিপাকে পড়তে হতে পারে। পড়াশোনায় বাধা কাটবে। ধর্মীয় কাজে অংশ নিয়ে মানসিক চাপ কমবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ কার্ত্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২০ কার্ত্তিক, ১১ নভেম্বর ২০২৫, ২৪ কাতি, সংবৎ ৬/৭ মার্গশীর্ষ বদি, ১৯ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫২, অঃ ৪।৫২। মঙ্গলবার, ষষ্ঠী প্রাতঃ ৬।১৬ পরে সপ্তমী শেষরাত্রি ৪।৫৮। পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ১২।৩৯। শুভযোগ সন্ধ্যা ৪।৩৮। বণিজকরণ প্রাতঃ ৬।১৬ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৫।৩৭ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৪।৫৮ গতে বালবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ১২।৩৯ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, প্রাতঃ ৬।১৬ গতে শেষরাত্রি ৪।৫৮ মধ্যে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, প্রাতঃ ৬।১৬ গতে বায়ুকোণে শেষরাত্রি ৪।৫৮ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৭।১৪ গতে ৮।৩৭ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৯ গতে ৮।৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ত্র্যহস্পর্শ, স্নানদানে সহস্রগুণ ফল। শেষরাত্রি ৪।৫৮ গতে পুণ্যতরা গঙ্গাস্নান। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুরের আবির্ভাব তিথি ও পূজা। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫০ মধ্যে ও ৭।৩০ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৮ গতে ৮।২১ মধ্যে ও ৯।১৪ গতে ১১।৫৪ মধ্যে ও ১।৪১ গতে ৩।২৮ মধ্যে ও ৫।১৪ গতে ৫।৫২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।২৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধানখেতে পোকা, মাথায় হাত কৃষকের

চোপড়া, ১০ নভেম্বর : চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় আমন ধানের জমিতে পোকার উপদ্রব ঘিরে কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। মাঠে মাঠে ধান পাকতে শুরু করেছে। এসময় পোকার উপদ্রব মাথাচাড়া দেওয়ায় কৃষকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। ব্লক কৃষি অধিকর্তা মৌমিতা বড়ুয়া বলেন, 'সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন মাইল ও দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কিছু ধানের জমিতে পোকার উপদ্রবের খবর মিলেছে।' গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

এবার চাষের মরশুমের শুরু থেকে সমস্যা হয়েছে। সেচ দিয়ে চারা বুনতে হয়েছে। সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় মন্থার তাণ্ডবে কিছু এলাকায় ধানের ফলনের ক্ষতি হয়েছে। তার ওপর রোগপোকার হানাদারি সমস্যা বাড়িয়েছে। দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'বিশেষ এক ধরনের রোগপোকা হানাদারি চালিয়ে ধান গাছের রস শুষে নিচ্ছে। গাছ মাটিতে নুইয়ে পড়েছে।' রোগপোকা দমনে কীটনাশক স্প্রে করেও লাভ হচ্ছে না বলে স্থানীয় খতিবউদ্দিনের মতো অনেকের দাবি। সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে বলে মহম্মদ হালিমউদ্দিন, তরিকুল ইসলামের মতো কৃষকরা দাবি জানিয়েছেন।

উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ডঃ ধনঞ্জয় মণ্ডল বলেন, 'ধানের জমিতে পোকার আক্রমণ বেড়েছে। চোপড়া সহ উত্তর দিনাজপুর জেলার চারদিক থেকে ধানখেতে এ জাতীয় পোকার উপদ্রব দেখা দিচ্ছে। কৃষকরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। সমস্যা ঠেকাতে তাঁদের উপায় বলে দেওয়া হচ্ছে।'

দায়িত্বে ঝরেন

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : গত ৭ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে ৯ নভেম্বর শেষ হয়েছে সারা ভারত কৃষকসভার ৩৮তম রাজ্য সম্মেলন। সম্মেলনে ২৪ জন সদস্যের নতুন একটি কমিটি গঠিত হয়। প্রথমবারের জন্য সহ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক ঝরেন রায়।

সম্মেলন শেষে বর্ধমান থেকে শিলিগুড়ি ফিরে ঝরেন বলেন, 'ফসলের ন্যায্য দাম, সারের কালোবাজারি রোধ বা বেআইনি জমি দখলের মতো বিষয়ে আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে। রাজ্য কমিটিতে পাহাড়ের দীর্ঘদিনের দাপুটে নেতা কেবি ওয়াতার, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি তাপস সরকার রয়েছেন। সকলের সঙ্গে আলোচনা করে আগামীদিনে নির্দিষ্ট কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

স্কুলে চুরি

খড়িবাড়ি, ১০ নভেম্বর : স্কুলের জানলার গ্রিল কেটে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি পানিট্যাঙ্কি বুন্দেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। শনিবার স্কুলের দরজা ও জানলা বন্ধ করে সকলে বাড়ি চলে যায়। এরপর রবিবার বাদ দিয়ে সোমবার যখন শিক্ষকরা স্কুলে আসেন তখন তাঁদের চক্ষু চড়কগাছ। স্কুল বন্ধ থাকার সুযোগে দুষ্কৃতীরা বিদ্যালয়ে ঢুকে লোহার গ্রিল ও অন্য সামগ্রী নিয়ে গিয়েছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ দাস জানান, ক্লাসরুম ও হলরুমের জানলার গ্রিলগুলি কেটে নিয়ে গিয়েছে। এমনকি একটি লোহার রেলিংও তুলে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। তিনি আরও জানান, এমন চুরির ঘটনা নতুন নয়। এর আগেও একাধিকবার স্কুল থেকে ফ্যান, বেঞ্চ ও রান্নার সামগ্রী চুরি গিয়েছে। লকডাউন চলাকালীন নতুন রান্নার গ্যাস ওভেন ও রান্নার বাসনপত্র উধাও হয়ে গিয়েছিল। ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত শুরু করেছে।

শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির গড়তে জমি চিহ্নিত

হিন্দু ভোটে নজর মমতার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গে হিন্দু ভোট শক্তিশালী করতে বড়সড়ো চমক দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগেই পাহাড়ে গিয়ে শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরির ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি মন্ত্রীসভার বৈঠকে মন্দির তৈরির ছাড়পত্র আদায় করে জমিও চিহ্নিত করে ফেলেছেন মমতা। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, ১৭.৪ একর জমিতে ওই মন্দির তৈরি হবে। এর জন্য সমস্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। নিয়ম মেনে মুখ্যসচিবকে মাথায় রেখে একটি ট্রাস্টি বোর্ডও তৈরি করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। রাজনৈতিক মহল বলছে, নির্বাচনের আগে মন্দিরের কাজ শুরু করিয়ে আখেরে উত্তরবঙ্গে হিন্দু ভোটকে টার্গেট করে এগোতে চাইছেন মমতা।

তিনি এদিন বলেন, 'মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। তার পরেই মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে চেয়ারম্যান করে একটি ট্রাস্ট তৈরি করেছি। এই ট্রাস্টে দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরের পুরোহিত, মদনমোহন মন্দির এবং জলপাইগুড়ির জল্পেশ মন্দিরের পুরোহিতকে রাখা হয়েছে। এছাড়া দার্জিলিং থেকে অনীত থাপা, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহ সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সহ অন্যরা থাকবেন।'

দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরের জনপ্রিয়তা, এই মন্দিরের প্রতি মানুষের ভক্তি, শ্রদ্ধা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও রয়েছে। দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক দার্জিলিং বেড়াতে এলে একবার অন্তত মহাকাল মন্দিরে পুজো দেন। পাহাড়ের মানুষের কাছেও অত্যন্ত পুণ্য তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে সবচেয়ে বড় মহাকালেশ্বর মন্দির রয়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে এবার শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরি করছে রাজ্য সরকার।

গত মাসের মাঝামাঝি সময় দার্জিলিংয়ে এসে মুখ্যমন্ত্রী মহাকাল মন্দিরে পুজো দেন। সেখান থেকে নেমে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরির সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন। ২৫ দিনের মধ্যেই ফের উত্তরবঙ্গে এসে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরির জন্য জমি চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন। রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, সামনেই ভোট। তাই দ্রুততার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরির সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছেন। সরকারি সূত্রের খবর, মাটিগাড়ার উপনগরীর উলটোদিকে ১৭.৪ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজ্য সরকার বিনামূল্যে জমিটি ট্রাস্টকে দিচ্ছে। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ মনে করেন, 'নীতি অনুযায়ী কোনও সরকার সরাসরি কোনও ধর্মের প্রচার, প্রসার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারে না। কিন্তু দিঘাতেও জগন্নাথ দেবের অপমান হয়েছে। কালচারাল সেন্টারের নামে তৈরি করে মন্দির বলে উদ্বোধন করা হয়েছে, এটা শোভনীয় নয়।' শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরি নিয়ে যে কথা মুখ্যমন্ত্রী বলছেন সেটাও সরকারি নীতির বিরুদ্ধে বলে শংকর দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য, 'যিনি ভগবানকে নিয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারেন, তাঁর সম্পর্কে আর কিছু বলার থাকে না।'

কী পরিকল্পনা

- গত মাসের মাঝামাঝি সময় দার্জিলিংয়ে এসে মুখ্যমন্ত্রী মহাকাল মন্দিরে পুজো দেন
- সেখান থেকে নেমে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরির সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন
- ১৭.৪ একর জমিতে ওই মন্দির তৈরি হবে, এজন্য সমস্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে
- নিয়ম মেনে মুখ্যসচিবকে মাথায় রেখে একটি ট্রাস্টি বোর্ডও তৈরি

বহুরূপীর আশীর্বাদ।। কোচবিহার মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে। সোমবার। ছবি : জয়দেব দাস

হাতির হানা

মালবাজার, ১০ নভেম্বর : ধানের লোভে আপালচাঁদ জঙ্গল থেকে একটি হাতির দল রবিবার রাতে ডামডিম, কুমলাই ও গুডহোপ চা বাগান পেরিয়ে সাইলির হাট অঞ্চলে প্রবেশ করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আতঙ্কের মধ্যেই বন দপ্তর দ্রুত উদ্যোগী হয়। দীর্ঘ প্রয়াসের পর অবশেষে রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ হাতির দলটিকে গরুবাথান জঙ্গলের দিকে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হন বনকর্মীরা। দলটিতে প্রায় ২০টি হাতি ছিল। প্রতি বছর ধান পাকার মরশুমে আপালচাঁদ জঙ্গল থেকে এই রুটে হাতির দল খাবারের সন্ধানে আসে এবং কিছুদিন পর পুনরায় জঙ্গলে ফিরে যায়। বন দপ্তর জানিয়েছে, প্রতি বছর এই সময় ধানের গন্ধে হাতিরা গ্রামাঞ্চলে চলে আসে। সেজন্য টহল ও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

হাকিমপাড়ায় আবাসনের সামনে সার সার রাখা বাইক।

পদক্ষেপ দাবি বাসিন্দাদের

আবাসনের সামনে পার্কিং, নেশার আসর

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : বিএসএনএল কর্মীদের আবাসনের মুখে অবৈধ পার্কিংয়ের জেরে সমস্যায় সেখানকার বাসিন্দারা। এছাড়া রাস্তায় নেশার আসর বসানোর মতো ঘটনায় রীতিমতো অতিষ্ঠ তাঁরা।

হাকিমপাড়ার ইস্টবেঙ্গল রাস্তা সংলগ্ন এই আবাসন। যেখানে বিএসএনএলের কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা থাকেন। এই আবাসনের মহিলারা প্রতিদিনের এই সমস্যায় এতটাই জর্জরিত যে, শেষমেশ তাঁরা পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে অভিযোগ করতে বাধ্য হন।

আবাসিকদের অভিযোগ, 'আবাসনে ঢোকার মুখের রাস্তায় সারাদিন গাড়ি, বাইক দাঁড় করানো থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিছু মানুষ সেখানে আড্ডা দেন। এতে গ্যাস, অ্যাম্বুল্যান্স সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ গাড়ি ঢুকতে সমস্যা হয়। পাশাপাশি, অনেকেই এই রাস্তায় সারাদিন নেশাদ্রব্য সেবন করে। সন্ধ্যা বাড়তেই এই সমস্যা বাড়ে।'

হাকিমপাড়া সংলগ্ন এই রাস্তাটিতে সকাল থেকেই দেখা যায় ভিড় ও

অবৈধ পার্কিং। এই সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নেশার আসরও। সমস্যা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছেন স্থানীয়রা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দার কথায়, 'আগে শুধু অবৈধ পার্কিং ছিল। এখন তো নেশার আসরও চলছে। এই সমস্যা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। আমরা চাই এসব বন্ধ হোক।'

প্রশাসনের অভিযান শুরু হতেই অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এসব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে আবাসিকদের অভিযোগ, পুলিশ চলে যাওয়ার পর দুর্বৃত্তরা ফের তাঁদের উত্ত্যক্ত করছে। এক আবাসিক বলছেন, 'কী বলব কিছু করার নেই! আমরা শেষমেশ অভিযোগ জানাতে বাধ্য হয়েছি। কিছু মানুষ নিত্য নেশার আসর বসাচ্ছে, এতে আমরা অতিষ্ঠ।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের পদস্থ এক কর্মীর কথায়, 'ওই এলাকায় আমরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি। আমরা জায়গাটির দিকে নজর রাখছি।' ১২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ বলেন, 'আবাসিকরা আমাকে অভিযোগ জানিয়েছেন। আমি পুলিশ ও ট্রাফিককে বলেছি এই বিষয়ে নজর দেওয়ার জন্য। এলাকায় এই ধরনের অনৈতিক কাজকর্ম একেবারেই বরদাস্ত করা হবে না।'

জেলা শাসককে চিঠি রাজুর

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : প্রশাসনিক টালবাহানায় প্রধানমন্ত্রী রিলিফ ফান্ডের আর্থিক সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত অক্টোবরে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দার্জিলিং পাহাড়ের মানুষ। অভিযোগ, ৯ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে (পিএমও) চিঠি দিয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের কাছে সমস্ত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল। কত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, কত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত সকলের রিপোর্ট চাওয়া হয়। সেই অনুযায়ী মৃতদের পরিবার পিছু দুই লক্ষ এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু চিঠি দেওয়ার পর এক মাস কেটে গেলেও দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের দপ্তরের তরফে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। এরপরই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সোমবার সাংসদ বিষয়টি নিয়ে ফের দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্রকে চিঠি দিয়েছেন। মৃত এবং আহতদের তথ্য দ্রুত পিএমওতে জানাতে বলেছেন তিনি। রাজুর বক্তব্য, 'এক মাস হয়ে গেল। তবুও পাহাড়ে ধসে মৃত এবং আহতদের কোনও তালিকা জেলা শাসকের দপ্তর থেকে পিএমওতে পাঠানো হয়নি। পিএমও থেকে চিঠি দেওয়ার পরও এই পরিস্থিতি প্রশাসনিক ব্যর্থতা দর্শায়।' দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের বক্তব্য, 'এই ধরনের কোনও প্রক্রিয়া হলে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে চিঠি আসে আমাদের কাছে। আমি সদ্য যোগ দিয়েছি। এখনও সেরকম কিছু জানি না।'

৫ অক্টোবর ভোরে টানা বৃষ্টির জেরে পাহাড়ে ধস নামে। ধসে চাপা পড়ে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রিপোর্ট দেন।

BA LL.B & LL.B
Admission
SHREE RAMAKRISHNA VIVEKANANDA MISSION COLLEGE OF JURIDICAL STUDIES
WBSU & BCI, New Delhi Approved
Nischinda (Belur) Howrah
9831395349

বৈষম্য মানতে নারাজ ডান-বাম শ্রমিক সংগঠন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : ৩০ জন চালককে তিন মাস অন্তর পুনর্নবীকরণের চুক্তি ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল আগেই। এবার ৪২ জনের ক্ষেত্রেও কার্যত একই পথ অনুসরণ করল কর্তৃপক্ষ। তবে ৪২ জনের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে তিন মাস এবং বাকিদের ক্ষেত্রে ছয় মাসের পুনর্নবীকরণের চুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাকে কেন্দ্র করে চলতি বিতর্ক আরও বড় আকার নিয়েছে। কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধলেও, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের বক্তব্য, 'চালকদের কর্মদক্ষতার বিষয়টা মাথায় রেখেই চুক্তিতে হেরফের করা হয়েছে। পুরোটাই নিগমের প্রশাসনিক ব্যাপার। কাজের ভিত্তিতে পুনর্নবীকরণের চুক্তির সময়কাল ঠিক করা হচ্ছে। যাঁরা খুব ভালো কাজ করছেন, তাঁদের চুক্তি এক বছরেরও করা হচ্ছে। মাঝারি কাজের ক্ষেত্রে ছয় মাস এবং যাঁদের কাজ একেবারেই সন্তোষজনক নয়, তাঁদের চুক্তির মেয়াদ তিন মাস অন্তর করা হচ্ছে। তাঁদের কার্যত আমরা ওয়ার্নিং দিচ্ছি। তবে কাউকে চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের দিকে আমরা যাচ্ছি না।'

কর্তৃপক্ষের দাবি, সকলে যাতে ভালোমতো কাজ করেন, তার জন্য চুক্তির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে চলছে কর্মদক্ষতার যাচাই? নিগম সূত্রে খবর, এক্ষেত্রে মূলত দিনে একজন চালক কত কিলোমিটার বাস চালাচ্ছেন, তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। যদিও কর্মদক্ষতার বিচারে চুক্তি নবীকরণের সময়সীমায় পরিবর্তন ঘটলেও, বেতনের অঙ্কে অবশ্য কোনও হেরফের হচ্ছে না। তবে নিগমের এই চুক্তি পদ্ধতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ডান-বাম দুই শ্রমিক সংগঠনই। বছর ঘুরলে বিধানসভা নির্বাচন থাকায় চুক্তি বৈষম্যের প্রভাব ভোটে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন নিগমের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সমীর সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা এব্যাপারে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলেছিলেন পরবর্তীতে এরকম হবে না। যদিও নতুন তালিকা এসেছে। প্রথম থেকেই আমরা বলে আসছি, নির্বাচনের আগে এই নীতি সংগঠনে প্রভাব ফেলবে।' নিগমের বাম শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য তুফান ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'চালকদের চুক্তির মধ্যে এধরনের বৈষম্য আমরা কোনওভাবেই মেনে নেব না। আর যদি এই নীতিই চালু করা হয়, তাহলে প্রথমেই সবাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক। কারণ, সব বাস এখন এক ধরনের নয়।' প্রসঙ্গত, এর আগে অস্থায়ী চালকদের এক বছর অন্তর পুনর্নবীকরণ করা হত। কিন্তু অক্টোবর থেকে চুক্তিতে পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে।

> যাঁরা খুব ভালো কাজ করছেন, তাঁদের চুক্তি এক বছরেরও করা হচ্ছে। মাঝারি কাজের ক্ষেত্রে ছয় মাস এবং যাঁদের কাজ একেবারেই সন্তোষজনক নয়, তাঁদের চুক্তির মেয়াদ তিন মাস অন্তর করা হচ্ছে। তবে কাউকে চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের দিকে আমরা যাচ্ছি না।
>
> **দীপঙ্কর পিপলাই**
> ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এনবিএসটিসি

আরও দুটি ডিজেল ইঞ্জিন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : বেশ কয়েকদিন ধরেই পাহাড়ে জয়রাইড এবং নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা নিয়ে একাধিক সমস্যা সামনে এসেছে। এরইমধ্যে মাঝপথে বেশ কয়েকবার ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। যা নিয়ে পর্যটকদের মধ্যে অসন্তোষও দেখা দিয়েছে। তবে এবার সেই সমস্যা মিটতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েতে (ডিএইচআর) ইতিমধ্যেই দুটি নতুন ডিজেল ইঞ্জিন যুক্ত হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে আরও দুটি নতুন ডিজেল ইঞ্জিন যুক্ত হবে। ফলে সবমিলিয়ে ডিএইচআর-এর কাছে ১০টির বেশি ডিজেলচালিত ইঞ্জিন চলে আসবে। স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে টয়ট্রেনের গতি আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

নতুন ডিজেল ইঞ্জিন টয়ট্রেনের পরিষেবা আরও মসৃণ করবে এবং ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা বজায় রাখতে সহযোগিতা করবে বলে মনে করছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। সোমবার সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'বিশ্বের দরবারে টয়ট্রেনের চাহিদা দেখে দুটি নতুন ডিজেলচালিত ইঞ্জিন আনা হয়েছে। আগামী মাসে আরও দুটি আনার কথা রয়েছে। নতুন ইঞ্জিনের ফলে পরিষেবা আগের থেকে আরও ভালো হবে।'

ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর কথায়, 'যে দুটি নতুন ইঞ্জিন আনা হয়েছে সেগুলি পরিষেবা দেওয়া শুরু করে দিয়েছে। ডিসেম্বরে আরও দুটি ইঞ্জিন আসতে চলেছে। ফলে পরিষেবা আরও স্বাভাবিক হবে।'

এনজেপি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার পথে রংটংয়ের আগেই থমকেছে ট্রেনের চাকা। আবার কখনও দার্জিলিং স্টেশনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইঞ্জিন মেরামতির জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। এই সমস্যাগুলি হয়েছে ইঞ্জিনে গোলযোগের কারণেই। পরে সেই ইঞ্জিনগুলি মেরামতির জন্য তিনধারিয়ার রেলওয়ে ওয়ার্কশপে পাঠানো হয়েছে। স্টিম ইঞ্জিনগুলির বেশ কয়েকটির ইতিমধ্যে বয়লার বদল করে দেওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, রেলের বাস্তুকাররা জানিয়েছেন ইঞ্জিনগুলির বয়স হয়েছে। যে কোনওদিন বসে যেতে পারে সেগুলি। এই পরিস্থিতিতে ডিএইচআর-এর শতবর্ষ পুরোনো স্টিম লোকোমোটিভগুলির স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বুড়ো হয়ে যাওয়া স্টিম ইঞ্জিনগুলি দিয়ে কতদিন কাজ চালানো হবে তা নিয়েও প্রশ্ন ছিল। যদিও রেলের বক্তব্য ছিল, ওই স্টিম ইঞ্জিনগুলিকে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। নয়তো এতদিন পরিষেবা দিতে পারত না। এরই মধ্যে নতুন ইঞ্জিন এল ডিএইচআর-এর কাছে।

-ফাইল চিত্র

দিল্লি বিস্ফোরণের পরই তৎপর পুলিশ

চিকেন নেকে কড়া নজরদারি

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ সফরে সোমবার শিলিগুড়িতে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার ফলে শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গার নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। এরইমধ্যে সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের ফলে এখনও পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। সেই ঘটনার পরেই দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। আঁটোসাঁটো করা হয়েছে শহর শিলিগুড়ির নিরাপত্তাও।

শিলিগুড়ির অবস্থান এমনিতেই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসাবে শিলিগুড়ির ‘চিকেন নেক’ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। দুটি দেশের সীমান্তও রয়েছে এখানে। ইতিমধ্যেই সেই দুটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সীমান্তে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। বিএসএফ-ও টহলদারি বাড়িয়েছে। নেপাল সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে সক্রিয় রয়েছে এসএসবি। এদিকে শহর শিলিগুড়িতে রয়েছে তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ড, শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি সংলগ্ন এনজেপি স্টেশনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীতে বিস্ফোরণের ঘটনার পর এই এলাকাগুলিরও নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ সফরে সোমবার শিলিগুড়িতে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে শহরের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে

এরই মধ্যে সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে

তারপরেই একাধিক শহরে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়

ছবি : সূত্রধর

হাই অ্যালার্ট

শিলিগুড়ি শহর, শহর সংলগ্ন এলাকায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নাকা চেকিং শুরু করে পুলিশ

এনজেপি, শিলিগুড়ি জংশনে বাড়তি চেকিং শুরু হয়

স্নিফার ডগ নিয়ে তল্লাশি চালানো হয়

শহরের হোটেলগুলিতে বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ

হোটেলে কারা রয়েছেন, কবে থেকে রয়েছেন, সে সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ।

পাশাপাশি শহরের এন্ট্রি পয়েন্টগুলোতেও সন্ধ্যার পর থেকেই নাকা চেকিং শুরু হয়েছে। সন্দেহজনক প্রতিটি গাড়ি দাঁড় করিয়ে চালানো হচ্ছে তল্লাশি। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, ‘আমরা নিয়মিতই নাকা চেকিং চালাই। তবে আজকে সন্ধ্যার পর থেকে স্পেশাল চেকিং চালানো হচ্ছে। তবে আশঙ্কিত হওয়ার কোনও ব্যাপার নেই।’

সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের এক নম্বর গেটের কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তারপরেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়। বিশেষভাবে নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয় ‘চিকেন নেক’-এও। সন্ধ্যাতেই বিশেষ তল্লাশি অভিযানের নির্দেশ আসে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কাছে। এনজেপি স্টেশনে নজরদারির জন্য রেল পুলিশের তরফেও বিশেষ টহলদারি টিম গঠন করা হয়েছে। টিমের সদস্যরা এদিন রেলস্টেশনে ঢোকা প্রতিটি যাত্রীর ব্যাগ পরীক্ষা করছেন। এছাড়াও স্টেশনে আসা ট্রেনের বগিগুলোতে ঢুকে স্নিফার ডগ নিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

একই ধরনের ছবি নজরে পড়েছে শিলিগুড়ি জংশনে। যাত্রীরা স্টেশনে ঢোকার সময়ই লাগেজের পাশাপাশি প্রতিটি যাত্রীকেও মেটাল ডিটেকটরের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালানো হয়। লাগেজ সঙ্গে করে এদিন রাতে সন্তানদের নিয়ে ট্রেনে ওঠার জন্য জংশন স্টেশনে ঢুকছিলেন মালতী রাগা। সোশ্যাল মিডিয়ায় দিল্লির পরিস্থিতি দেখে তিনি আশঙ্কার সুরে বললেন, ‘নজরদারি আরও বাড়ানো প্রয়োজন।’

মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে বিহার মোড়, স্টেট গেস্টহাউসের সামনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নাকা চেকিং পয়েন্টে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। শহরের মধ্যে থাকা সেবক মোড়, স্টেট গেস্টহাউস, জলপাই মোড়, চেকপোস্টেও শুরু হয়েছে নাকা চেকিং। শহরে ঢোকা একের পর এক গাড়ি দাঁড় করিয়ে নাকা চেকিং চালানো হচ্ছে।

শহরের হোটেলগুলিতেও পুলিশ-প্রশাসনের তরফে বিশেষ নজরদারি শুরু করা হয়েছে। হোটেলে কারা রয়েছেন, কবে থেকে রয়েছেন, সে সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ।

বিপ্লব দেবের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন শিবম। সোমবার ময়নাগুড়িতে।

বিপ্লবের সঙ্গে হাত মেলানোয় চর্চায় শিবম

ময়নাগুড়ি, ১০ নভেম্বর : সোমবার জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিতে আসা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সহকারী পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেবের সঙ্গে দেখা করলেন ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তৃণমূলের শিবম রায় বসুনিয়া। জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরিয়ে জল্পেশ মন্দির ট্রাস্ট বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেবের অফিসের দিকে যাওয়ার সময় এদিন বিপ্লবের সঙ্গে শিবমের পরিচয় করিয়ে দেন বিজেপির উত্তরবঙ্গ জোনের সহ কনভেনার বাপি গোস্বামী। বিপ্লব-শিবম পরস্পর হাত মেলান। এই ঘটনার পরেই রাজনৈতিক মহলে শিবম ও তাঁর বাবা শশাঙ্ক রায় বসুনিয়ার বিজেপিতে যোগদানের জল্পনা তৈরি হয়।

শিবমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় বাপি বিপ্লবকে বলেন, ‘শিবম তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। এখানেই বাড়ি। স্কুল শিক্ষক। ওঁর বাবা তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ছিলেন। ওঁর মা প্রধান ছিলেন। এখন ওঁরা তৃণমূলটা করে না। এখন আমাদের সঙ্গে। শিবমের সঙ্গে দেখা হল, তাই আপনার সঙ্গে পরিচয় করাতে নিয়ে এলাম।’

ময়নাগুড়ি-২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি শিবশংকর দত্ত বলেছেন, ‘২০২১ সালের নির্বাচনে ওঁরা দলের সঙ্গে অন্তর্ঘাত করে দলীয় প্রার্থীকে হারিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে ওঁদের সঙ্গে বিজেপির ভেতরে ভেতরে যোগাযোগ রয়েছে। আজ বিপ্লব দেবের সঙ্গে শিবম দেখা করায় ওঁদের বিজেপি-যোগ স্পষ্ট হয়েছে। এতে তৃণমূলের কোনও ক্ষতি হবে না।’

যদিও বিপ্লব দেবের সঙ্গে দেখা করে বিজেপিতে যোগদানের কথা উড়িয়ে শিবম বলেন, ‘স্কুলে এসেছিলাম, জল্পেশ মন্দিরে কেউ এসেছেন শুনে দেখতে এসেছিলাম। এখন দলের কোনও পদে নেই, তাই মিটিং-মিছিলে যাই না। আমি তৃণমূলেই আছি। স্কুল নিয়ে ব্যস্ত থাকি। বিজেপির কারও সঙ্গে যোগাযোগ নেই।’

ময়নাগুড়ি

বিজেপির কোনও নেতা সংবাদমাধ্যমের সামনে সরাসরি স্বীকার না করলেও জল্পনা আরও বেড়েছে তাঁদের বক্তব্যে। বাপি গোস্বামী বলেছেন, ‘সামনের দিনে অনেক মেগা চমক রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি মানুষ জানতে পারবে। আপাতত এর বেশি কিছু বলব না।’ জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় বলেন, ‘তৃণমূলের অনেক নেতাই তাঁদের দল ও নেতৃত্বের ওপর রুষ্ট। সারা জেলায় অনেক তৃণমূল নেতা বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।’

জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভাপতি মহুয়া গোপকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

ভেস্তে গেল বিক্ষোভ কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : পরিকল্পনা ছিল সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বিক্ষোভ দেখানো। তবে কাওয়াখালির বিক্ষুব্ধ জমিদাতাদের সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দিল পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ১১ জনকে। ওই তালিকায় ৭ জন মহিলা এবং ৪ জন পুরুষ রয়েছেন। যদিও বিকেলে ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেওয়া হয় প্রত্যেককে।

সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ির কাওয়াখালির বিশ্ববাংলা শিল্পী হাটের কাছে। ঘটনার জেরে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। এনজেপি থানার আইসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী বিক্ষোভকারীদের আটক করে। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আসার ঠিক ৫ মিনিট আগে এমন ঘটনা ঘটায় চাপে পরে যায় পুলিশ। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় পার না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখা হয় ওই বিক্ষোভকারীদের। পরবর্তীতে কনভয় বেরিয়ে গেলে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

উদ্ধার নিখোঁজ যমজ বোন, ধৃত

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : একসঙ্গে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া যমজ দুই নাবালিকা বোনকে উদ্ধার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ওই দুজনকে অপহরণের অভিযোগে জটিয়াকালীর বাসিন্দা ২২ বছরের সাবিকুল ইসলাম নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, দুই বোনের মধ্যে এক নাবালিকা ধৃতের প্রেমিকা ছিল। তিনজন রবিবার রাতে নৌকাঘাটে বাস ধরার জন্য এসেছিল। সেই সময় পুলিশ সাবিকুলকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি দুই বোনকে উদ্ধার করে। দুই বোনকে জলপাইগুড়ির একটি হোমে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

গত ৪ নভেম্বর বিকালে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামরাঙ্গাগুড়ির বাসিন্দা দুই বোন বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। পরেরদিন বিষয়টি নিয়ে এনজেপি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে নাবালিকার পরিবার। তারপর থেকে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছিল।

সংশোধনাগারে নেশামুক্তির ক্লাস

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : নেশার টাকা জোগাড়কে কেন্দ্র করে অনেকেই অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে বিপদ ডেকে আনছে। সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ফের একই কাজে জড়াচ্ছে। তাদের সুস্থ জীবনে ফেরাতে শিলিগুড়ি বিশেষ সংশোধনাগারে স্পেশাল থেরাপি শুরু হয়েছে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় শনিবার করে দু’ঘণ্টার এই বিশেষ থেরাপি ক্লাস চালানো হচ্ছে। বর্তমানে এই সংশোধনাগারে ৬০৩ জন বিচারাধীন বন্দি রয়েছে। তাদের মধ্যে নেশাগ্রস্তদের সংখ্যা ২০ শতাংশেরও বেশি। সংশোধনাগারের এক আধিকারিকের কথায়, ‘নেশার কারণে অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়াটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ওদের মধ্যে এই প্রবণতা রুখতেই থেরাপি ক্লাসের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’

ঠিক কীভাবে ক্লাস চলছে? সংশোধনাগার সূত্রে খবর, নানা গল্পের মাধ্যমে নেশাগ্রস্তদের সামনে নেশার কুফলের বিষয়টি স্পষ্ট করা হচ্ছে। গান গেয়ে শোনানো হচ্ছে। বন্দিরা যাতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয় সেজন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টাও চলছে। এছাড়া মেডিটেশনের জন্যও ক্লাসে কিছুটা সময় রাখা হচ্ছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

যেন স্বপ্ন।। টংলুতে ছবিটি তুলেছেন চোপড়ার সৌমিত্র চক্রবর্তী।

প্রতারণায় অভিযুক্ত বাবা

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : তদন্ত এগোতেই বিপত্তি। কয়েক মাসেই টাকা ডাবল করে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোটি টাকার প্রতারণার ঘটনার তদন্তে শেষমেশ অভিযোগকারীর বাবাকেই রবিবার রাতে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম কৌশিক ধর শর্মা। ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে অবশ্য জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে খবর, অক্টোবরের শেষের দিকে নিবেদিতা রোডের কুশল ধর শর্মা একটি প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অভিযোগকারীর বাবারই মূল চক্রী হিসেবে নাম পায় পুলিশ। এরপর রবিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

গ্রেপ্তার আরও ২

চোপড়া, ১০ নভেম্বর : চোপড়ায় ১০ অগাস্টের এটিএম লুটের ঘটনায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩। গত শনিবার রাতে, চোপড়া থানা এলাকার বাসিন্দা আইনুল হক ও মহম্মদ জাবির নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে চোপড়া থানার পুলিশ। অন্যদিকে, সোমবার কাঁচাকালি এলাকায় চুরির ঘটনায় ধৃত মনসুর আলমকে ইসলামপুর আদালতে পেশ করা হলে, বিচারক তাঁর ৬ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

কর্মশালা

চোপড়া, ১০ নভেম্বর : সোমবার থেকে চোপড়া ব্লকের বিডিও অফিস চত্বরে এমএসএমই শিবির শুরু হয়েছে। আগামী ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত শিবির চলবে। এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে জোর দেওয়ার পাশাপাশি উদ্যোগপতিদের বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে সরাসরি ব্যাংককর্মীদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগও আছে এই শিবিরে।

হেপাজতে ৫

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : গত মঙ্গলবার মাটিগাড়ায় জাল শংসাপত্র হাতবদলের সময় ধৃত ৫ তরুণকে সোমবার, ৬ দিনের পুলিশি হেপাজত শেষে ফের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছিল। এদিন বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

সচেতনতা শিবির

চোপড়া, ১০ নভেম্বর : চোপড়া থানার ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে সোমবার কালাগছ এলাকায় সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। বাইকচালকদের সবসময় হেলমেট পরা এবং শীতকালের সকালে ও সন্ধ্যায় সতর্ক থাকার কথা জানানো হয়।

শিক্ষিকাকে কান ধরে ওঠবস

বিতর্কে ভাবী চেয়ারম্যান সৈকত

জলপাইগুড়ি, ১০ নভেম্বর : চেয়ারম্যান পদে শপথ নেওয়ার আগেই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে স্কুলের ভেতর কান ধরে ওঠবস করানোর সিসিটিভি ফুটেজে বিতর্কে জড়ালেন জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাবী চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। সোমবার সন্ধ্যায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী একটি ভিডিও পোস্ট করেন (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। সেই পোস্টে দেখা যাচ্ছে, জলপাইগুড়ি সুনীতিবালা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস নিজের চেম্বারে কান ধরে ওঠবস করছেন। তাঁর সামনে চেয়ারে বসে সৈকত এবং আরেক শিক্ষিকা অরুণিমা মৈত্র।

এমন ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় তীব্র বিতর্ক তৈরি হয় জলপাইগুড়ি শহর সহ গোটা জেলায়। তড়িঘড়ি পার্টি অফিসে সাংবাদিকদের ডেকে সৈকত দাবি করেন, ভিডিওটি এআই-এর সাহায্যে বানানো হয়েছে। তিনি শুভেন্দুর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তবে প্রধান শিক্ষিকা সুতপার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের কথা স্বীকার করে নেন সৈকত। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রধান শিক্ষিকা জানিয়ে দেন, এই ফুটেজ বানানো নয়। ঘটনাটি চলতি বছর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের। তিনি এই ফুটেজ জেলা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তর ও রাজ্য শিক্ষা দপ্তরে ঘটনার পরেই পাঠিয়েছিলেন। জেলা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরিদর্শক বালিকা গোলে জানিয়েছেন, তিনিও প্রধান শিক্ষিকার কাছ থেকে ফুটেজ পাওয়ার পর রাজ্য শিক্ষা দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

শুভেন্দু অধিকারী এই পোস্টের সঙ্গেই লিখেছেন, ‘জলপাইগুড়ির তৃণমূল কাউন্সিলার তথা ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের সম্প্রতি পদোন্নতি হয়েছে, চেয়ারম্যান পদে উন্নীত হয়েছেন তিনি। মনে হয় শিক্ষিকা মহাশয়াকে অপদস্থ করার পুরস্কারপ্রাপ্তি ঘটেছে। এর আগেও মহিলা অধ্যাপিকাকে জলের জগ ছুড়ে মারার নজির রয়েছে তৃণমূল নেতার। তৃণমূলে পদ পেতে গেলে এই ধরনের কাণ্ড ঘটানোটাই স্বাভাবিক।’

২০২৩ সালে জলপাইগুড়ির পান্ডাপাড়ার বাসিন্দা আইনজীবী সুবোধ ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্ত্রী অপর্ণা ভট্টাচার্যকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল সৈকতের বিরুদ্ধে। সেই প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু লিখেছেন, ‘দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, এইরকম এক কলঙ্কিত ব্যক্তিকে জলপাইগুড়ির মতো ঐতিহ্যশালী শহরের পুর চেয়ারম্যান করেছে তৃণমূল। মাতৃশক্তির সম্মান নেই যার কাছে, সেই ব্যক্তি শহর পরিচালনা করবে।’

অভিযোগ

- সোমবার শুভেন্দু অধিকারী একটি ভিডিও পোস্ট করেন
- সেই ভিডিওতে শিক্ষিকা সুতপা দাসকে কান ধরে ওঠবস করতে দেখা গিয়েছে
- তাঁর সামনে চেয়ারে বসে সৈকত এবং আরেক শিক্ষিকা অরুণিমা মৈত্র
- সৈকত অবশ্য বলেছেন, এই ফুটেজ এআই দিয়ে তৈরি করা

সৈকত অবশ্য বলেছেন, ‘এই ফুটেজ এআই দিয়ে তৈরি করা। যদি এমন কিছু ঘটনা ঘটেই থাকে তাহলে প্রধান শিক্ষিকা তখন কেন আমার নামে অভিযোগ করেননি? আসলে স্কুলের ভেতর অভয়ার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে বৈঠক করতে চেয়েছিলেন প্রধান শিক্ষিকা। আমি স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে নিষেধ করেছিলাম। এই ধরনের ঘটনা আমি ঘটাইনি।’

নির্মাণের দেড় বছর পর উদ্বোধন

স্বাস্থ্য পরিষেবা তাহলে কবে?

সাগর বাগচী

নিউ চামটা, ১০ নভেম্বর : দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর অবশেষে এল সেই বহু কাঙ্ক্ষিত দিন। সোমবার উদ্বোধন হল নিউ চামটা চা বাগানের নবনির্মিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের। নির্মাণের প্রায় দেড় বছর পর উত্তরকন্যা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন। তবে স্বাস্থ্য পরিষেবা কবে থেকে মিলবে সে বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি।

ওই এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, নির্মাণ হওয়ার পর প্রায় দেড় বছর ধরে পড়ে থাকার কারণে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি সমাজবিরোধীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। জানলার কাচ ভেঙে দিয়েছে তারা। তাছাড়া উদ্বোধনের আগেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে লাগানো ফলস সিলিং খুলে পড়েছে। স্থানীয় গোপাল মুর্মু বলেন, ‘রাতে সমাজবিরোধীরা কাচগুলি ভেঙেছে। এখানে আলোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পুরোপুরি চালু হলে দুষ্কৃতী কার্যকলাপ কমবে। কিন্তু কবে কেন্দ্রটি চালু হবে জানি না।’

নিউ চামটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র

সরকারি পরিষেবা প্রদানে মুখ্যমন্ত্রী। ইনসেটে বেহাল স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

তবে উদ্বোধন হলেও কবে থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা মিলবে সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। যদিও সোমবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভার্চুয়াল উদ্বোধনের কারণে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ফের তালাবন্ধ থাকবে। এই পরিস্থিতিতে বাগান শ্রমিকদের প্রশ্ন, পরিষেবাই যখন মিলবে না তখন ঢাকঢোল পিটিয়ে এভাবে উদ্বোধন করার মানে কী?

নিউ চামটার স্বাস্থ্যকেন্দ্র কবে চালু হবে সে বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিং জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলেন, ‘শ্রম দপ্তরের তরফে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছে। শ্রম দপ্তরের সঙ্গে আমরা বৈঠক করব। কবে থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা পুরোপুরিভাবে চালু করা যায় তা বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

নিউ চামটায় চা বাগান পরিচালিত একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকায় রয়েছে। কিন্তু সেখানে তেমন পরিষেবা না থাকায় বাগানের শ্রমিক মহল্লার মানুষরা চিকিৎসা করানোর জন্য সুকনা ও মাটিগাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান। কিন্তু সেভাবে গণপরিবহণের ব্যবস্থা না থাকায় এবং দূরত্বের কারণে বাসিন্দাদের চিকিৎসার জন্য সুকনা কিংবা মাটিগাড়ায় যেতে সমস্যায় পড়তে হয়। এরই মধ্যে নিউ চামটা চা বাগানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় শ্রম দপ্তর। সূত্রের খবর, স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির জন্য একজন চিকিৎসককে নিযুক্ত করা হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে সেখানে স্বাস্থ্যকর্মী দেওয়া হবে। কিন্তু বর্তমানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে চিকিৎসা সম্পর্কিত কোনও পরিকাঠামো নেই।

হাতি নিয়ে সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় দেখা গিয়েছে ভোর ও সন্ধ্যায় হাতির আক্রমণে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা বেশি ঘটছে। এব্যাপারে মানুষকে সচেতন করার জন্য দ্য জাম্বো ট্রুপস স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে সোমবার ভোরে আপার বাগডোগরা ও পানিঘাটা এলাকায় পথচারীদের সচেতন করা হয়। সংগঠনের তরফে ঋকজ্যোতি সিংহ বলেন, ‘অন্ধকারে ও খুব ভোরে বনসংলগ্ন রাস্তায় যাতে মানুষ ব্যবহার না করেন সেব্যাপারে প্রচারপত্রের মাধ্যমে সচেতন করা হয়েছে। আমরা লাগাতার মানুষকে সচেতন করব।’

পালাগানের আসর

চোপড়া, ১০ নভেম্বর : সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে চলছে মুখোশধারী পালাগানের আসর। গত শুক্রবার থেকে এই গান শুরু হয়েছে। চলবে আগামী বুধবার পর্যন্ত।

আয়োজক কমিটির সম্পাদক বিপিন পাল বলেন, ‘স্থানীয় শিল্পীরা নিজেদের উদ্যোগে এই আসরের আয়োজন করেন। শতাব্দীপ্রাচীন এই পালাগানকে বাঁচিয়ে রাখতেই প্রতিবছরের মতোই এবছরও আসর বসছে।’

কোচবিহারে সারের দামে উদ্বিগ্ন কৃষকরা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১০ নভেম্বর : সারের কালোবাজারি শুরু হয়েছে। অভিযোগ, সারের বস্তার গায়ে যে এমআরপি লেখা রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কেজি প্রতি ৬ টাকা, ৭ টাকা কিংবা তার চেয়েও বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। আর এতে সমস্যায় পড়েছেন কৃষকরা। যদিও গোটা বিষয় নিয়ে অনেকটা নিশ্চুপ কৃষি দপ্তর। চাষের ক্ষেত্রে কৃষকদের সবচেয়ে প্রয়োজন এনপিকে ১০২৬ সারের। আর সারের ওই বস্তা নিয়েই যত অভিযোগ। কৃষক জানিয়েছেন, ৫০ কেজি ওই সারের বস্তার দাম ছিল ১৮৫০ টাকা। কয়েকদিন হল তা বেড়ে আবার ১৯৫০ টাকা হয়েছে। কিন্তু দোকান থেকে যখন তাঁরা কিনতে যাচ্ছেন তখন তাঁদের থেকে এমআরপির তুলনায় ২০০, ৩০০ কিংবা ৪০০ টাকা বেশি নেওয়া হচ্ছে। কেজি হিসেবে কিনতে গেলে দাম আরও বেশি পড়ছে। এতে সমস্যায় পড়েছেন কৃষকরা।

কোচবিহার-২ ব্লকের পুণ্ডিবাড়ি এলাকার চাষি আশরাফুল মিয়াঁ বলেন, ‘বাজারে যখন সার কিনতে যাচ্ছি, তখন ১০২৬-এর ৫০ কেজির বস্তা ২২০০-২৩০০ টাকা করে চাওয়া হচ্ছে। অথচ বস্তার গায়ে লেখা রয়েছে ১৮৫০ টাকা দাম। কিন্তু দোকানদাররা সেই দামে সার দিচ্ছেন না। খুবই সমস্যায় পড়েছি।’

বাড়তি মূল্য

সারের বস্তার গায়ে যে এমআরপি লেখা রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি দামে কিনতে হচ্ছে কৃষকদের

২০০ থেকে ৪০০ টাকা বেশি নেওয়া হচ্ছে

৫০ কেজি সারের দাম ১৮৫০ থেকে বেড়ে আবার ১৯৫০ টাকা হয়েছে

এনপিকে ১০২৬-এর ৫০ কেজির বস্তা ২২০০-২৩০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে

পুণ্ডিবাড়ি এলাকার কৃষক এনামুল হকের কথায়, ‘প্রথমত, সারের সঙ্গে আমাদের অনুখাদ্য নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, বস্তার গায়ে সারের যা দাম লেখা থাকছে তার থেকে কেউ ২০০ টাকা, কেউ ৩০০ টাকা, কেউ ৪০০ টাকা বেশি দাম নিচ্ছেন।’

কেন বেশি দাম নেওয়া হচ্ছে? সারের হোলসেল ব্যবসায়ী ভানু বণিক অভিযোগ স্বীকার করে বলেন, ‘আমরা বস্তার গায়ে যা এমআরপি লেখা থাকে, সেই দামেই আমরা সার বিক্রি করি। তবে সারের সঙ্গে দোকানদারদের কিছু অনুখাদ্য দিই।’

জেলা সার উপকরণ ব্যবসায়ী সমিতি সূত্রে খবর, প্রথমত, সারের বস্তার গায়ে যে এমআরপি লেখা থাকে সেই দামে তাদের পক্ষে সার কেনা সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে সংগঠনের জেলা সম্পাদক জগৎবন্ধু সাহা বলেন, ‘সারের রেক হয় রাঙ্গাপানি কিংবা ফালাকাটায়। ফলে সেখান থেকে সার নিয়ে আসতে বস্তা প্রতি ৫০ থেকে ৮০ টাকা খরচ পড়ে। এরপর লোডিং, আনলোডিং খরচ রয়েছে। এছাড়াও সারের সঙ্গে কোম্পানি অনুখাদ্য, বীজ, কীটনাশক, ওষুধ এসব দিয়ে দেয়। মাঝে আবার কোম্পানি থেকে ডিস্ট্রিবিউটার, তারপর হোলসেলার, খুচরা বিক্রেতা এবং সবশেষে যায় ক্রেতাদের হাতে।’ তাঁর কথায়, ‘এতগুলি হাত হয়ে আসার ফলে খুচরা বিক্রেতাদের সার কিনতে এমনিতেই অনেকটা বেশি খরচ পড়ে। তার উপর তাদেরকে যে সমস্ত অনুখাদ্য, বীজ, কীটনাশক, ওষুধ দেওয়া হয়, সেগুলিরও পুরোটা বিক্রি হয় না। এই সমস্ত কারণের ফলে খুচরা বিক্রেতাদের পক্ষে এমআরপি মূল্যে সার বিক্রি করা সম্ভব হয় না।’

অনুদান বৃদ্ধি

পরীক্ষাকেন্দ্রের অনুদান বাড়াল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পরীক্ষার্থী পিছু অনুদান বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৩ টাকা। শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীর সন্তান পরীক্ষার্থী হলে পরীক্ষা চলাকালীন তাঁরা ছুটি পাবেন।

পুরস্কৃত রাজ্য

শহরাঞ্চলে যাত্রী পরিবহণে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক পুরস্কৃত করল রাজ্যের 'যাত্রী সাথী' অ্যাপকে। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নজরে শিল্পপতি

সাইবার অপরাধের মামলায় পুলিশের নজরে এই রাজ্যের এক শিল্পপতি। ভুয়ো লগ্নি অ্যাপ সহ একাধিক পদ্ধতিতে এই রাজ্য সহ সারা দেশে কয়েক হাজার লোককে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

মমতাকে ডি-লিট

চতুর্থ ডি-লিট পাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জাপানের ইউকোহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই সম্মান দেওয়া হবে। নারীর ক্ষমতায়ন, প্রশাসনিক উন্নয়ন সহ একাধিক উদ্যোগের জন্যই এই সম্মান।

সিএএ নিয়ে মামলা খারিজ হাইকোর্টে, কেন্দ্রের আশ্বাস

আর্জি মানে নাগরিকত্ব নয়

রিমি শীল

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : সিএএ অনুসারে নাগরিকত্বের জন্য আবেদনকারীদের শংসাপত্র দিতে দেরি করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই পরিস্থিতিতে সিএএ-তে আবেদনের রসিদ এসআইআরের গ্রহণযোগ্য নথি হিসেবে বিবেচনার অনুমোদন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। সোমবার হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি চৈতালী চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলায় হস্তক্ষেপ করল না। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'নাগরিকত্বের আবেদন করা মানেই অধিকার পাওয়া নয়।' ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, আবেদনকারীদের প্রত্যেকের ভিত্তি আলাদা। তাই এই আবেদন জনস্বার্থ মামলা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। আদালতের সেই এক্তিয়ার নেই। তবে আলাদাভাবে আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। ফলে শরণার্থীদের এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে আপাতত সিদ্ধান্ত ঝুলেই রইল।

একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে আবেদন, এসআইআর চালু হয়ে গিয়েছে। অথচ নাগরিকত্বের জন্য আবেদন নিয়ে এখনও কোনও উচ্চবাচ্য নেই। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা সমস্যায় পড়েছেন। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে আসা সংখ্যালঘু শরণার্থীদের সিএএ বা এনআরসি শংসাপত্র দেওয়াই নিয়ম। কেন্দ্র তা দিতে দেরি করায় ভবিষ্যতে এঁদের ভোটাধিকার হারানোর আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। এসআইআরে এনুমারেশন ফর্মে এঁদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রাখা নেই।

তাঁদের আইনজীবী আদালতে জানান, নাগরিকত্ব আইনানুযায়ী ২(১)(বি) অবৈধ অভিবাসীর সংজ্ঞা হিসেব উল্লেখ করা আছে, বৈধ পাসপোর্ট ছাড়া এই দেশে প্রবেশকারী। তবে শর্ত অনুযায়ী বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে গণ্য করা যায় না। ধারা ৬(বি) অনুযায়ী, যাঁরা ওই শর্তের মধ্যে পড়ছেন তাঁরা ভারতে প্রবেশের দিন থেকে নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং তাঁদের ভোটাধিকার প্রবেশের দিন থেকে হওয়া উচিত। যে আবেদনগুলি পড়ে রয়েছে সেগুলির ভবিষ্যৎ কী? কেন্দ্র বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিক। অনলাইনে আবেদনকারীদের রসিদ সরকারি প্রমাণপত্র হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে না। ফলে বহু ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বেন।

কেন্দ্রের যুক্তি, দেশজুড়ে ৫০ হাজার মানুষ আবেদন করেছেন। তার মধ্যে এই রাজ্যের আবেদনকারী রয়েছে ২৩ হাজার। এদের আবেদন ১০ দিনের মধ্যে বিবেচনা করা হবে। যাঁরা বেআইনিভাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে এসেছেন, তাঁদের সিএএ-তে চিহ্নিত করা হবে। এটাও ১০ দিনের মধ্যে বিবেচনা করা হবে। যাঁরা এই মামলার সঙ্গে যুক্ত এই সিদ্ধান্ত তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দেশের অন্যত্র কোথাও এই ধরনের মামলা বিচারাধীন থাকলে তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে রাজ্যের কোনও ভূমিকা নেই। সমস্ত আবেদন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছে। এসআইআরের বিষয় নিয়ে যাবতীয় কাজ করছে কমিশন। কেন্দ্রের পালটা যুক্তি, রাজ্যকে ৯০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রের কাছে আবেদন পাঠাতে হয়। এক্ষেত্রে তা হয়নি। আবেদনকারীরাও সরাসরি কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেননি কেন? রাজ্য জানায়, অনেকে সরাসরি পোর্টালে আবেদন করেছেন। সেখানে রাজ্য কীভাবে পাঠাবে। এরপর কেন্দ্র জানায়, ইতিমধ্যেই দুটি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে, প্রতিটি জেলায় একটি করে কমিটি গঠিত করা হবে। তারা যাচাই করে রাজ্যের কাছে সুপারিশ করবে।

আবেদনকারী যুক্তি খাড়া করেন, নাগরিকত্ব পেলে ভোটাধিকার দেওয়া হবে এই বিষয়টি ধারা ৬(বি)-এর বিরোধী। কেন্দ্র স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এই ধারা প্রযোজ্য করতে হলে ভারতে প্রবেশের প্রমাণ থাকতে হবে ও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অব্যাহতি মঞ্জুর করতে হবে।

নজরে মামলা

- সিএএ-তে আবেদনের রসিদ এসআইআরে গ্রহণযোগ্য আবেদন হিসেবে অনুমোদনের আর্জি খারিজ
- এই রাজ্যের আবেদনগুলি ১০ দিনের মধ্যে বিবেচনা হবে
- সমস্ত আবেদন কেন্দ্রের কাছে পাঠানোর দাবি রাজ্যের
- নাগরিকত্ব নিবন্ধন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, দাবি কমিশনের

১০০ আসনে হুমায়ুনের নজর

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও বীরভূমের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ১০০টি আসন নজরে রেখেই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইয়ে নামবেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। ২২ ডিসেম্বর নতুন দল ঘোষণা করবেন বলে আগেই ঘোষণা করেছেন। ওই দলের চেয়ারম্যান যে তিনিই, তাও আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। বাকি পদাধিকারীদের নাম ২২ ডিসেম্বর দল ঘোষণার সময় তিনি ঘোষণা করবেন বলে জানিয়েছেন। তবে এখনও তৃণমূলের সঙ্গে 'দর কষাকষি' করতে ছাড়ছেন না তিনি। তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্য যে মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকার ওরফে ডেভিড, তা তিনি আগেও স্পষ্ট করেছেন। তবে এই চার জেলার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ১০০টি আসনের সবগুলিতেই তিনি প্রার্থী দেবেন কি না, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটাননি। তিনি বলেন, 'আমার কৌশল আমি এখনই বলব না। ২২ ডিসেম্বর ৫০ হাজার লোকের মিছিল করে দল ঘোষণা করব। সেদিনই সবকিছু জানাব।'

তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর আস্থা রয়েছে বলেও জানিয়েছেন হুমায়ুন। কিন্তু সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ বদলে গিয়েছে বলে তাঁর ক্ষোভ। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল হয়েছিল। কারণ তখন সেটা সময়ের দাবি ছিল। কিন্তু এখন মুখ্যমন্ত্রী যাঁদের ওপর ভরসা করে চলছেন, মানুষ তাঁদের পছন্দ করে না। তাই আমাকে নতুন দল করে মানুষের দাবি মানতে হবে। এছাড়া অন্য কোনও কারণ নেই। এখনও আমি আমার মোবাইলের ডিপিতে অভিষেকের ছবি দিয়ে রেখেছি। মুখ্যমন্ত্রীকেও যথেষ্ট সম্মান করি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এখন কিছু অপদার্থ লোককে পদ দিয়েছেন এবং যাঁরা লোকের ভালোর জন্য কাজ করেন, তাঁদের বঞ্চনা করা হচ্ছে। যেমন আমি বঞ্চিত হয়েছি।'

এর আগেও একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন ভরতপুরের এই তৃণমূল বিধায়ক। গত এক বছরে তাঁকে দল দু-বার শোকজ করেছে। প্রতিবারই তিনি জবাব দিয়েছেন। কিন্তু এখনই দল তাঁর বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করবে, তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ওঁর যা করার করে নিন। দল সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। এইসব জিনিস নিয়ে দলের ভাবনাচিন্তা করার মতো সময় নেই।'

সূর্য ডোবার পালা আসে যদি আসুক বেশ তো...

শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল... সোমবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

উদ্বাস্তু, মতুয়া ভোটই চিন্তায় ফেলছে পদ্মকে

শা'র সঙ্গে কথা বলতে আজ দিল্লিতে শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : ফের কি '২১-এর পুনরাবৃত্তি '২৬-এ? নানা ঘটনায় এই মুহূর্তে আশা-নিরাশার দোলায় দুলছে রাজ্য বিজেপি। '২৬-এর ভোটে রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক দিলেও, শেষপর্যন্ত সেই পরিবর্তনের লক্ষ্যে কতটা প্রকৃত সক্রিয় হবে কেন্দ্র, তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে আরএসএস সহ গেরুয়া শিবিরে। মতুয়া সহ উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের কাঁটা, সব মিলিয়ে জনমানসে আবার তৃণমূল- বিজেপি আঁতাতের অভিযোগ দানা বাঁধছে। এই আবহে মঙ্গলবার আচমকা অমিত শা-র সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি যাওয়ার কথা রয়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। শুভেন্দু ঘনিষ্ঠদের মতে, ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়।

সিএএ আবেদনের ভিত্তিতে ভোটার তালিকায় যোগ্য বিবেচিত হবে না বলে এদিন জানিয়ে দিয়েছে আদালত। নির্বাচন কমিশনও ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছে নাগরিকত্ব না পাওয়া পর্যন্ত এসআইআরের মাধ্যমে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আবেদনকারীদের নাম বিবেচনা করার কোনও সুযোগ নেই।

এসআইআরের ফলে রাজ্যের উদ্বাস্তু হিন্দুদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে। এসআইআর ঘোষণার পরেই তার জেরে উদ্বেগ ছড়িয়েছিল রাজ্যের হিন্দু উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের মধ্যে। উদ্বাস্তু ও মতুয়া সমাজকে সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়ার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছিল বিজেপি। সেই জন্য উদ্বাস্তু মানুষদের দ্রুত সিএএ-তে আবেদন করতে বলা হয়। রাজ্যের ৯টি জেলায় কমবেশি প্রায় ১১০০ সিএএ শিবিরও খোলে বিজেপি। এসআইআর শুরু হওয়ার পর সেই শিবিরে সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পেতে আবেদন করা নিয়েও রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। কিন্তু এসআইআর শুরু হতেই সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে বাংলাদেশ থেকে আসা সংখ্যালঘুদের সঙ্গেই বিরাট সংখ্যায় হিন্দুদের নাম বাদ পড়া নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই আবহে নির্বাচন কমিশন ও আদালতের রায়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছে বিজেপি।

হরিণঘাটার বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, সিএএ-তে আবেদন করার পরেও যদি এসআইআরে মতুয়াদের নাম কাটা যায়, তাহলে মতুয়া সমাজ বিজেপিকেও ছেড়ে কথা বলবে না। এদিন আদালতের রায়ের পরেই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও মতুয়া মহাসংঘের নেতা শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যেহেতু বলেছে, শরণার্থীদের কাউকেই ফেরৎ পাঠানো হবে না, তাই আমরা মনে করছি ভবিষ্যতে তাদের নিশ্চয়ই নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।' তৃণমূলের বিরুদ্ধে এদিন বেছে বেছে হিন্দু ভোটারদের এসআইআরের ফর্ম পূরণে ভুল করে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু।

এরই মধ্যে এদিন রাজ্যের শিক্ষা দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন দিয়েছে আদালত। সম্প্রতি শিক্ষা দুর্নীতি কাণ্ডে সিবিআই, ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ব্যর্থতার জন্য সরাসরি কেন্দ্রকে দুষেছেন বিজেপির সাংসদ প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আদৌ রাজ্যের তৃণমূল সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে সরাতে চান কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। দলীয় সমীকরণে অভিজিৎ আবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। এদিনও ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে রাজ্যের বিরুদ্ধে ৩৫১ বা ৩৫৫-র মতো ধারা প্রয়োগ নিয়ে অভিজিতের মন্তব্যকে সমর্থনও করেছেন শুভেন্দু। এই আবহে শুভেন্দুর দিল্লি সফর ও অমিত শা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দলে ফের রীতেশ

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : অবশেষে দলে ফিরলেন বিজেপির রীতেশ তিওয়ারি। দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে দল থেকে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। এদিন রাজ্য বিজেপির শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়েছেন, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নির্দেশে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। এখন থেকে তিনি দলের সমস্ত দৈনন্দিন কর্মসূচিতে যোগদান করবেন। রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, আসন্ন রাজ্য কমিটিতে রীতেশ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে চলেছেন। তবে রীতেশের সঙ্গেই দলের বাকি বরখাস্ত হওয়া সাত সদস্যের পরিণতি কী হবে, তা এখনও অজানা।

ক্যাগ অডিট দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : কেন্দ্রের দেওয়া বিপর্যয় মোকাবিলার টাকায় ভোটের আগে বাংলার বাড়ির জন্য চেক বিলি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যার প্রশাসনিক সভা থেকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে চেক বিলি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তারই সমালোচনা করে এই মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর এই চেক বিলির বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও জানিয়েছেন, কেন্দ্রের টাকা নিয়ে এই দুর্নীতি কোনওভাবেই তাঁরা বরদাস্ত করবেন না। অবিলম্বে রাজ্যপালের কাছে ক্যাগ অডিটের দাবি জানাবেন তিনি।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের কাছেও রাজ্যের আর্থিক বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবে বিজেপি।

মুখ্যমন্ত্রীর চেক বিলি

সম্প্রতি দার্জিলিংয়ের পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স সহ দক্ষিণবঙ্গের ঘাটাল, খানাকুল এবং নিম্ন দামোদর অববাহিকায় বন্যা ও ধসের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে।

বিজেপির দাবি, শুধু পাহাড় এবং তরাই, ডুয়ার্সেই অন্তত ৫০ জনের জীবনহানি ও বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা ও পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকারকে কেন্দ্র মোট ১৩৪৭ কোটি টাকা দিয়েছিল।

অভিযোগ, সেই টাকা থেকেই ১৩৪ কোটি টাকা রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে মাথাপিছু ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার চেক প্রদানের আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিজেপির মতে, এটা শুধু বেআইনিভাবে এক তহবিলের টাকা অন্য খাতে খরচ করার মতো বিষয় নয়। এর সঙ্গে অর্থনৈতিক দুর্নীতিও রয়েছে এবং সেই দুর্নীতিতে রাজ্যের মুখ্যসচিব সহ রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আমলাদেরও একাংশ যুক্ত। এদিন কলকাতায় এই দুর্নীতির তদন্তে অবিলম্বে ক্যাগ অডিট দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর এই দুর্নীতিতে রাজ্যের মুখ্যসচিব, অর্থসচিব ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের সচিব এবং পঞ্চায়েত সচিব সরাসরি যুক্ত। এঁদের বিরুদ্ধেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।' তাঁর আরও দাবি, একান্তই যদি কেন্দ্রীয় তহবিলের টাকা খরচ করতে হয়, তাহলে উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের মতো জেলাগুলিকে দুর্গত জেলা হিসেবে ঘোষণা করে ওইসব জেলার ক্ষতিগ্রস্তদের জন্যও একইভাবে সরকারি সাহায্য দিতে হবে।

সুখদাং, বরদাং... বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর উপলক্ষ্যে সোমবার রাজভবনে। ছবি : পিটিআই

তিন বছর পর মুক্তি, বাড়ি ফিরবেন পার্থ

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : অবশেষে বাড়ি ফিরতে চলেছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ৩ বছর ৩ মাস ১৯ দিনের মাথায় বন্দিদশা কাটিয়ে বাড়ি ফিরবেন পার্থ। সোমবার সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক তাঁকে জেল মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। সমস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ফলে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর জেলমুক্তি হতে আর কোনও বাধা নেই। নিম্ন আদালতের নথি মুখ্য বিচারবিভাগীয় আধিকারিক, প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছোবে। তার পরই জেলমুক্তি হবে তাঁর। তাঁর আইনজীবী বিপ্লব গোস্বামী বলেন, 'আমরা তাঁর বেলবন্ড জেল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছি। তারা সেই নথি হাসপাতালের কাছে জমা দেবে। তিনি এখন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাই চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন।'

এদিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে আদালতের শুনানিতে অংশ নেন পার্থ। তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পায়ের সমস্যা সহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা রয়েছে তাঁর। তাই জেলমুক্তি হওয়ার পর বাড়িতে কীভাবে চিকিৎসা চলবে, তা নিয়েও চিন্তাভাবনা চলছে।

২০২২ সালে ২৩ জুলাই পার্থকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সিবিআইয়ের মামলায় বিচার পর্ব শুরু হলে পার্থ, এসএসসির তৎকালীন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রসাদ সিনহার শর্তাধীন জামিন মঞ্জুর করা যাবে। ১৪ নভেম্বরের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের সাক্ষ্যপ্রমাণ শেষ করে চূড়ান্ত জামিন মঞ্জুর করার নির্দেশও দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সিবিআইয়ের তরফে প্রথম দফায় অষ্টম তথা শেষ সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া শেষ হয়েছে। আগেই নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশের সিবিআইয়ের মামলায় ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেয়েছেন পার্থ। এতদিন গ্রুপ সি মামলাতে তাঁর চূড়ান্ত জামিন আটকে ছিল। এবার শাপমোচন হল। পার্থর সঙ্গে জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন সুবীরেশও।

দিল্লির পর সতর্ক কলকাতা

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : দিল্লিতে বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে কলকাতাতেও জারি হল বিশেষ সতর্কতা। শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে সোমবার সন্ধ্যায় উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। শহরের সবকটি থানা এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সন্দেহভাজন ব্যাগ বা ব্যক্তিকে দেখলে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

নির্দেশ আসার সঙ্গে সঙ্গেই নাকা তল্লাশি শুরু হয় শহরের কোনায় কোনায়। রাজ্যের সমস্ত জেলার পুলিশ সুপার, কমিশনারেটকেও সতর্ক করা হয়েছে। বিশেষ করে মেট্রো সংলগ্ন এলাকাতে নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি পেট্রোলিংয়ে জোর দিতে নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার। কলকাতায় ঢোকা ও বেরোনোর সমস্ত রাস্তাতেই নজরদারি চালানো হচ্ছে। শিয়ালদা, কলকাতা স্টেশন, হাওড়া, সাঁতরাগাছি, খড়গপুর, আসানসোল, বর্ধমান সহ রাজ্যের প্রতিটি স্টেশনে বাড়তি নজরদারির কথা জানিয়েছে রেল পুলিশ। বাড়ানো হয়েছে ফোর্স। কলকাতা বিমানবন্দরেও হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

দুর্গাপুরের গণধর্ষণে চার্জ গঠন আদালতে

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : দুর্গাপুর গণধর্ষণ কাণ্ডে ৩১ দিনের মাথায় সোমবার চার্জ গঠন হল দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে। ধৃতদের বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা করে চার্জ গঠন করা হয়েছে। ১৯ নভেম্বর থেকে এই মামলার বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হবে। এদিন ১০ দিনের জেল হেপাজত শেষে অভিযুক্ত ৬ জনকে আদালতে পেশ করা হয়। ধৃত সহপাঠী ওয়াসিফ আলির আইনজীবী আদালতে জামিনের আবেদন করেন। যদিও তা খারিজ করে দেন বিচারক। তবে বাকি ৫ ধৃতের তরফে জামিনের আবেদন করা হয়নি। আদালত সূত্রে খবর, চার্জশিটে ৫১ জনের নাম সাক্ষী হিসেবে রয়েছে। বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলে একে একে সাক্ষীদের ডাকা হবে।

ডিএ রায় নিয়ে নবান্নে জল্পনা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : বুধবারই বহু প্রতীক্ষিত ডিএ মামলার রায় ঘোষণা করতে পারে সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার এই খবরে কিছুটা হলেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নবান্নের কর্মী মহলে। বিশেষ করে এই মামলার রায়দানের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠন করায় কর্মচারী মহলে আলোচনা আরও দানা বেঁধেছে। সাধারণত কোনও মামলায় দীর্ঘ শুনানির পর রায় ঘোষণার কারণে এই ধরনের বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা হয়। আদালত সূত্রে এই খবর চাউর হতেই হতাশাগ্রস্ত কর্মী মহলে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে। বিশেষ বেঞ্চ গঠনের বিষয়টি ডিএ মামলার রায় ঘোষণার এক বিশেষ ইঙ্গিত বলে মনে করছে রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তাঁদের নিশ্চিত ধারণা, বুধবার ডিএ মামলার রায় ঘোষণার সম্ভাবনা প্রবল।

কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায়ও আশা প্রকাশ করে বলেছেন, ডিএ মামলার দীর্ঘ শুনানি পর্ব সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে শেষ হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও প্রশান্তকুমার মিশ্র মামলায় রায় স্থগিত রেখেছেন। তাঁদের নির্দেশে এই মামলায় রাজ্য সরকার ও কর্মচারী সংগঠনের থেকে আলাদা আলাদা লিখিত বক্তব্যও সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা হয়েছে। এতদিন দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ তা খতিয়ে দেখছে। তারই মধ্যে এই মামলার জন্য সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ গঠন নিঃসন্দেহে বিশেষ ইঙ্গিতবাহী।

একধাক্কায় বাড়ল দুধের দাম

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : একধাক্কায় দুধের দাম অনেকটা বাড়াচ্ছে বাংলার ডেয়ারি। ২ টাকা থেকে ৪ টাকা পর্যন্ত প্রতি লিটারে দাম বাড়ানো হয়েছে। বাংলার ডেয়ারির সবচেয়ে ভালো মানের দুধের ব্র্যান্ডের নাম 'সুপ্রিম'। অক্টোবরে সেই দুধের লিটার প্রতি দাম ছিল ৫৬ টাকা। কিন্তু সোমবার ওই দুধ ৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। 'তৃপ্তি' ব্র্যান্ডের লিটার প্রতি দাম ছিল ৫২ টাকা। সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫৪ টাকা। 'স্বাস্থ্যসাথী ডাবল টোনড' দুধ লিটার প্রতি ছিল ৪৬ টাকা। সেটা করা হয়েছে ৪৮ টাকা।

রাজ্যের প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেছেন, 'এই বছর অতিবৃষ্টির কারণে সবুজ ঘাস ও অন্যান্য গোখাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। এর ফলে দুধের উৎপাদনও কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। দুধ উৎপাদকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে বাংলার ডেয়ারি গত দু-বছরে নো প্রফিট, নো লসে দুধ বাজারে বিক্রি করেছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছুটা দাম বাড়াতে হয়েছে।' তবে তাঁর দাবি, 'এটা মাথায় রাখতে হবে, অন্যান্য কোম্পানির দুধের দামের থেকে বাংলার ডেয়ারি দুধের দাম লিটার প্রতি ৪ থেকে ৬ টাকা কম। আবার আমরা ঘি, আইসক্রিম, পনির ইত্যাদি দুগ্ধজাত পণ্যের দাম কিন্তু বৃদ্ধি করিনি।'

যদিও সরকারি ডেয়ারির দুধের দাম বৃদ্ধির সমালোচনা করেছেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তিনি বলেন, 'বৃষ্টি হয়েছে বলে সরকার দাম বাড়াল, এটা অজুহাত। তাহলে গত ৫ বছরে সরকার কৃষি ও পশুপালনে কী পরিকল্পনা করেছে?'

২০২০ সালে মাদার ডেয়ারির নাম বদলে করা হয় বাংলার ডেয়ারি। ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের হাত থেকে রাজ্য সরকার এই সংস্থার ভার নেয়। ইতিমধ্যেই হরিণঘাটায় একটি ইউনিট ছাড়াও উত্তরবঙ্গের মাটিগাড়ায় একটি ইউনিট তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। বাজারে এই দুধের চাহিদাও অন্যান্য কোম্পানির দুধের তুলনায় বেশি। তা সত্ত্বেও যেভাবে এই কোম্পানির দুধের দাম বাড়ানো হচ্ছে, তাতে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ। যদিও রাজ্য সরকারের দাবি, গুণমান বজায় রেখে দুগ্ধ উৎপাদকদের স্বার্থ ধরে রাখতে গেলে দাম বৃদ্ধি ছাড়া কোনও উপায় থাকছে না।

এনুমারেশন 'আতঙ্কে' মৃত্যু

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : এসআইআর আতঙ্কে ফের মৃত্যুর অভিযোগ উঠল নদিয়ার তাহেরপুরে। ৭২ বছর বয়সি বৃদ্ধ শ্যামল কুমার সাহার পরিবারের দাবি, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল না শ্যামলের। বাংলাদেশ থেকে ৩০ বছর আগে ভারতে এসেছিলেন তিনি। তাঁর ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড ছিল তা সত্ত্বেও দুশ্চিন্তায় ছিলেন বৃদ্ধ। এরই মধ্যে এনুমারেশন ফর্ম না পেয়ে ৬ বছরের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন ধনেখালির এক গৃহবধূ। এসএসকেএমে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে তাঁর সন্তানের অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। এদিকে এসআইআর ফর্ম বিলির সময় অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল পূর্ব বর্ধমানের মেমারির বাসিন্দা নমিতা হাঁসদার। তাঁর পরিবার প্রশাসনিক অসহযোগিতার অভিযোগ করেছেন। এদিনই দুপুরে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করে এসেছেন মেমারির ২ নম্বর ব্লকের যুগ্ম বিডিও।

এদিকে খড়দা পুরসভার প্রাক্তন পুরপিতা তাপস দাশগুপ্তের নাম নেই ২০০২ সালের ভোটার তালিকায়। অভিযোগ, তিনি ছাড়াও এলাকার বেশ কয়েকজনের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই। তাপসবাবু বলেন, '১৯৯৫ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা হিসেবে আমি দায়িত্ব সামলেছি। কেন নাম নেই, তা জানি না।' এই প্রেক্ষিতে নদিয়ার কল্যাণী ব্লকের ভাগীরথীর তীরবর্তী চর জাজিয়া এলাকার প্রায় ১১৫১ জনের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় না থাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। শেষমেশ কল্যাণী মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা।

বাড়ি বাড়ি না গিয়ে মন্দিরে বসেই এসআইআরের এনুমারেশন ফর্ম বিলির অভিযোগ উঠেছে হুগলির বলাগড়ের শ্রীপুর এলাকায় ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে। তেমনই বিএলওর কাছ থেকে ফর্ম না পেয়ে তাঁর বাড়ির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগ উঠেছে কুলপি বিধানসভার ঢোলাহাট গ্রামপঞ্চায়েতের লক্ষ্মীনারায়ণপুর পশ্চিম গ্রামের ১৮০ নম্বর বুথে। স্থানীয়দের অভিযোগ, স্থানীয় এক তৃণমূলের কাছ থেকে স্লিপ করে নিয়ে এলে তবেই ফর্ম মিলছে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৭২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৪ কার্তিক ১৪৩২

পিকে'র বাজি

পেশাদার ভোটকৌশলী তিনি। বিভিন্ন দলের হয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু কোনও দলের মতাদর্শ নিয়ে মাথা ঘামাননি। হিন্দুত্ববাদী হোক কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ- সবরকম দলের ভোটের কৌশল রচনা করেছেন তিনি। বলা ভালো, নির্দিষ্ট দলটিকে জেতানোই ছিল তাঁর পাখির চোখ। সেটা করতে গিয়ে তিনি অত নীতিনিয়মের ধার ধারেননি। যে কৌশলে ভোটে জয়ী হওয়া যায়, তাতেই ভরসা রেখেছেন তিনি। লোকটির নাম প্রশান্ত কিশোর (পিকে)। বিহার রাজনীতির নতুন তারকা।

যিনি বিভিন্ন দলকে জেতানোর কাজ করেছেন, তিনি এখন নিজের তৈরি দলের হয়ে প্রচার করছেন। প্রথমেই ভোটে নিজের লক্ষ্যও বেঁধে ফেলেছেন। ১৫০ আসন না পেলে তাঁর দলের পরাজয় হবে বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। তার চেয়েও বড় কথা, এতদিন নীতিনৈতিকতার চেয়ে জয়কেই বড় করে দেখতেন যিনি, তাঁর অ্যাজেন্ডায় এক নতুন বিহারের স্বপ্ন ফেরি করতে দেখা যাচ্ছে। যা বিহার রাজনীতির চিরাচরিত গতিপ্রকৃতি থেকে একেবারে ভিন্ন।

যে রাজ্যটার নির্বাচনি সমীকরণ থেকে রাজনীতি- সমস্ত কিছু প্রভাবিত হয় জাতপাত দিয়ে, সেই বিহারে প্রশান্ত কিশোর শিক্ষার উন্নয়নকে ভোটের প্রচারে তুলে ধরছেন। তাঁর প্রচারে এসেছে ভূমি সংস্কারের প্রসঙ্গ, যা আদতে বামপন্থীরা বলে থাকে। একদা ভোটকৌশলীর প্রচারে আসছে জীবিকা অর্থাৎ কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ। নীতীশ কুমারের জমানায় রাস্তাঘাট-বিজলি-পানি ইত্যাদির চোখে দেখার মতো উন্নয়ন ঘটলেও বেকারত্বের হেরফের কিছু হয়নি। যে কারণে বিহারের মানুষ দলে দলে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক।

পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সামাজিক প্রকল্পের ভাবনার পিছনে প্রশান্ত কিশোরের মস্তিষ্ক আছে বলে মনে করা হয়। বিহারে কিন্তু প্রশান্ত কিশোর সেই পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির বিপরীতে হাঁটার কথা বলছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কথিত 'রেউড়ি সংস্কৃতি' থেকে তাঁর অবস্থান অনেক দূরে। অথচ বিহারে একের পর এক সামাজিক প্রকল্পের সুবাদে নীতীশ কুমার জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছেন, মহিলাদের মধ্যে নিজের শক্ত ভোটব্যাংক তৈরি করেছেন।

প্রশান্তের নির্বাচনি অ্যাজেন্ডায় বয়স্কদের জন্য পেনশন ছাড়া অন্য কোনও ভাতার উল্লেখ নেই। বরং দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান তীব্র। যে বিহারে জনমুখী সামাজিক প্রকল্প প্রায় সব দলের আর্থিক কেলেঙ্কারিকে আড়াল করে রাখে, সেখানে তাঁর অবস্থান ভিন্নমুখী। প্রশান্ত কিশোরের নির্বাচনি প্রচারে রয়েছে ক্ষমতায় এলে অন্তত ১০০ জন দুর্নীতিবাজকে আইনের আওতায় এনে বিচারের ব্যবস্থা করার আশ্বাস।

জাতপাতের রাজনীতিতে দীর্ণ বিহারে এই ভিন্ন ধরনের অ্যাজেন্ডা ঝুঁকিপূর্ণ তো বটেই, বিপজ্জনকও। এই প্রচার শহরের জেন জেড-কে আন্দোলিত করছে নিঃসন্দেহে। সভায় ভিড় দেখলে তা বোঝা যায়। কিন্তু গ্রামে সেই ঢেউ এখনও পৌঁছায়নি। তিনি স্বপ্ন দেখাচ্ছেন যাতে সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো ভালো হয়, কৃষিক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার আসে, ঋণ নিয়ে মানুষ স্বনির্ভর হওয়ায় বিশ্বাসী হয়।

প্রশান্তের এই অবস্থান মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের ভাবনায় হয়তো কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু আজকের রাজনীতিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্তের নিয়ন্ত্রণ কিংবা প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ। বিহারে তা আরও বেশি। তবু তিনি যেন দেখাতে চান, বিহারের জনজীবনের ধারাকে তিনি অন্য খাতে বইয়ে দিতে চান। যেখানে জাতপাত বা ধর্ম নয়, উন্নয়ন, শিক্ষা, ভূমি সংস্কার ইত্যাদিই মুখ্য।

তাঁর স্পর্ধিত ঘোষণা, 'হয় ইতিহাস গড়ব, নয়তো ইতিহাসে হারিয়ে যাব।' নিঃসন্দেহে বিরাট বাজি ধরেছেন প্রশান্ত কুমার। ভোটের গতিপ্রকৃতিতে এবার হয়তো তাঁর প্রতিষ্ঠিত দলের প্রাপ্ত ভোটের হার ১০ শতাংশের আশপাশে ঘোরাফেরা করবে। কিন্তু বিহারে এক নতুন রাজনৈতিক যাত্রাপথের দিগন্ত খুলে রাখলেন। ভবিষ্যতে বিহারের রাজনীতি সেই পথে মোড় নেবে কি না, বলার সময় এখনও আসেনি বটে। কিন্তু প্রশান্ত কিশোর বিরাট বাজি রাখলেন বলাই যায়।

অমৃতধারা

কখনও কোনও প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে নিজগত জীবনের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং এই নশ্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সমীচীন নয়। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

হরণ করা ভবিষ্যতের খোঁজে জেন-জি

অবাধ নির্বাচন না হওয়া, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বঞ্চনার কারণে বিশ্বের বহু দেশে তরুণ প্রজন্ম গণতন্ত্রে আস্থা হারাচ্ছে।

অশোক ভট্টাচার্য

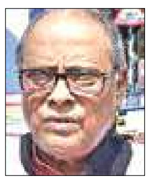

একটি ঢেউ আছড়ে পড়ছে। হিমালয় থেকে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ এশিয়া থেকে আফ্রিকা হয়ে লাতিন আমেরিকা পর্যন্ত। এ কোনও রাজনৈতিক দলের ছক কষা আন্দোলন নয়, এ এক স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ- যা তরুণ প্রাণের তাপে ঝলসে উঠেছে। নয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে ২০১০ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া যে প্রজন্ম, যাদের আমরা 'জেনারেশন জি' বা সংক্ষেপে 'জেন-জি' বলে ডাকি, তারা আজ রাস্তায় নেমেছে তাদের 'ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি'র হিসেব চাইতে। এই সময়ের গণ অভ্যুত্থানগুলি, শ্রীলঙ্কার 'আরাগালায়া' থেকে শুরু করে নেপালের ছাত্র আন্দোলন বা বাংলাদেশের কোটা বিরোধী গণজাগরণ- সবখানেই যুব জীবনের এক গভীর অসন্তোষের প্রতিচ্ছবি।

নেপালে ক্ষমতার পতনের গল্প

নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে শুরু হয়েছিল এই সময়ের সবচেয়ে বিস্ফোরক আন্দোলনগুলোর একটি। ছাত্রছাত্রীরা শান্তিপূর্ণভাবে শুরু করেছিলেন তাঁদের বিক্ষোভ। তাঁদের দাবি ছিল স্পষ্ট : ২৬টি সমাজমাধ্যম কেন বন্ধ করা হল? এ যেন সরাসরি তাঁদের স্বররোধের চেষ্টা। নেপালের সরকারের দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে হাজার হাজার স্কুল-কলেজের পোশাক পরা তরুণ রাস্তায় নামার পর নিরাপত্তাবাহিনীর সহিংস আক্রমণ সেই আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলে। দু'দিনের মধ্যেই পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজন পড়ুয়ার নিহত হওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে, রাষ্ট্র কত দ্রুত বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনকে আর কেবল সমাজমাধ্যমের স্বাধীনতার লড়াইয়ে বেঁধে রাখা যায়নি; তা দ্রুত রূপ নেয় প্রধানমন্ত্রী ও সমগ্র মন্ত্রীসভার পদত্যাগের দাবিতে। মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রীসভার সদস্যরা পদত্যাগে বাধ্য হন। প্রসঙ্গত, এই বিদ্রোহে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ছিল না।

কলম্বোর 'আরাগালায়া'য় পটপরিবর্তন

ভারত মহাসাগরের তীরে কলম্বোর গল ফেস গ্রিনে শুরু হওয়া 'আরাগালায়া' (জনতার সংগ্রাম) ছিল শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকটের বিরুদ্ধে এক অভূতপূর্ব প্রতিবাদ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর ঋণের ফাঁস, মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি আর বেকারত্বের অভিশাপ তখন গ্রাস করেছে শ্রীলঙ্কাকে। সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপাক্ষের পরিবারতন্ত্র ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে। এই আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও দলনিরপেক্ষ, যেখানে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ অংশ নিয়েছিল। আরাগালায়ার লক্ষ্য ছিল কেবল ব্যক্তির পরিবর্তন নয়, একটি 'সিস্টেমিক পরিবর্তন' বা 'ব্যবস্থাগত পরিবর্তন'। জনতা সংগ্রাম সফলভাবে রাজাপাক্ষেকে বিতাড়িত করে। ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (NPP) বা জেভিপি'র মতো বামপন্থী দল দারুণভাবে উঠে আসে।

বাংলাদেশ, মাদাগাস্কার ও মরক্কোর আর্তনাদ

বাংলাদেশের কোটা ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনও ছিল সাম্প্রতিক গণ অভ্যুত্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার পেছনে যদিও বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং কিছু মৌলবাদী শক্তির মদত ও সমর্থন ছিল বলে অভিযোগ ওঠে, সেই আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিল ছাত্রসমাজই। শ্রীলঙ্কায় সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়েনি, তবে বাংলাদেশ, নেপাল ও মাদাগাস্কারে সেনাবাহিনীকে পরিস্থিতি সামাল দিতে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। অন্যদিকে, মরক্কোর আগাডির একটি সরকারি হাসপাতালে ন্যূনতম পরিষেবার অভাবে সন্তান প্রসবকালে আট মহিলার মৃত্যুর ঘটনা জেন-জি আন্দোলনের জন্ম দেয়। এই আন্দোলনের নাম দেওয়া হয় 'জেন-জি ২১২' ('২১২' মরক্কোর আন্তর্জাতিক ডায়ালিং কোড, যা জাতীয় পরিচয় ও ডিজিটাল ঐক্যের প্রতীক)। তাদের দাবি ছিল স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং দুর্নীতির অবসান। এই আন্দোলনও ডিসকর্ড প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সংগঠিত হয়। এই সমস্ত জনজাগরণ ঘটেছে মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, যেখানে দ্রুতগতিতে স্ফীতলাভ করছে নগরায়ণ ও যুব জনসংখ্যা, অথচ কর্মসংস্থান নয়।

আফ্রিকার দ্বীপরাষ্ট্র মাদাগাস্কারে পানীয় জল ও বিদ্যুতের দাবিতে শুরু হওয়া বিক্ষোভ দ্রুতই রূপ নেয় প্রেসিডেন্ট রোজালিনার পদত্যাগের দাবিতে। নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে ২২ জন ছাত্রের মৃত্যু হলেও, শেষমুহূর্তে সেনাবাহিনী আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। রোজালিনা বাধ্য হন দেশত্যাগ করতে। পেরুর রাজধানী লিমায় তরুণরা পেনশন আইন সংশোধনের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে, যা পরে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের মতো বৃহত্তর দাবিতে পরিণত হয়েছে। আজ দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর লিমা সহ বিভিন্ন শহর জেন-জি'র বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে।

ফল বিক্রেতার আত্মসম্মানের আগুন

২০১০ সালের ডিসেম্বরে তিউনিশিয়ার এক ছোট শহর সিদি বুজিদ-এ ঘটেছিল এক সাধারণ অথচ ইতিহাস বদলে দেওয়া ঘটনা। সেখানে থাকতেন মোহাম্মদ বুয়াজিজি। প্রতিদিন ভোরে এই তরুণ ঠ্যালাগাড়িতে করে রাস্তায় ফল বিক্রি করতেন। গরিব ঘরের ছেলে, সংসারের একমাত্র ভরসা। কিন্তু একদিন তাঁর জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ ভেঙে গেল। স্থানীয় প্রশাসনের এক মহিলা পুলিশকর্মী তাঁর ঠ্যালাগাড়ি, ওজন যন্ত্র আর ফল সব কেড়ে নেন। বলা হয়, তিনি তাঁকে জনসমক্ষে অপমানও করেছিলেন। অভিযোগের পর বুয়াজিজি স্থানীয় গভর্নরের অফিসে গিয়ে নিজের ক্ষোভ জানাতে চাইলেন। কিন্তু তাঁকে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। একজন পরিশ্রমী তরুণের আত্মসম্মানে সেই আচরণ ছিল তীব্র আঘাতের মতো। অসহায়, অপমানিত ও হতাশ বুয়াজিজি নিজের শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন সেই শহরের মাঝরাস্তায়। গোটা শহর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। মানুষ প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি- একজন দরিদ্র ফল বিক্রেতা নিজের মর্যাদার জন্য এমন ভয়ংকর প্রতিবাদ করতে পারেন!

এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা তিউনিশিয়ায়, তারপর একে একে আরব বিশ্বের বহু দেশে। মানুষ বুঝতে পারল, তাদের কণ্ঠরোধ করা যায়, কিন্তু তাদের আত্মসম্মান চিরকাল চেপে রাখা যায় না। ছাত্র, শ্রমিক, বেকার, সাধারণ মানুষ- সবাই রাস্তায় নামল পরিবর্তনের দাবিতে। এই আন্দোলনের ঢেউ ছুঁয়ে গেল মিশর, লিবিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া, বাহরিন সহ আরও অনেক দেশকে। মিশরে হোসনি মুবারকের দীর্ঘদিনের একনায়ক শাসন ভেঙে পড়ল। লিবিয়াতে মুয়াম্মার গদ্দাফির পতন ঘটল। আরব বিশ্বের ইতিহাসে এই সময়টিকে বলা হয় 'আরব বসন্ত'। তবে এই বসন্তের মূল্য ছিল ভয়ানক। সিরিয়ার মতো দেশে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে, লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারান, কোটি মানুষ ঘরছাড়া হন। কিন্তু তবুও, সেই প্রথমবার মানুষ শিখেছিল আত্মসম্মানের দাবিতে এক সাধারণ মানুষের প্রতিবাদই পারে এক মহাদেশের ইতিহাস বদলে দিতে। এই ঘটনাকে অনেক সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন 'আত্মসম্মানের জন্য বিপ্লব।'

বৈষম্যের শহর এবং গণতন্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস

কেন এই গণ অভ্যুত্থানগুলি বারবার ঘটছে? এর প্রধান কারণ বৈষম্য এবং গণতন্ত্রের উপর যুবসমাজের ক্রমবর্ধমান অনাস্থা।

বিশাল বৈষম্য : পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট সম্পদের প্রায় ৭৫ শতাংশ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে মাত্র এক শতাংশ ধনী মানুষের হাতে। উদারীকরণ আর্থিক নীতির প্রভাবে গরিব মানুষেরা উন্নয়ন পরিসীমা থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে।

কর্মহীন নগরায়ণ : একুশ শতকে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে নগরায়ণের গতি বৃদ্ধি পেলেও তা উৎপাদনভিত্তিক নয়। এটি এক 'কর্মহীন উন্নতি'র পথ ধরে চলছে, যেখানে শহরের জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু সেই অনুপাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। দক্ষিণ এশিয়ার নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের বিশাল সংখ্যক (১৫-২৪ বছর বয়সি) যুব জনসংখ্যা (যথাক্রমে ২১%, ১৯% ও ৪০%) শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হলেও তাদের প্রায় ৯০ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক (Informal) ক্ষেত্রে কাজ করে, যেখানে কাজের নিরাপত্তা বা সামাজিক সুযোগসুবিধা নেই। একসময় যে শহরকে 'উৎপাদনের ইঞ্জিন' বলা হত, সেই শহর আজ প্রতিবাদের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাহীনতা : বিশ্বের বহু দেশে তরুণ প্রজন্ম (১৮-৩৫ বছর) গণতন্ত্রের কার্যকারিতার ওপর আস্থা হারাচ্ছেন, যা প্রবীণদের (৫৬ বছরের বেশি) তুলনায় অনেক বেশি। এর প্রধান কারণ হল অবাধ নির্বাচন না হওয়া, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও বৈষম্য। যুবসমাজ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নিজেদের মূল্যহীন মনে করছে। তারা সামাজিক ন্যায়ের অভাব বোধ করছে।

ভবিষ্যতের অঙ্গীকার

এই জেন-জি প্রজন্ম শুধু প্রতিবাদী নয়, তারা সমাজসচেতন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) সমাজ চায়। তারা কেবল ব্যক্তির নয়, ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়। কিন্তু বৈষম্য সত্ত্বেও তারা আইন হাতে তুলে নেয়নি, বরং অপেক্ষা করেছে নির্বাচনের জন্য- যেমনটা শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। এই প্রজন্ম চায় রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির সুযোগ, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং আইনগত সমতা। গোটা বিশ্বের গড় বয়স ৩০ বছরের আশপাশে হলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে যুবদের হার মাত্র ২.৮%। এই বিশাল ব্যবধান দূর না করা হলে, 'আমাদের হরণ করা ভবিষ্যৎকে ফিরিয়ে দিতে হবে' এই আওয়াজ আরও বহু দেশে আরও তীব্রভাবে ধ্বনিত হবে, এ কথা নিশ্চিত।

(লেখক রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী।)

আজ

১৯৩৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী মালা সিনহা।

১৯৭৪

মার্কিন অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

মেয়েরা, একটা কথা মনে রেখো, সব প্রতিশ্রুতি শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে না। অনেকে তোমাদের সাফল্যকে ব্যবহার করছে নিজের ব্র্যান্ড বা নাম ছড়াতে। যদি কোনও প্রতিশ্রুতি শেষপর্যন্ত না আসে, হতাশ হবে না। কারণ, এই সমস্ত নির্লজ্জরা নিজেদের প্রচারের জন্য তোমাদের জয়কে ব্যবহার করছে।

- সুনীল গাভাসকার

ভাইরাল/১

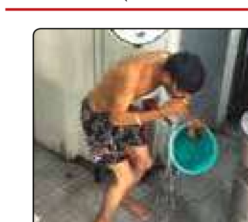

উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে ট্রেনের মধ্যে এক তরুণকে স্নান করতে দেখা গেল। যাত্রীদের সামনে হাফ প্যান্ট পরে, খালি গায়ে বালতি থেকে জল তুলে মাথায় ঢালছেন। সাবান মাখছেন। আরপিএফ তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে।

ভাইরাল/২

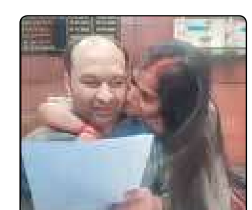

একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে কর্মরত অবস্থায় রিল বানানোর ভিডিও ভাইরাল। হরিয়ানার পঞ্চকুলায় ওই ব্যাংকের ম্যানেজার কাজ করছেন আর সেখানকার এক মহিলা কর্মী 'সারা সারা দিন তুম কাম করোগে তো পেয়ার কব করোগে' গানে তাঁকে জড়িয়ে ধরে নানা ভঙ্গিমায় নাচছেন।

জনমন জনমত

ঘোকসাডাঙ্গা পুরানো থানা চৌপথির বেহাল অবস্থা

মাথাভাঙ্গা-২ নম্বর ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা পঞ্চায়েতের পুরানো থানা চৌপথি আজ এলাকাবাসীর উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দু। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে বড় গর্ত হয়ে রাস্তাটি কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। কয়েক মাস আগে পেভার্স ব্লক বসিয়ে রাস্তার সংস্কার সম্পন্ন হলেও, অল্পদিনের মধ্যেই জল জমার ও ধসের কারণে পথচারী ও যানবাহনের চলাচলে তীব্র অসুবিধা দেখা দিয়েছে। এই চৌপথি সরাসরি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে ঘোকসাডাঙ্গা, মাথাভাঙ্গা, নিশিগঞ্জ ও পলাশবাড়িকে সংযুক্ত করে, যার মাধ্যমে প্রতিদিন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, কৃষক, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ যাতায়াত করেন। বিশেষ করে হাটের দিন বৃহস্পতিবার ও রবিবার অসংখ্য কৃষক এই রাস্তা দিয়ে পণ্য নিয়ে আসেন। ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা দিন-দিন বাড়ছে।

সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা, সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ দ্রুত জায়গাটি পরিদর্শন করে নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও চৌপথির পূর্ণ সংস্কার করবেন। প্রশাসনের উদ্যোগেই এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার প্রাণ ফিরিয়ে আনা সম্ভব, এমনটাই আশা করছেন ঘোকসাডাঙ্গার মানুষ।

মলয় চক্রবর্তী, ঘোকসাডাঙ্গা।

ট্রেন ধরতে যাওয়ার পথে বাজার বসায় দুর্ভোগ

রায়গঞ্জ স্টেশন থেকে বারসই বা কাটিহারগামী ট্রেনের সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। প্রচুর যাত্রী প্রতিদিন রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ থেকে ট্রেন ধরতে আসেন স্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের নীচে পশ্চিমদিকে ঢিলছোড়া দূরত্বে এগিয়ে গেলেই নজরে আসবে রাস্তা দখল করে একের পর এক সবজি ও মাছের বাজার বসেছে। এই বাজারে প্রায় সারাদিনই ভিড়ভাট্টা লেগে থাকে। ফলে কোনও টোটো স্বাভাবিক গতিতে শহরের পশ্চিমদিক থেকে দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে ঢুকতে পারে না। আবার প্ল্যাটফর্মের নীচে যেখানে পার্কিং জোন লেখা আছে সেখানেও একের পর এক চা এবং ফাস্ট ফুডের দোকান গজিয়ে উঠেছে।

রেলের রাস্তা দখল করে বাজার বসা এবং পার্কিং প্লেসে গজিয়ে ওঠা নানা ধরনের দোকানের আতিশয্যে ট্রেন ধরতে যাওয়া যাত্রীদের দুর্ভোগ দিন-দিন বেড়েই চলেছে। রেলের জায়গা দখলমুক্ত করে সাধারণ মানুষের সমস্যা দূর করতে রেল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভীমনারায়ণ মিত্র, দেবীনগর, রায়গঞ্জ।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নোবেল জয়ের আড়ালে এক বঞ্চনার গল্প

ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের আবিষ্কার নিয়ে একটি সিনেমা বানানোই যায়। তাতে রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিনকে রাখা উচিত।

সুমন্ত বাগচী

সম্প্রতি ৯৭ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন জেমস ওয়াটসন। তাঁর মৃত্যুর পর আবারও সামনে উঠে এসেছে ডিএনএ'র গাঠনিক রহস্য উদ্ঘাটনের ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসের আড়ালে থাকা এক বঞ্চনার কাহিনী।

জেনেটিক তথ্যবাহী পদার্থ যে ডিএনএ- তা আভেরি, ম্যাকলিওড, ম্যাককারটি এবং পরে হার্সে ও চেজ পরিষ্কারভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ডিএনএ'র রাসায়নিক উপাদান নিয়ে তেমন সংশয়ও তখন আর ছিল না। কিন্তু এর ভৌত গঠন, অর্থাৎ ডিএনএ অণু দেখতে কেমন- সেটিই তখন বিজ্ঞানের অমীমাংসিত রহস্য। গঠন জানা না থাকলে জিন কীভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যাও অসম্ভব।

এই রহস্য উন্মোচনের প্রতিযোগিতা চলছিল দু'মহাদেশে-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লাইনাস পাউলিং, আর ইংল্যান্ডের কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে তরুণ দুই গবেষক- জেমস ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস ক্রিক। ক্যাভেন্ডিশেই এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি নিয়ে গবেষণা করছিলেন মরিস উইলকিন্স ও রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন। ডিএনএ অণুর নিখুঁত ত্রিমাত্রিক ছবি পাওয়াই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

এখানে আরেকজনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ- পিটার পাউলিং, লাইনাস পাউলিং-এর পুত্র, যিনি সে সময় কেমব্রিজে গবেষণারত ছিলেন। পিটারের মাধ্যমে ওয়াটসন-ক্রিক মার্কিন গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য পেতেন।

কিন্তু তাঁদের সবচেয়ে বড় অগ্রগতি আসে ফ্র্যাঙ্কলিনের তোলা বিখ্যাত ডিএনএ 'ফোটো ৫১' এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন- যা স্পষ্টভাবে দেখায় ডিএনএ'র সর্পিল গঠন।

বাঁদিক থেকে জেমস ওয়াটসন ও রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন।

বলা চলে, এই ছবিই ডাবল হেলিক্স মডেলের ভিত্তি স্থাপন করে। এখানে বিতর্কের জায়গা- এই এক্স-রে ছবি এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য রোজালিন্ডের অনুমতি ছাড়া ওয়াটসন দেখেছিলেন; এবং সেই তথ্য তাঁরা নিজেদের মডেল তৈরিতে ব্যবহার করেন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা সখ্য নিয়ে নানা ব্যাখ্যা থাকলেও- বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতির বেলায় রোজালিন্ড উপেক্ষিত হয়েছিলেন- এ সত্য আজ অসম্ভাব্য নয়।

১৯৫৩ সালে 'নেচার' পত্রিকার একই সংখ্যায় ডিএনএ'র গঠন ব্যাখ্যা করে তিনটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়-

১. ওয়াটসন ও ক্রিক
২. উইলকিন্স ও তাঁর সহকর্মী
৩. রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন ও রেমন্ড গাসলিং

তিনটিই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু স্বীকৃতির পালায় ইতিহাস নির্মম- ১৯৬২ সালে নোবেল দেওয়া হয় ওয়াটসন, ক্রিক ও উইলকিন্সকে।

আর রোজালিন্ড? তিনি ১৯৫৮ সালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে মারা গিয়েছিলেন। নোবেল মৃত্যুর পর দেওয়া যায় না- এটাই নিয়ম। তবে নিয়মের আড়ালেও ইতিহাসের অন্যায় স্পষ্ট। পরে ওয়াটসন তাঁর 'The Double Helix' বইতে রোজালিন্ডের অবদান আংশিক স্বীকার করলেও- সেই স্বীকৃতি অনেক দেরিতে এবং অনেকটাই অসম্পূর্ণ।

ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের আবিষ্কারের গল্প নিয়ে সিনেমা করলে সাসপেন্স, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিভার টানাপোড়েন- সবই থাকবে। তবে প্রথম সারিতেই রাখতে হবে রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিনের বঞ্চনার ইতিহাস।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৮৯

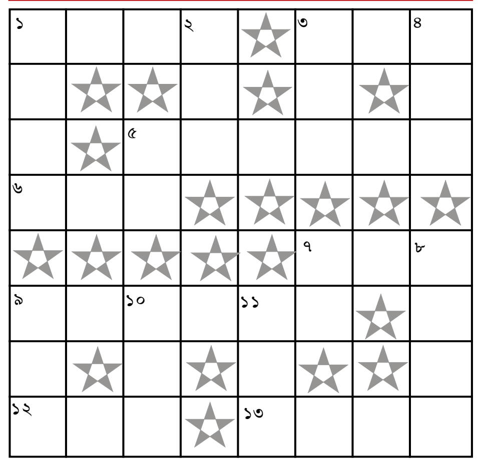

পাশাপাশি : ১। সম্পূর্ণ নষ্ট বা পণ্ড ৩। তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত তর্কে পটু ৫। কলার ফুল, মোচা ৬। ধসে পড়তে পারে এমন ৭। ধনে ৯। গাড়োয়াল অঞ্চলে অবস্থিত হিন্দুতীর্থবিশেষ ১২। কামান বা বন্দুকের মতো নলযুক্ত প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ, পদ্মের ডাঁটা বা নাল ১৩। নারীর অবিবাহিত কাল।

উপর-নীচ : ১। অনেক রকম ২। সমবেদনা, দয়া, ব্যথা ৩। তামাক-এর আঞ্চলিক রূপ ৪। পা, পদক্ষেপ ৫। প্রধানত পীড়িতের বা শিশুর রুদ্ধস্বরে কাঁদা বা যন্ত্রণায় অস্ফুটভাবে কাঁদা, আর্তস্বরে কাঁদা ৭। বাসস্থান,গৃহ, তীর্থস্থান, পবিত্রস্থান ৮। চাতক পাখি, মুনিবিশেষ ৯। গাড়ুজাতীয় জলপাত্রবিশেষ, নলযুক্ত ঘটি ১০। পুরোনো গান ইত্যাদির নতুন সংস্করণ বা রূপায়ণ ১১। শ্রমজীবী, মনুর।

সমাধান ■ ৪২৮৮

পাশাপাশি : ১। বিরাজ ৪। বাউল ৫। নবি ৭। পণব ৮। শক্তিপূজা ৯। বিভাবরী ১১। দাগনি ১৩। ধম্ম ১৪। নীহার ১৫। কটাল।

উপর-নীচ : ১। বিশপ ২। জবাব ৩। মালকোশ ৬। বিরজা ৯। বিবিধ ১০। রীতিনীতি ১১। দারক ১২। নিতল।

বিন্দুবিসর্গ

প্রচুর বিস্ফোরক চিকিৎসকের বাড়িতে

ফরিদাবাদে উদ্ধার ■ গ্রেপ্তার ৭

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : গুজরাটের পর এবার হরিয়ানা। ফের জঙ্গি যোগে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার একাধিক চিকিৎসক। তবু শেষ রক্ষা হল না। সোমবার সন্ধ্যায় বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল দেশের রাজধানী। লালচক মেট্রো স্টেশনের কাছে গাড়িতে পরপর বিস্ফোরণে প্রাণ হারাল ১০ জন সাধারণ মানুষ। সপ্তাহের শুরুতে দিল্লির বুকে এমন বিস্ফোরণে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। এদিকে চিকিৎসদের জঙ্গিযোগ নিয়ে চিন্তায় গোয়িন্দাবাহিনী। চেনা ছকের বাইরে গিয়ে কাশ্মীরি চিকিৎসকদের একাংশকে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি যে স্লিপার সেলের বিকল্প হিসাবে কাজে লাগাতে চাইছে সোমবার দিল্লি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বিপুল বিস্ফোরক ও অস্ত্রের খোঁজ মেলার পর সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

কাশ্মীরি সন্ত্রাসবাদের শিকড় যে বিভিন্ন পেশাজীবীর মধ্যে কতটা ছড়িয়ে পড়েছে, তার হাতে গরম প্রমাণ দিল্লি কাণ্ডে ৩ চিকিৎসক সহ ৭ জনের গ্রেপ্তারি। সোমবার দিল্লি সংলগ্ন হরিয়ানার ফরিদাবাদের ২টি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২,৯০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানা পুলিশের যৌথবাহিনী। তার মধ্যে একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া ৩৬০ কেজি বিস্ফোরক অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বলে মনে করা হচ্ছে। আরডিএক্স তৈরি করতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের জুড়ি নেই। দুটি বাড়িই ভাড়া নিয়েছিলেন আদিল আহমেদ রাথার নামে এক কাশ্মীরি চিকিৎসক। রবিবার ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে গুজরাট পুলিশের এটিএস। তাদের একজন আহমেদ মহিউদ্দিন সইদও পেশায় চিকিৎসক

এদিন আদিলের ভাড়া বাড়ি থেকে বিস্ফোরক ছাড়াও পাওয়া গিয়েছে ৫ কেজি হেভিমেটাল, ওয়াকি-টকি সেট, একাধিক টাইমার, ২০টি ব্যাটারি, ২৪টি রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস ও প্রচুর বৈদ্যুতিন তার। এসব দিয়ে দিল্লি বা তার আশপাশের কোনও এলাকায় যে বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পরিকল্পনা ছিল সে ব্যাপারে একমত পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্তারা। এছাড়া ২টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া গিয়েছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র। যার মধ্যে রয়েছে একে৪৭ রাইফেলও।

ঘটনায় ধৃত ৩ চিকিৎসকের মধ্যে ২ জনের নাম জানা গিয়েছে। তাঁরা হলেন আদিল আহমেদ রাথার ও মুজাম্মিল শাকিল। দু-জনেই জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা। ধৃত তৃতীয় জনের নাম জানা যায়নি। তবে তিনি মহিলা বলে পুলিশ সূত্র জানিয়েছে। হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, দিনকয়েক আগে শ্রীনগরের রাস্তায় জঙ্গি গোষ্ঠী জইশ-ই-মহম্মদের সমর্থনে পোস্টার লাগাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন চিকিৎসক আদিল আহমেদ। অনন্তনাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রেসিডেন্ট চিকিৎসক আদিলের হাসপাতালের লকার থেকে একটি একে৪৭ রাইফেল ও গুলির খোঁজ মেলে।

তাঁর সূত্র ধরেই ফরিদাবাদের একটি হাসপাতালে কর্মরত মুজাম্মিল শাকিলের কথা জানতে পারেন গোয়েন্দারা। আদতে পুলওয়ামার বাসিন্দা মুজাম্মিলকে ধরতে যৌথ অভিযান চালায় হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। গত তিন বছর ধরে শাকিল ফরিদাবাদের আল-ফালাহ স্কুল অফ মেডিকেল সায়েন্সেস অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে একজন সিনিয়ার রেসিডেন্ট চিকিৎসক হিসাবে কাজ করছিলেন। থাকতেন হাসপাতাল ক্যাম্পাসে। কিছু দূরে ধোজ এলাকায় আরও একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন মুজাম্মিল। ২টি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৮টি বড় সুটকেস ও ৪টি ছোট সুটকেসে মেলে বিস্ফোরক এবং বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম।

মুজাম্মিলের কাছ থেকে মহিলা চিকিৎসকের কথা জানা যায়। তাঁর গাড়িতে পাওয়া গিয়েছে একটি একে৭৪ অ্যাসল্ট রাইফেল, ৮৩ রাউন্ড গুলি, একটি পিস্তল, ৮ রাউন্ড গুলি, ২টি খালি কার্তুজ এবং ২টি ম্যাগাজিন। সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে কাশ্মীরি চিকিৎসকদের একাংশের যুক্ত থাকার অভিযোগ দেশের নিরাপত্তাকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। দিল্লির কাছে হাই-সিকিউরিটি জোনে এত বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও অস্ত্রশস্ত্র কীভাবে আনা হল সেই প্রশ্ন উঠেছে।

নজরে জইশ

- ■ জইশ-ই-মহম্মদের সমর্থনে পোস্টার লাগাতে গিয়ে গ্রেপ্তার চিকিৎসক আদিল
- ■ তাঁর সূত্র ধরে ফরিদাবাদের হাসপাতালে কর্মরত মুজাম্মিলের খোঁজ
- ■ মুজাম্মিলের ভাড়াবাড়ি থেকে উদ্ধার ৮টি বড় সুটকেস ও ৪টি ছোট সুটকেসে বোঝাই বিস্ফোরক এবং বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম
- ■ মুজাম্মিল-ঘনিষ্ঠ মহিলা চিকিৎসকের গাড়ি থেকে মেলে অস্ত্র
- ■ রবিবার বিষাক্ত রাসায়নিক তৈরির অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে গুজরাট পুলিশের এটিএস। তাদের একজন আহমেদ মহিউদ্দিন সইদও পেশায় চিকিৎসক

বিস্ফোরণের পর নয়াদিল্লির রাজপথে রক্ত। বিধ্বস্ত এলাকায় এনআইএ টিম। সোমবার।

রাস্তায় পড়ে রক্তাক্ত হাত, দেহাংশ

‘মনে হল পৃথিবী ধসে যাচ্ছে, আমি মরে যাব’

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : একাধারে আতঙ্ক ও বিস্ময়। সেই ঘোর এখনও যেন কাটছে না দোকানির। সোমবার ভর সন্ধ্যায় বিস্ফোরণের সময় ঘটনাস্থলের কাছেই ছিলেন ওই দোকানদার। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, ‘এমন বিকট শব্দ জীবনে শুনিনি। বিস্ফোরণ যখন ঘটল, আমি দোকানে চেয়ারে বসেছিলাম। কানফাটানো শব্দের ধাক্কায় পড়ে গেলাম তিন-তিনবার। আমার মনে হচ্ছিল যেন পৃথিবী এখনই ধসে পড়বে।’ তিনি আরও জানান, প্রাণ বাঁচাতে তিনি দোকান ছেড়ে দৌড়ে পালিয়েছিলেন। তাঁর দেখাদেখি আরও অনেক পরিবার আতঙ্কে ছুটতে শুরু করে। তাঁর মনে হচ্ছিল, ‘যেন আরও একটা বিস্ফোরণ হবে আর আমরা সবাই মারা যাব।’

এদিন লালকেল্লার সামনে মেট্রো স্টেশনের অদূরে বিস্ফোরণের ফলে কাছের ভবনগুলিও কেঁপে ওঠে, যা বহু দূর থেকেও অনুভূত হয়েছে। আরেকজন স্থানীয় বাসিন্দা রাজধর পান্ডে বলেন, ‘আমি আমার বাড়ি থেকে ধোঁয়া দেখতে পেয়েছিলাম এবং নীচে এসে দেখি কী হয়েছে। একটা বিকট শব্দ হয়েছিল। তীব্রতায় জানালার কাঁচ সব কেঁপে ওঠে।’ তিনি বলেন, ‘আমি দেখলাম একজনের শরীর টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। রাস্তায় একটি হাত পড়ে থাকতে দেখলাম। দৃশ্যটি যে কতখানি মর্মান্তিক, তা কথায় প্রকাশ করা যায় না’। স্থানীয় বাসিন্দা রাজধর পাণ্ডে বলেন, বিস্ফোরণের পরেই তিনি ঘর থেকে আগুনের বিশাল লেলিহান শিখা দেখতে পান। এবং দেখতে পেয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসেন। বিস্ফোরণের তীব্রতার জেরে আশপাশের বাড়ির জানালার কাঁচ কেঁপে ওঠে।

তবে সবচেয়ে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাটি শোনালেন অন্য এক প্রত্যক্ষদর্শী। বিস্ফোরণের পর রাস্তার ওপর মানুষের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গ পড়ে থাকতে দেখার কথা জানিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, ‘প্রথমে রাস্তায় ফুসফুস পড়ে থাকতে দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। তারপর যখন দেখলাম একজন মানুষের হাত রাস্তায় পড়ে আছে, তখন আমরা একেবারে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সেই ভয়াবহতা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।’

লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের গেট নং ১-এর কাছে এই বিস্ফোরণে কয়েকটি গাড়ি পুড়ে যায় এবং আশেপাশের এলাকার স্বাভাবিক জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকাটি ঘিরে ফেলে। আহতদের লোক নায়ক জয় প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর রাজধানী জুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

সীতার গড়ে ত্রিমুখী লড়াই তিন মহিলার

সীতামঢ়ি, ১০ নভেম্বর : জানকী মন্দিরের পবিত্রভূমি পরিহার বিধানসভা কেন্দ্রে এবার ত্রিমুখী লড়াই হবে তিন মহিলা প্রার্থীর। একদিকে বিজেপির গায়ত্রী দেবী, অন্যদিকে আরজেডির টিকিটবঞ্চিত বিদ্রোহী ঋতু জয়সওয়াল এবং নবাগত আরজেডি প্রার্থী স্মিতা পুরবে।

মা জানকী মন্দিরের নিকটবর্তী এই কেন্দ্রটি আলোচনায় উঠে আসে সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র ৮০০ কোটি টাকার সংস্কার প্রকল্পের ঘোষণায়। বর্তমান বিধায়ক গায়ত্রী দেবী হ্যাটট্রিকের লক্ষ্য নিয়ে ভোটযুদ্ধে নেমেছেন। ২০২০ সালে তিনি মাত্র দু'হাজার ভোটে হারিয়েছিলেন আরজেডির ঋতু জয়সওয়ালকে। এবার তিনি নিজে হারুন বা জিতুন, সীতার গড়ের ভোটের ফলে সবচেয়ে প্রভাব ফেলবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

একসময় দিল্লির চাকরি ছেড়ে গ্রামে ফিরে সিংজাহিনি পঞ্চায়েতের প্রধান হন ঋতু। এবার মাঠে নেমেছেন নির্দল প্রার্থী হয়ে। তাঁর দাবি, ‘গ্রামবাসী ও সমর্থকদের অনুরোধে আমি লড়ছি। ওঁদের ভালোবাসা আমি ভুলতে পারিনি।’ অন্যদিকে, আরজেডি এবার প্রার্থী করেছে রামচন্দ্র পুরবের পুত্রবধূ স্মিতাকে, যিনি দলের ঐতিহ্যবাহী যাদব-মুসলিম ভোটব্যাংকে ভরসা রাখছেন। গায়ত্রী নিজে যাদব সম্প্রদায়ের। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ‘আমারও যাদব ভোট আছে, এবার জয়ের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল।’

তবে এই মহিলাকেন্দ্রিক লড়াইয়ের পটভূমিতেও উঠে আসছে বাস্তব সমস্যা—বেকারত্ব, অভিবাসন ও বন্যা। উন্নয়নের দাবি যতই উঠুক, জানকীর ভূমি এবার দেখবে নারীর রাজনৈতিক শক্তির এক অভিনব অধ্যায়।

গড় রক্ষার লড়াইয়ে বিরোধী মহাজোট

বিহারে আজ শেষ দফার ভোটগ্রহণ

পাটনা, ১০ নভেম্বর : রাত পোহালেই ভোট। মঙ্গলবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় ১২২টি আসনে ভোটগ্রহণের আগে সম্ভাব্য হিসাবনিকাশে ব্যস্ত এনডিএ, মহাগঠবন্ধন দুই শিবিরই। আবার রাজ্য রাজনীতির চেনা সমীকরণ ভেঙে নতুন সূর্যোদয়ের আশায় তৃতীয় পক্ষ প্রশান্ত কিশোরের জন সুরজ পার্টি। বিরোধী মহাগঠবন্ধন জিতলে যে আরজেডি নেতা তেজস্বীই মুখ্যমন্ত্রী হবেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। জট এখনও কাটেনি এনডিএ শিবিরে। তবে শেষবেলায় শাসক জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদের দৌড়ে কিছুটা হলেও এগিয়ে নীতীশ কুমার। রাজনাথ সিং সহ বিজেপির শীর্ষ নেতাদের অনেকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নীতিশকে তুলে ধরার পক্ষে। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দ্বিতীয় দফার ভোটের প্রচারে স্থানীয়ভাবে বিজেপি নেতারা মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে নীরব ছিলেন। বিভিন্ন কেন্দ্রে জেডিইউ, এলজেপি-আরভি প্রার্থীদের সমর্থনে বিজেপির নেতা-কর্মীদের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো।

কিছুটা ফিকে মনে হয়েছে আরজেডি, কংগ্রেসের প্রচার। যদিও মঙ্গলবার দ্বিতীয় দফায় ভোট হওয়া ১২২টি কেন্দ্রের মধ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনে ৬১টি দখল করেছিল কংগ্রেস-আরজেডি-বাম জোট। ৫৯টিতে জয়ী হন এনডিএ প্রার্থীরা।

কাজ বুঝে নিয়ে নিজ নিজ বুথকেন্দ্রে চলেছেন অফিসাররা। জেহানাবাদে।

এবার জেহাবানাদ, গয়া, ঔরঙ্গাবাদ, রোহতাস, কাইমুর, আরওয়াল এবং নওয়াদার বেশ কয়েকটি আসনে মিম ও প্রশান্ত কিশোরের দলের সঙ্গে এনডিএ ও বিরোধী মহাজোটের চতুর্মুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

বিজেপির অনেক নেতাই এবার রাজ্যে নীতীশ কুমারের বদলে দলের কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু প্রথম দফার ভোটের পর বিজেপির অন্দরে মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে আলোচনার ঝাঁঝ কিছুটা কম বলে দলীয় সূত্রে খবর। প্রথম দফায় রাজ্যের ১৮টি জেলার যে ১২১টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে তার মধ্যে ৪৮টিতে প্রার্থী দিয়েছিল বিজেপি। সূত্রের দাবি, তাঁদের মধ্যে ৩০ জনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন খোদ শা। নিজেদের কেন্দ্রে জয়ের ব্যাপারে তাঁরা কতটা আশাবাদী সেই প্রশ্ন করেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অনেকের জবাবে শা সন্তুষ্ট হতে পারেননি বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

বিপরীতে প্রথম দফায় ৫৭টি আসনে লড়াই করা জেডিইউ ভালো ফলের ব্যাপারে আশাবাদী। গতবার এই এলাকায় এনডিএ-র ভোটে বড় থাবা বসিয়ে ছিলেন চিরাগ পাসোয়ান। চিরাগের প্রার্থীরা ভোট কাটায় অন্তত ৩০টি আসন হারাতে হয়েছিল জেডিইউকে। এবার এলজেপি-আরভি নেতা চিরাগ জোট বেঁধেছেন জেডিইউ-বিজেপির সঙ্গে। যার ফলে অনেকটাই স্বস্তিতে নীতীশ কুমার।

মাওবাদী সন্ত্রাসের গ্রামে গণতন্ত্রের ঘণ্টা

পাটনা, ১০ নভেম্বর : মঙ্গলবার বিহারে অন্তিম পর্বের ভোট। এই প্রথম জামুই জেলার চোরমারা গ্রামের মানুষ নির্ভয়ে ভোট দেবেন। গত ২৫ বছরে যা হয়নি। মাওবাদী সন্ত্রাসে ডুবে থাকা চোরমারায় এবারই প্রথম ভয়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বুথে ঢুকবেন ভোটাররা।

চোরমারা এখন মাওবাদীমুক্ত। চারদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ঘুরছেন। মাওবাদী ত্রাস মানুষের মন থেকে চলে গিয়েছে। কিন্তু মাওবাদী তৎপরতায় বহুকাল এই গ্রামে পোলিং বুথ বসেনি। আড়াই দশক পর এখানে পোলিং বুথ বসেছে। গণতন্ত্রের অধিকার প্রয়োগ ও উন্নয়নের আশায় মানুষ আগামীকাল গ্রামের বুথেই ভোট দেবেন। এতদিন ভোট দিতে যেতে হত বারহাত প্রশাসনিক ব্লকে। চোরমারা থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে বারহাত। ওই পথ পেরোতে ভয়ে বুক কাঁপত গ্রামবাসীদের।

অকালমৃত্যু

ওয়াশিংটন, ১০ নভেম্বর : উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিয়ে স্নাতক হয়েছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের করনচেড়ুর রাজলক্ষ্মী ইয়ারলাগাড্ডা। ৭ নভেম্বর তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে তাঁরই অ্যাপার্টমেন্টে। টেক্সাসের এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন রাজলক্ষ্মী। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ভীষণ কাশির সঙ্গে বুকে ব্যথা হয়েছিল রাজলক্ষ্মীর। তাঁর হঠাৎ মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান পরিবার।

প্রথম উত্তরপ্রদেশ, দ্বিতীয় স্থানে অসম

জলজীবন মিশনে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : দেশের প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার মহৎ লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের অন্যতম প্রচারিত প্রকল্প ‘জল জীবন মিশন’। কিন্তু এই প্রকল্পটি এখন ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর সবচেয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে দিয়েছে। দেশজুড়ে এই জাতীয় প্রকল্পে যে বিপুল মাত্রার আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র সামনে এসেছে, তদন্তকারীদের মতে তা নজিরবিহীন।

তদন্তকারী সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, এই প্রকল্পের দুর্নীতিতে মোট ১৫টি রাজ্যে ৫৯৬ জন ইঞ্জিনিয়ার ও অফিসার এবং ৮২২টি ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা পড়েছে। দেশজুড়ে এফআইআর ১৬০০০ ছাড়িয়েছে। কেন্দ্র আগেই এই অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে।

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য এসেছে উত্তরপ্রদেশ-বিহার থেকে। সরকারি রিপোর্টে জল সংযোগের যে পরিসংখ্যান দেখানো হয়েছিল, বাস্তবে তার একটি বড় অংশের অস্তিত্বই নেই। তদন্তে প্রকাশ, ১৫টি রাজ্যের অধিকাংশই বিজেপি-শাসিত, যা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজনৈতিকভাবে অস্বস্তিকর। গত বছর ডিসেম্বরেই জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এই প্রকল্পে ভুয়ো বিল, ‘অতিরিক্ত খরচ’ এবং গোপন ব্যয়ের বড়সড়ো দুর্নীতি প্রকাশ্যে আনে। এরপরই দিল্লিতে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, সব রাজ্যে নজরদার পাঠানো হবে এবং সন্দেহভাজন অফিসার ও ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে গোয়েন্দা তদন্ত শুরু করতে হবে। এটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প হওয়ায় সিবিআই তদন্তে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়।

তথ্য অনুযায়ী, মোট ১৬,৬৩৪টি অভিযোগের মধ্যে ৮৫ শতাংশেরও বেশি এসেছে উত্তরপ্রদেশ থেকে, যেখানে মোট ১৪,২৬৪টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। এরপরেই রয়েছে অসম (১,২৩৬টি অভিযোগ) এবং ত্রিপুরা (৩৭৬টি অভিযোগ)। ইতিমধ্যে উত্তরপ্রদেশে ১৭১ জন, রাজস্থানে ১৭০ জন এবং মধ্যপ্রদেশে ১৫১ জন সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে।

তবে তদন্তের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের নাম থাকলেও কোনও সরকারি ইঞ্জিনিয়ার বা অফিসার অভিযুক্ত নন। অভিযোগ রয়েছে দেড় শতাধিক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। দুর্নীতি ও নিম্নমানের কাজ আটকাতে কেন্দ্র সমস্ত রাজ্যকে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহের পর চিঠি দিয়ে নির্দেশ দেয়, ২০ অক্টোবরের মধ্যে সাসপেনশন, অপসারণ বা এফআইআর হওয়া আধিকারিক ও ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে নেওয়া ব্যবস্থার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

লঞ্চপ্যাড বাংলাদেশ, পূর্ব ভারতে নজর হাফিজের

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : পশ্চিম এবং উত্তর ভারতের সমান্তরালে এবার পূর্ব ভারতে নজর পড়েছে পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে থাকা জঙ্গি নেতাদের। ভারতে নাশকতা চালাতে পাক জঙ্গিদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে নতুন বাংলাদেশ! সম্প্রতি লস্কর-ই-তৈবার প্রধান হাফিজ সইদের ঘনিষ্ঠ সইফুল্লাহ সইফের একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে সইফকে বাংলাদেশে লস্করের সক্রিয়তার বিবরণ দিতে দেখা গিয়েছে।

গত ৩০ অক্টোবর পাকিস্তানের খইরুপুর তামেওয়ালি এলাকায় ভাষণ দিতে গিয়ে লস্কর নেতা জানিয়েছেন, ভারতের অপারেশন সিঁদুরের বদলা নিতে তৈরি হচ্ছেন হাফিজ সইদ। তিনি বাংলাদেশকে লঞ্চপ্যাড হিসাবে ব্যবহার করে ভারত আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। লস্কর জঙ্গিরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের জন্য তৈরি রয়েছে। বাংলাদেশি তরুণদের সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ ও মগজ ধোলাইয়ের জন্য এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে সেখানে পাঠিয়েছেন হাফিজ। সইফ বলেন, ‘এখন আমেরিকা আমাদের সঙ্গে আছে এবং বাংলাদেশ আবার পাকিস্তানের কাছাকাছি আসছে। হাফিজ সইদও চুপ করে বসে নেই। তিনি বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করছেন।’ হাফিজ ঘনিষ্ঠের বয়ান নিয়ে সোমবার পর্যন্ত ভারতের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। চুপ করে রয়েছে ইউনূস সরকার।

কেন্দ্রের হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : দেশের ওষুধ বাজারে এবার কেন্দ্রীয় সরকারের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক!

ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির তৈরি বিষাক্ত কাশির ওষুধ খেয়ে বিশ্বজুড়ে একাধিক শিশুমৃত্যুর ঘটনায় দেশের ওষুধ শিল্পের গুরুতর বদনাম হয়েছে। এই অবস্থায় ভারত সরকার দেশের ওষুধ প্রস্তুতকারকদের কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে। কেন্দ্রের স্পষ্ট নির্দেশ, হয় ১ জানুয়ারির মধ্যে বিশ্বব্যাপী মানদণ্ড (জিএমপি) মেনে ওষুধ তৈরি শুরু করতে হবে, নয়তো কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই ঘোষণায় স্পষ্ট, সরকার জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা এবং দেশের সুনাম রক্ষায় আর কোনও রফা করতে রাজি নয়।

এসআইআর সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল-কং

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের এসআইআর প্রক্রিয়া এখন রাজ্যের রাজনীতিতে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। রাজ্যে পুরোদমে এসআইআর চলছে, বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম দিচ্ছেন। কিন্তু এসআইআর শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি হয়েছে ব্যাপক বিতর্ক। এই প্রক্রিয়ায় ভুলভ্রান্তি এবং তাড়াহুড়োর অভিযোগ তুলে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল এবং কংগ্রেস উভয়েই।

তৃণমূলের দুই সাংসদ মালা রায় ও দোলা সেন সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন। সরাসরি এসআইআরের বিরোধিতা না করলেও তাঁদের দাবি, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি না করেই এসআইআর শুরু করা হয়েছে। এর ফলে অনেক বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তৃণমূলের বক্তব্য, তারা এসআইআর বিরোধিতা করছে না। কিন্তু যেভাবে এই কাজ করা হচ্ছে, তাতে বড় ধরনের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগও উঠেছে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে।

উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দু-মাসের মধ্যে এত বড় কাজ শেষ করা সম্ভব নয় এবং কেন্দ্রের চাপে রাজ্যে এই প্রক্রিয়া তাড়াহুড়ো করে চালানো হচ্ছে। শুধু তৃণমূল নয়, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসও এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছেছে। কংগ্রেস জানিয়েছে, সাধারণ মানুষ প্রচুর অভিযোগ জানাচ্ছেন। আবেদনকারীর আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে এই বিষয়টি তোলেন। সেই বেঞ্চেই বিহারের এসআইআর মামলার শুনানি চলছে। বিচারপতি জানিয়েছেন, বাংলার মামলাটি বিহারের মামলার সঙ্গে তালিকাভুক্ত করা হবে। মঙ্গলবারই শুনানি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

ব্রহ্মোস, টেসলা’র গুঁতোয় ট্রেনের টিকিট উধাও

মুম্বই, ১০ নভেম্বর : দুর্গাপুজো হোক বা ছট, উৎসবের মরশুমে সাধারণ মানুষের জন্য ট্রেনের টিকিট কাটা যেন এক অলিম্পিক দৌড়। সকাল ৮টায় সবেমাত্র রেলের অনলাইন টিকিটের উইন্ডো খুলেছে—আপনি নাম, ঠিকানা টাইপ করছেন, ক্যাপচা কোড ভরছেন—আর ওদিকে ঘড়ির কাঁটা মাত্র ১৫ সেকেন্ড পার করার আগেই স্ক্রিনে ভেসে উঠল সেই পরিচিত বার্তা: ‘সব টিকিট বুক হয়ে গিয়েছে!’ সাধারণ মানুষ যখন ধাপে ধাপে নিয়ম মেনে টিকিট কাটতে চেষ্টা করছেন, তখন এক উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভর প্রতারক চক্র অত্যাধুনিক সফটওয়্যার ব্যবহার করে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে লক্ষ লক্ষ টিকিট লুঠ করে নিচ্ছে। এই টিকিট-চুরির নেপথ্যে রয়েছে কিছু পিলে-চমকানো সফটওয়্যার। ‘ব্রহ্মোস’, ‘টেসলা’, ‘অ্যাভেঞ্জার্স’ এবং ‘ডঃ ডুম’ নামের ওই অবৈধ প্রোগ্রামগুলিই বানচাল করে দিচ্ছে আপনার টিকিট কাটার চেষ্টাকে।

রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের নজরে এখন এই আন্তঃরাজ্য প্রতারক চক্র। দীর্ঘদিন ধরে এই হাইটেক তছরুপ পদ্ধতিতে সাধারণ যাত্রীদের বঞ্চিত করে টিকিট লুঠ করে চলেছে কিছু অসাধু

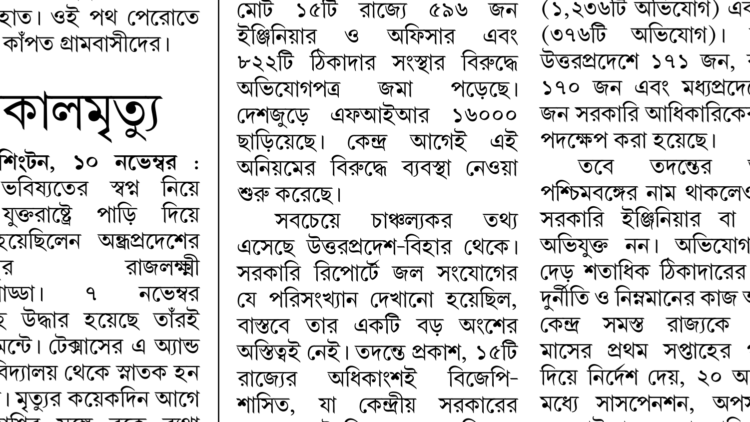

লোক। চক্রের মধ্যে রয়েছে সফটওয়্যার ডেভেলপার, অনলাইন অ্যাডমিন, সুপার সেলার এবং অবশ্যই দালাল টাউট।

রেলের এক আধিকারিক জানাচ্ছেন, যেখানে একজন সাধারণ মানুষকে টিকিট কাটার আগে ধাপে ধাপে ফর্ম ভরতে এবং ওটিপি, ক্যাপচা ভেরিফিকেশন পেরোতে হয়, সেখানে এই সফটওয়্যারগুলি একটি ‘সমান্তরাল প্রক্রিয়া’ চালিয়ে কাজ হাসিল করে নেয়। এই প্রোগ্রামগুলিতে আগে থেকেই যাত্রীর সব তথ্য ভরা থাকে। ঠিক সকাল ৮টায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই সফটওয়্যারগুলি একসঙ্গে ওটিপি এবং ক্যাপচা কোড সিস্টেমে গুঁজে দেয়। ফলে ম্যানুয়ালি টিকিট বুক করতে যত সময় লাগে, তার ভগ্নাংশ সময়ে (খুব বেশি হলে ১০-১৫ সেকেন্ড) টিকিটগুলি চলে যায় দালালদের পকেটে।

এই অবৈধ কারবার থেকে চক্রের লাভ কিন্তু আকাশছোঁয়া। এই আধুনিক সফটওয়্যারগুলি মাসিক সাবস্ক্রিপশনে বিক্রি হয় এবং টিকিট প্রতি ৯৯ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়। লাভজনক এই টিকিটগুলি এরপর কালোবাজারে চড়া দামে বিক্রি করে দালালরা। উদাহরণস্বরূপ, স্লিপার ক্লাসের ৮০০ টাকার টিকিট বিক্রি হয় ২,০০০ টাকায়। উৎসবের মরশুমে উত্তরপ্রদেশ বা বিহারগামী ট্রেনের থার্ড এসি টিকিট (যার আসল দাম প্রায় ২,৩০০ টাকা) বিক্রি হয় ৪,০০০ টাকা বা তারও বেশি দামে।

তবে এই ‘বিড়াল-ইঁদুর খেলা’ রুখতে এবার কোমর বেঁধে নেমেছে আরপিএফ। ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ডেভেলপার, সুপার সেলার ও দালাল সহ প্রায় ৫০ জনকে। রেল এখন পালটা চাল হিসাবে বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে। যেমন, এখন থেকে শুধুমাত্র আধার-ভেরিফায়েড আইডি দিয়েই টিকিট বুকিং করা যাবে এবং সকাল ৮টার পর ৩৫ সেকেন্ড পার হলে তবেই পেমেন্ট করা যাবে। রেলের এই ‘সার্জিক্যাল স্ট্রাইক’-এ সাধারণ যাত্রীদের কিছু সুবিধা হোক না হোক, জালিয়াতদের কিন্তু ঘুম ছুটে গিয়েছে!

শক্তি শালিনী কে? কিয়ারা না অনীত

ম্যাডক ফিল্মস ও পরিচালক অমর কৌশিক এখন ব্যস্ত তাদের পরের ছবি 'শক্তি শালিনী'র প্রি-প্রোডকশন ও ছবির চিত্রনাট্য নিয়ে। এখন থেকেই কথা হচ্ছে, শক্তি শালিনী হবেন সাইয়ারা গার্ল অনীত পাড্ডা। তাও আবার কিয়ারা আডবানিকে সরিয়ে। এই জল্পনা নিয়ে অমর বলেছেন, 'কিয়ারা খুব ভালো অভিনেত্রী, ওঁর সঙ্গে কাজ করতে চাই। কিন্তু শক্তি শালিনীর জন্য কিয়ারাকে কখনও ভাবা হয়নি। যখন কোনও গল্প লেখা হয়, তখন কোনও একজন চিন্তায় থাকে বটে, তবে শেষ পর্যন্ত সেই চরিত্রে যাকে ফিট করবে, তাকেই নির্বাচন করা হয়। সাইয়ারা মুক্তির অনেক আগে থেকেই শক্তি শালিনীর গল্প লেখা হচ্ছে। এখনও কেউই ঠিক হননি। পুরো গল্প লেখার আগে কিছু করা যায়ও না। তবু কারা কীভাবে এসব আগেভাগে বলে দেয়, কে জানে!'

এই সংস্থার ছবি 'থাম্মা'র শেষে শক্তি শালিনীর কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে অনীতই থাকবেন ছবির মুখ্য ভূমিকায়। এই ব্যানারে হরর কমেডি ধারার প্রথম ছবি স্ত্রী এবং সে ছবি সুপারহিট। পরিচালক অমরই এই ধারার জনক। তিনিই 'শক্তি শালিনী' লিখছেন। এদের সাম্প্রতিক ছবি আয়ুষ্মান খুরানা ও রশ্মিকা মানডানা অভিনীত থাম্মা ইতিমধ্যে হিট বলে ঘোষিত।

বাংলার বিধানসভা ভোটে এবার ইমন?

ইমন চক্রবর্তী কি তাহলে এবার গান ছেড়ে ভোটের মঞ্চে দাঁড়াবেন? এই প্রশ্নটা এখন চতুর্দিকে। সম্প্রতি কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কালীপুজোতেও গিয়েছিলেন ইমন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এমনিতেই তাঁর ভালো সম্পর্ক। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যাওয়া নিয়ে নানান প্রশ্ন ধেয়ে এসেছে। তবে এ বিষয়ে এতদিন কোনও কথা বলেননি ইমন। এবার একই প্রশ্ন বারবার উঠতে থাকায় ইমন জানাচ্ছেন, কালীপুজোয় স্বামী আর কাকাকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে তিনি গয়েছিলেন ঠিকই। মুখ্যমন্ত্রী নিজে তাঁদের আন্তরিকভাবে আপ্যায়ন করেছেন। নিজে হাতে খাবার এনে দিয়েছেন। নিজের শোয়ার ঘর, তাঁর মায়ের ঘর সব ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। কিন্তু এখনও অবধি ভোটে দাঁড়ানোর কথা কিছু হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর গান ভালোবাসেন বলে ইমনকে গুণমুগ্ধ শ্রোতার মতোই হয়তো ইমনকে ডেকে পাঠাতে পারেন। এর থেকে বেশি কিছু আছে বলে তিনি মনে করেন না। তবে হ্যাঁ, যদি ভোট সংক্রান্ত কোনও প্রস্তাব আসে, তাহলে তা নিয়ে আলোচনা এবং চিন্তা করবেন বলে জানিয়েছেন ইমন।

লাহোর ৪৭, বদলাচ্ছে নাম

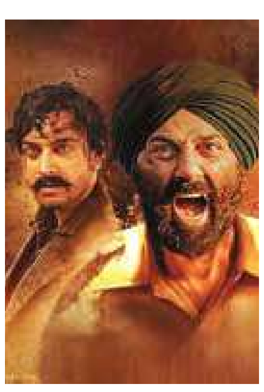

রাজকুমার সন্তোষী পরিচালিত, আমির খান প্রযোজিত ছবি লাহোর ৪৭-এর নাম বদলাচ্ছে কি? সেরকমই শোনা যাচ্ছে। পাকিস্তানের শহরের নামে কোনও ভারতীয় ছবি এ যাবৎ হয়নি। তার ওপর বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা আরও অসম্ভব বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই এই বদল হওয়ার কথা উঠেছে। ছবিটি আসগর ওয়াজাহাতের নাটক লাহোর নই দেখ্যা ও জামিয়াই নি থেকে নেওয়া। ছবির একাধিক মুক্তির তারিখও ঘোষিত। এদিকে ছবির নাম বদল প্রসঙ্গে পরিচালক রাজকুমার বলেছেন, 'প্রযোজক আমির খানকে জিজ্ঞাসা করুন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এইরকম তোষণের পক্ষপাতি নই। এটা আমার ড্রিম প্রোজেক্ট বলতে পারেন। সানি দেওলের সঙ্গে ঘাতক, ঘায়েল করেছি, সব হিট এবং আমার আর ওর কেরিয়ারের ল্যান্ডমার্ক।'

ছবিতে শাবানা আজমি আছেন। তাঁকে নিয়ে সন্তোষী বলেছেন, '৫০ বছর ধরে তিনি আমাদের বিস্মিত করে আসছেন তাঁর অভিনয় দিয়ে। যখনই আমরা ভেবেছি, তাঁর আর কিছু দেওয়ার নেই। তখনই আর একবার কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেবার মতো পারফরমেন্স দিয়েছেন। এই ছবিতেও তাঁর অভিনয় দেখে কেউ না কেঁদে থাকতে পারবে না। তিনিই কেন্দ্রীয় চরিত্র।' ছবির নাম বদলের কথা সেই জুন মাস থেকে। পহেলগাঁও আক্রমণ, অপারেশন সিন্দুর ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে ভারত-পাকিস্তান ড্রামা দেখানো অনেকটা ঝুঁকির হবে বলে ছবির সূত্রে জানা গিয়েছিল। এখন সিদ্ধান্ত আমিরের হাতে।

আবার অসুস্থ ধর্মেন্দ্র

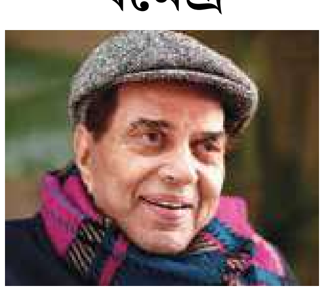

গত ৩১ অক্টোবর রুটিন চেক আপের জন্য ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র। অন্যান্য কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয়। তখন তিনি ক্রমশ সুস্থ হচ্ছিলেন, স্বয়ং হেমা মালিনী এই খবর দিয়েছেন। কিন্তু গত রবিবার তাঁর অবস্থার আবার অবনতি হয়। তিনি এখনও হাসপাতালেই আছেন। বিশিষ্ট চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে তিনি আছেন। তাঁর অসুস্থতার কারণ বিষয়ে এখনও জানা যায়নি। তবে তাঁর টিম জানিয়েছে, 'ধর্মেন্দ্র হাসপাতালে আছেন। তবে উদ্বেগের কারণ নেই। তাঁর শরীরের একাধিক পরীক্ষা হয়েছে। কেউ তাঁকে দেখে এসব খবর রটাচ্ছে হয়তো, কিন্তু চিন্তার কারণ নেই।'

দুই পুত্র সানি ও ববি দেওল নিজেদের কাজকর্ম সামলেও বাবার সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন।

ভিলেনের চরিত্রে মজে ববি দেওল

রোমান্টিক হিরো সঙ্গে অ্যাকশনের টাচ—এই ছিল ববি দেওলের কেরিয়ারের শুরুর ট্যাগলাইন। তাতে সাফল্য আসেনি। এবার কেরিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি জমিয়ে 'ভিলেন' হচ্ছেন। হিরো-র একেবারে উলটো মুখে হেঁটে তিনি বক্স অফিস তোলপাড় করছেন। আশ্রম সিরিজ দিয়ে এই সফরের শুরু, এরপর অ্যানিম্যাল, ব্যাডস অফ বলিউড—চুটিয়ে ভিলেন হয়েছেন। তৈরি হতে চলেছে যশ রাজ ফিল্মসের ছবি, তাতে আছেন অহন পাণ্ডে ও শর্বরী ওয়াঘ প্রমুখ। পরিচালনায় আব্বাস আলি জাফর এবং এই ছবিতেই ভিলেন হচ্ছেন ববি দেওল। তবে চেনা ভিলেন তিনি নন। সর্বভারতীয় এক সংবাদ সংস্থা জানাচ্ছে, তিনি ছবির চালিকাশক্তি তো বটেই। গল্প যত এগোবে তিনি হিরোর সঙ্গে এনকাউন্টারেও যাবেন তবে চিরাচরিত ভিলেনি তিনি করবেন না। ছবির সূত্রে জানা গিয়েছে, আদিত্য চোপড়া ও আব্বাস লার্জার দ্যান লাইফ ইমেজকে সামনে রেখে ববির কথা মাথায় রেখেই এই চরিত্র তৈরি করছেন। এখনও পর্যন্ত যেমন ভিলেন তিনি হয়েছেন, তেমন এখানে হবে না। গল্প যত এগোবে, তত গ্রে শেড আসবে চরিত্রে কিন্তু তার সঙ্গে থাকবে ব্যক্তিগত আবেগের জায়গাও থাকবে।

প্রসঙ্গত এক সপ্তাহ আগে ববি ছবিতে যোগ দিয়েছেন। ছবির নায়ক অহন কিছুদিন আগে সম্পূর্ণ নতুন লুকে নিজের ছবি শেয়ার করেছেন। নেটমহল মনে করছে এটি আব্বাসের ছবিতে তাঁর লুক। বেশ রাফ অ্যান্ড টাফ চেহারায় অহানকে দেখে নেটমহল বেশ খুশি, প্রশংসাও পাচ্ছেন। আগামী বছরের মাঝামাঝি ছবির শুটিং শুরু হবে। আব্বাস ও যশ রাজের এটি চতুর্থ ছবি। এর আগে ওঁরা গুণ্ডে, সুলতান, টাইগার জিন্দা হ্যায়-এর মতো ছবি করেছেন।

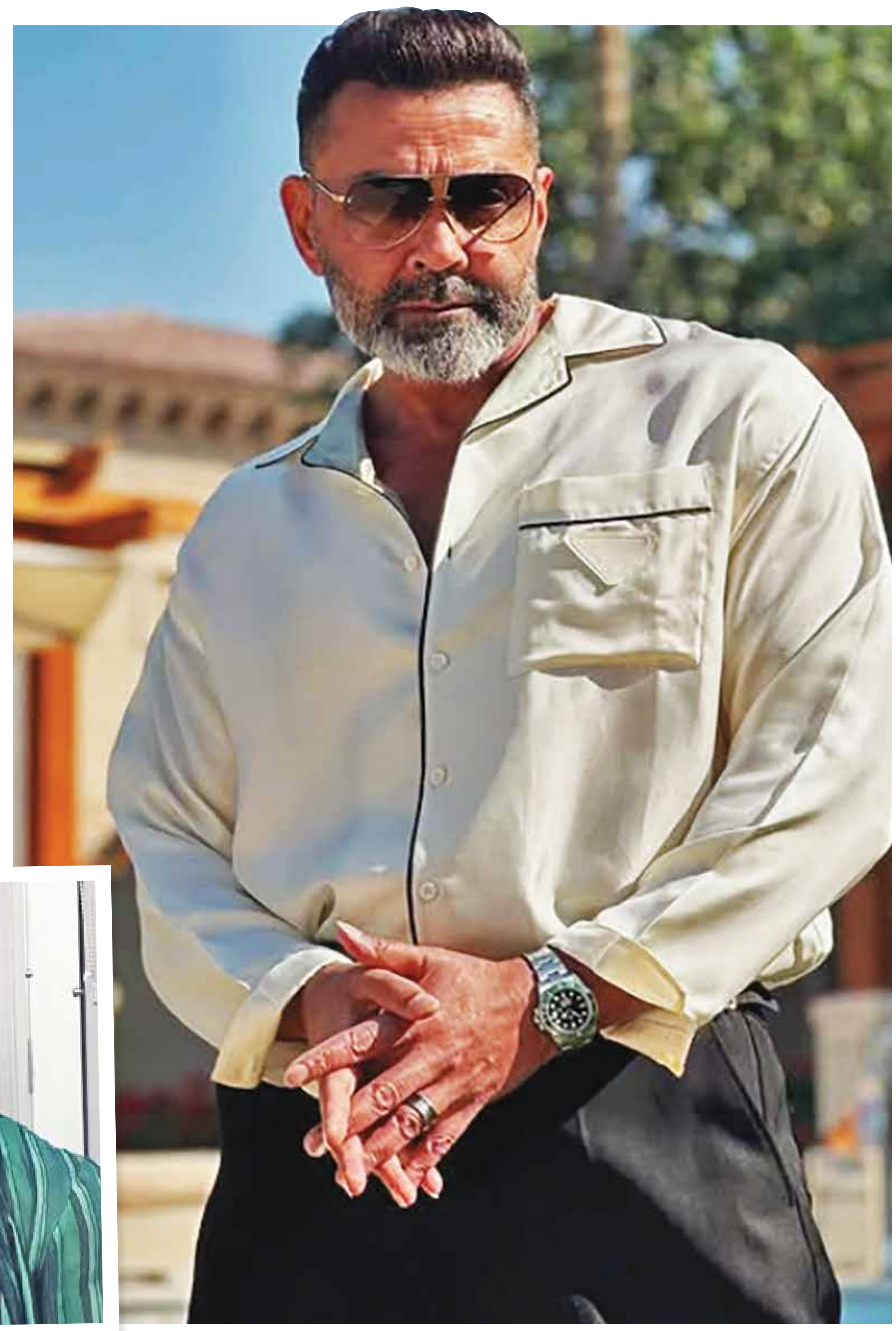

সন্তান নিয়ে ঘরমুখী ক্যাটরিনা-ভিকি

'ওম'। শব্দব্রহ্ম। এই শব্দের উচ্চারণেই জানিয়েছিলেন মা হতে চলার খবর। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার খবরেও 'ওম' মন্ত্রেরই স্মরণ নিলেন ভিকি কৌশল, ক্যাটরিনা কাইফ। সোমবার, শিবের দিনে ছেলেকে নিয়ে গৃহপ্রবেশ করলেন সেলেব দম্পতি। সপ্তাহের শুরুর দিন সোমবার বিকেলে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ক্যাটরিনা। হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষা করছিল কালো কাচঢাকা গাড়ি। জানা গিয়েছে, সেই গাড়ি রওনা দিয়েছে জুহুর সমুদ্রমুখী বাংলোর উদ্দেশে। উল্লেখ্য, ৭ নভেম্বর মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছেন ক্যাটরিনা কাইফ।

কিং নাকি পাঠানকেও ছাপিয়ে যাবে?

শাহরুখ খানের 'কিং' ছবির জন্যে কত খরচা হচ্ছে, জানেন? প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। সিদ্ধার্থ আনন্দ জানিয়েছেন, হলিউডে জবরদস্ত অ্যাকশন ছবি করতে যে টাকা লাগে, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ টাকাতেই সারা বিশ্বে তাক লাগিয়ে দেবেন তিনি।

শুরুতে সুহানা খানকে নিয়ে কাজটা শুরু করেছিলেন সুজয় ঘোষ। কিন্তু শাহরুখ খানের গ্র্যান্ড এন্ট্রির পরে সিদ্ধার্থ আনন্দ এসে পরিচালকের ব্যাটন হাতে নেন। তখন থেকে গোটা ছবিটাই বদলে যায়। ২ নভেম্বর, শাহরুখের জন্মদিনে তাঁর প্রথম লুক দেখানো হয়েছে। আর তারপরেই দর্শকদের মধ্যে তুমুল আলোড়ন পড়ে গেছে। ২০২৬ সালে এই সিনেমা আসার আগেই 'কিং' নিয়ে লাগাতার চর্চা শুরু হয়েছে।

জানা যাচ্ছে, সিদ্ধার্থ আনন্দ 'কিং' ছবির জন্যে ৬টা বিশ্বমানের অ্যাকশন সিকোয়েন্স ডিজাইন করেছেন। এর তিনটে রিয়েল লোকেশনে শুটিং হবে। আর তিনটে সেটে শুটিং হবে।

রেড চিলিজ এন্টারটেনমেন্টের এই ছবি যাতে 'পাঠান'কেও ছাপিয়ে যায়, প্রযোজনা সংস্থার লক্ষ্য আপাতত সেটাই।

ছোট্ট তারা

ডন বসকো স্কুলের ইউকেজির পড়ুয়া সপ্তম ভৌমিক পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কনে পারদর্শী। গানের প্রতিও বেশ আগ্রহ।

ক্রিকেট কন্যার নামে স্টেডিয়াম

চাঁদমণির এই মাঠকে ঘিরেই নতুন স্বপ্ন দেখছে শিলিগুড়ি।

শিলিগুড়ির অগ্রগামী সংঘ তৈরি করেছে আন্তর্জাতিক স্তরের ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহাকে। আর বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব আমাদের দিয়েছে বিশ্বকাপজয়ী মহিলা ক্রিকেটার রিচা ঘোষকে। সেই রিচার নামে এই শহরে ক্রিকেট স্টেডিয়াম হচ্ছে। এই শহরের জন্য তো বটেই, বাংলায় এ এক অনন্য নজির। টেবিল টেনিসের জন্য পরিচিত এই শহর এবার মহিলা ক্রিকেটের বিশ্ব ক্রীড়া মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। তাই রিচা শুধু স্টেডিয়ামের নয়, অনুপ্রেরণার নামও। তার নামে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ঘোষণার পর কে কী বললেন খোঁজ নিল **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

আমরা গর্বিত

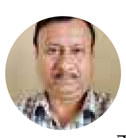

রিচা আমার স্কুলের ছাত্রী। ওর নামে শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির কথা শুনে আমরা খুবই গর্বিত। রিচাকে স্কুলে আসার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

- কল্যাণকুমার দাস
টিচার ইনচার্জ, মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুল

দ্বিগুণ খুশি

আমরা বহু বছর ধরেই শিলিগুড়িতে ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির দাবি জানিয়ে আসছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রিচার নামে শিলিগুড়িতে ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির কথা ঘোষণা করায় খুশি যেন দ্বিগুণ হয়ে গেল। রিচাও ওর প্রাপ্য সম্মান পেল। ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি হলে পুরুষ এবং মহিলা উভয় ক্ষেত্রেই আরও অনেক ক্রিকেটার শহর থেকে উঠে আসবে।

- গোপাল সাহা
রিচার অন্যতম কোচ

দ্রুত হোক

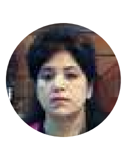

ঋদ্ধিমান সাহা, রিচা ঘোষের শহরে ক্রিকেট স্টেডিয়াম দীর্ঘদিনের দাবি। শিলিগুড়ি টেবিল টেনিসের শহর। এখান থেকে আমরা অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় পেয়েছি। সবাই ক্লাবঘরে খেলেই বড় বড় টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছে। কিন্তু ক্রিকেট তো ক্লাবঘরে খেলা যায় না। এর জন্য মাঠের প্রয়োজন। রিচার উত্থানের পর থেকে প্রচুর অভিভাবক নিজের মেয়েকে ক্রিকেটের প্রশিক্ষণে দিচ্ছেন। তাই যত দ্রুত সম্ভব এই স্টেডিয়াম তৈরি হোক, এটাই চাই।

- মান্তু ঘোষ
অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত টেবিল টেনিস খেলোয়াড়

অপেক্ষায় আছি

মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেটে রিচা ঘোষ ইতিমধ্যেই আমাদের আইকন হয়ে উঠেছে। এবার রিচার নামে শহরে স্টেডিয়ামের ঘোষণা যেন আরও আনন্দ বাড়িয়ে দিয়েছে। শিলিগুড়িতে ক্রিকেটের কোনও স্টেডিয়াম না থাকায় খেলোয়াড়দের অসুবিধায় পড়তে হয়। এই স্টেডিয়াম তৈরি হলে খেলোয়াড়দের অনেক সুবিধা হবে। বিশ্বজয়ী রিচার নামে তৈরি স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখার অপেক্ষায় রয়েছি।

- বর্ণা সরকার
শিলিগুড়ি কলেজের পড়ুয়া

সুবিধা হবে

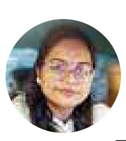

রিচা ঘোষের নামে স্টেডিয়াম তৈরির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করার পর থেকেই খুব ভালো লাগছে। আমার অনেক বন্ধু ক্রিকেট খেলার সঙ্গে জড়িত, তাদেরও অনেক সুবিধা হবে। শুধু ক্রিকেট নয়, অন্যান্য খেলাধুলার সঙ্গে জড়িত খেলোয়াড়দের জন্যও শহরে উপযুক্ত জায়গা তৈরি হবে, এই আশা রাখছি।

- দিশা দে
দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী, তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়

খুবই জরুরি

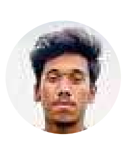

শিলিগুড়িতে ক্রিকেট স্টেডিয়াম হওয়া খুবই জরুরি। স্টেডিয়াম না থাকায় আমাদের অনুশীলন করতে অসুবিধা হয়। কোনও কলেজ বা স্কুলের মাঠে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হয়। শহরের মেয়ে বিশ্বজয়ী রিচা ঘোষের নামে নতুন ক্রিকেট স্টেডিয়াম ঘোষণা করায় আমরা গর্বিত।

- অনীক নন্দী
সিএবি ক্রিকেটার

তথ্য : তমালিকা, দে ছবি : সূত্রধর

প্রেক্ষাপট

চাঁদমণি

- ২০০৪ সালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও রাহুল দ্রাবিড় চাঁদমণি মাঠে নিউজিল্যান্ডের মতো র‍্যাম্পার্ট গ্যালারি রেখে ক্রিকেট মাঠের প্রস্তাব দেন। স্বপ্ন দেখান আন্তর্জাতিক ম্যাচের।
- পরবর্তীতে টার্ফ উইকেট গড়ে বেশ কিছু আন্তঃজেলা পর্যায়ের ম্যাচ হয়েছে।
- মাঠে গোরু চরায় ও মোটর সাইকেল চলাচল করায় বছর পাঁচেক আগে সেই উইকেট নষ্ট হয়ে যায়।
- গত কয়েক বছর ম্যাটে স্থানীয় প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের বেশ কিছু ম্যাচ হয়েছে।

কাওয়াখালি

- ২০২০-'২১ সালে ক্রিকেট লাভার্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সদস্যরা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দাবিতে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসেছিলেন। শামিল হয়েছিলেন বেশ কিছু মহিলা ক্রিকেটারও।
- সাইয়ের তরফে বেশ কয়েকবার অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক তৈরির কথা শোনা যায়।
- কোনওটাই পূরণ হয়নি।

ইন্ডোর স্টেডিয়াম

- একসময় জাতীয় পর্যায়ের বেশ কিছু বড় প্রতিযোগিতা হয়েছিল।
- কাঠের ফ্লোর তুলে সিমেন্টের ফ্লোর করে দেওয়া হয়।
- সিন্থেটিক ফ্লোর বসানোর কাজ চলছে।
- ১৯ থেকে ২৬ নভেম্বর হবে রাজ্য টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন

- ২০১৬ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে চারটি কলকাতা ডার্বি হয়েছে।
- এই বছর মাঠ খারাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় একদিন পরই ইস্টবেঙ্গলের ট্রায়াল সরিয়ে দিতে হয়।

তথ্য : শুভময় সান্যাল

ফুলবাড়ির ব্যাটালিয়ন মোড়ের কাছে দুর্ঘটনায় স্কুলবাস। সোমবার। -সংবাদচিত্র

চাকায় ঘুরছে পড়ুয়ার জীবন

ফের দুই স্কুলবাস দুর্ঘটনায়

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : একদিনে শহরের দুই প্রান্তে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল দুটি স্কুলবাস। সোমবার সকালে পড়ুয়াদের নিয়ে হাসমি চক থেকে টিকিয়াপাড়া মোড়ের দিকে যাওয়ার সময় একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের বাস এক বাইক আরোহীকে পেছন থেকে ধাক্কা মারে। বাইক আরোহী আহত হন। এতে উড়ালপুলে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে, বিকেলে ফুলবাড়ির ব্যাটালিয়ন মোড়ের কাছে অপর একটি বেসরকারি স্কুলের বাস একটি পিকআপ ভ্যানের পেছনে ধাক্কা মারলে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ধাক্কায় বাসের সামনের অংশ দুমড়ে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাসটি দ্রুতগতিতে ছিল। বাসটির পেছনে অন্য যানবাহন থাকলে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। কেননা সেই সময় বাসে পড়ুয়ারা ছিল।

উত্তরবঙ্গের সিবিএসই স্কুলগুলির সংগঠন সহোদয়া স্কুল কমপ্লেক্সের সভাপতি এসএস আগরওয়াল বলেন, 'একটু দেরিতে স্কুলে বা বাড়িতে পড়ুয়ারা পৌঁছালে কোনও ক্ষতি হবে না। চালকদের আরও বেশি সতর্ক হয়ে বাস চালাতে হবে। বাচ্চাদের নিরাপত্তাই সবচাইতে বড় কথা।'

এর আগে শহরে বেসরকারি স্কুলবাস একাধিকবার দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। বাসের ধাক্কায় বছর দুয়েক আগে এক মহিলার মৃত্যুকে ঘিরে শিলিগুড়ি তোলপাড় হয়েছিল। মাস ছয়েক আগে জলপাই মোড়ে পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়ার সময় একটি বাসের পেছনের দুটি চাকা খুলে গিয়েছিল। বরাত জোরে দুর্ঘটনায় কেউ সেভাবে আহত হয়নি। আবার, সেবক রোডে একটি স্কুলবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বেশ কয়েকজন বাইক আরোহীকে ধাক্কা মারে। তারপর বেশ কিছুদিন স্কুলবাসের ফিটনেস, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দারুণ হইচই হয়। কিন্তু নানা ইস্যুর মাঝে সেই স্কুলবাসের ধাক্কার কথা যেন অনেকেই ভুলে যেতে বসেছিলেন। ফুলবাড়ির দুর্ঘটনায় বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বিধান সরকার বলেন, 'পুলিশ একটি চার চাকার মালবাহী গাড়ি দাঁড় করানোর জন্য হাত দেখায়। সেই গাড়িটি রাস্তার পাশে দাঁড়াতেই বাসটি দ্রুতগতিতে এসে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির পেছনে ধাক্কা মারে।'

বিধানের কথায়, 'বাসের চালককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন এত দ্রুত তিনি বাস চালাচ্ছেন। বাসের চালক বলেন, তাঁর তাড়া ছিল। কিন্তু এত তাড়া থাকলে তো বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।' বাপ্পা বিশ্বাস নামে এক বাসিন্দার কথায়, 'বাসের চালকদের আরও দায়িত্ব নিয়ে চলতে হবে। বাসটির পেছনে অন্য কোনও যানবাহন থাকলে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত।'

এখন চুপ

- শহরে বেসরকারি স্কুলবাস একাধিকবার দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে
- এর আগে পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়ার সময় বাসের দুটি চাকা খুলে যায়
- সেবক রোডে একটি স্কুলবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক আরোহীদের ধাক্কা মারে
- সেই সূত্রে বাসের ফিটনেস নিয়ে হইচই হলেও এখন সবাই চুপ
- তারও আগে এক মহিলার মৃত্যু নিয়ে শহরে তোলপাড় হয়েছিল

বিজ্ঞানকেন্দ্রে কর্মশালা

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : সোমবার বিশ্ব বিজ্ঞানকেন্দ্র ও সংগ্রহশালা দিবস পালন করা হল উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে। এদিন উত্তরণ স্কুলের বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় পাশাপাশি বিজ্ঞান সম্পর্কিত কর্মশালারও আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সাহুডাঙ্গির রামকৃষ্ণ মিশনের পড়ুয়াদের নিয়ে বিজ্ঞান সম্পর্কিত কুইজ, সায়েন্স শো দেখানো হয়। সন্ধ্যায় উপস্থিত বিজ্ঞানপ্রেমীদের টেলিস্কোপের সাহায্যে গ্রহ, নক্ষত্র দেখানো হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু।

চুরিতে চাঞ্চল্য

ইসলামপুর, ১০ নভেম্বর : পুলিশকর্মীর বাড়িতে চুরি! রবিবার গভীর রাতে এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ইসলামপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গানগর এলাকায়। ওই ওয়ার্ডের একটি বাড়িতে বেশ কয়েকদিন ধরে ভাড়াটিয়া হিসেবে রয়েছেন পিন্টু মিশ্র নামে এক পুলিশকর্মী। তাঁর ঘরেই চুরির ঘটনা ঘটে। ওই পুলিশকর্মীর দাবি, সোনার গয়না ও নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। সোমবার সকালে এই ঘটনা নিয়ে ইসলামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই পুলিশকর্মী।

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ১০ নভেম্বর : সোমবার সিটু অনুমোদিত টোটোচালক ইউনিয়নের তরফে ইসলামপুরের মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। টোটোর রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ বাড়ানো, রেজিস্ট্রেশন ফি কমানো সহ সামাজিক নিরাপত্তার দাবি এদিনের স্মারকলিপিতে তুলে ধরা হয় বলে সংগঠনের সদস্যরা জানিয়েছেন। সিটুর জেলা সম্পাদক বিকাশ দাস বলেন, 'দাবি পূরণ না হলে প্রয়োজনে আন্দোলনে নামব।'

মারধরে অভিযুক্ত প্রাক্তন কাউন্সিলার

ভাঙা স্ল্যাব নিয়ে বিতর্ক

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১০ নভেম্বর : ভাঙা স্ল্যাব নিয়ে বিতর্ক। আর তার জেরে এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে ইসলামপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের স্বামী তথা প্রাক্তন কাউন্সিলার রণজিৎ দে'র বিরুদ্ধে। রণজিৎ টাউন তৃণমূলের সহ সভাপতিও বটে।

চিরঞ্জিত পাল নামে মারধরের শিকার ওই ব্যক্তি সোমবার এই মর্মে পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। রণজিৎ ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন চিরঞ্জিত। গোটা ঘটনায় শহরের রাজনীতিতে আলোড়ন পড়েছে। চিরঞ্জিত নিজেকে বিজেপি সমর্থক বলে দাবি করলেও এই ঘটনায় রাজনৈতিক যোগের কোনও অভিযোগ করেননি।

কানাইয়া বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে মানহানি মামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রণজিৎ। তিনি বলেন, 'সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমি চিরঞ্জিতকে মারধর করিনি। বড় পণ্যবাহী লরি ঢুকিয়ে উনিই স্ল্যাব ভেঙেছেন। তা সত্ত্বেও চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছি। কেন উনি মিথ্যে অভিযোগ করছেন জানি না।'

ঘটনার সূত্রপাত ওয়ার্ডে নিকাশিনালার উপর থাকা ভাঙা স্ল্যাব নিয়ে। ভাঙা স্ল্যাব সরিয়ে নতুন স্ল্যাব বসানোর দাবি নিয়ে গত সপ্তাহে চিরঞ্জিত ওয়ার্ড কাউন্সিলার পূর্ণিমা সাহা দে'র বাড়িতে গিয়েছিলেন। রণজিৎ তখনকার মতো পুর চেয়ারম্যান ও পুরসভার বাস্তুকারের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেন। গত শনিবার চিরঞ্জিত ফের কাউন্সিলারের বাড়ি যান।

সেখানে তিনি বারবার এই সংক্রান্ত বিষয়ে প্রক্রিয়া কতদূর এগিয়েছে তা জানতে চেয়ে লিখিত চান। অভিযোগ, পুর চেয়ারম্যানের সই করা কাগজে আর কারও সইয়ের প্রয়োজন নেই বলে রণজিৎ যুক্তি খাড়া করেন। এ নিয়েই শুরু হয় দুই জনের বাগবিতণ্ডা। ঘটনাস্থল থেকে পুরসভার বাস্তুকারের সঙ্গেও রণজিতের ফোন থেকে চিরঞ্জিত কথা বলেন। অভিযোগ, সেই সময় রণজিৎ আচমকা ক্ষিপ্ত হয়ে চিরঞ্জিতকে মারধর শুরু করেন বলে অভিযোগ। তাতে চিরঞ্জিত নাকে চোট পেয়ে জখম হন।

এদিন হাসপাতালে চিকিৎসার সমস্ত নথি সহ চিরঞ্জিত পুরসভা অফিসে পৌঁছান। সেই নথি সহ তাঁকে মারধরের বর্ণনা দিয়ে তিনি কানাইয়ার সঙ্গে দেখা করে লিখিত অভিযোগ জানান। চিরঞ্জিত বলেন, 'আমাকে কিল, চড়, ঘুসি মারা হয়। আমি নাকে, চোখে ও মাথায় চোট পেয়েছি।' কানাইয়া বলেছেন, 'আমাকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখব।'

> সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমি চিরঞ্জিতকে মারধর করিনি। বড় পণ্যবাহী লরি ঢুকিয়ে উনিই স্ল্যাব ভেঙেছেন। তা সত্ত্বেও চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছি। কেন উনি মিথ্যে অভিযোগ করছেন জানি না।
>
> **রণজিৎ দে** *প্রাক্তন কাউন্সিলার*

পথ দুর্ঘটনায় অ্যাম্বুল্যান্স

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : সোমবার সকালে বর্ধমান রোডে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা একটি অ্যাম্বুল্যান্সকে পেছন থেকে ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। অ্যাম্বুল্যান্সটি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আর একটি পণ্যবাহী গাড়িতে ধাক্কা মারে। ঘটনায় তিনটি গাড়িই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অ্যাম্বুল্যান্সচালকের বক্তব্য, 'পেছন থেকে গাড়িটি আসার সময় ব্রেক মারার আওয়াজ শুনতে পেয়েই বুঝি বড় বিপত্তি আসতে চলেছে। যাই হোক ঘটনায় কারও কোনও ক্ষতি হয়নি।'

আহত ১

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : পণ্যবাহী ছোট গাড়ির ধাক্কায় এক সাইকেল আরোহী আহত হয়েছেন। ঘটনাটি সোমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম সংলগ্ন সুইমিং পুলের পাশের রাস্তায় ঘটেছে। আহত সাইকেল আরোহীকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ওই পণ্যবাহী ছোট গাড়িটিকে আটক করেছে।

কোরিয়ান পণ্যে মজেছে শহর

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : কোরিয়ান জ্বরে কাবু শহর। শুধু খাবার নয়, ফোটো তোলার স্টুডিও, ক্লিপ, চিরুনি, চাবির রিং, জলের বোতল সহ নানা শৌখিন পণ্যের পসরা সাজিয়ে খুলছে অনেক দোকান। এই স্টুডিওগুলি একটু আলাদা ধরনের, এখানে ক্যামেরায় মেশিনের সাহায্যে একা একাই ছবি উঠে যায়। তারপর দু'তিনটি ছবি একসঙ্গে কোলাজ হয়ে বেরিয়ে আসবে। কোরিয়ান থিমের এই স্টুডিওগুলিতে এখন ছবি তোলার ধুম পড়েছে।

শিলিগুড়ি শহর এক সময় বিখ্যাত ছিল হংকং মার্কেটের চাইনিজ সামগ্রীর জন্য। এখন শহরে কোরিয়ান থিমের দোকানে উৎসাহী ক্রেতাদের ভিড়। পাহাড়ের অনেকে এই ধরনের স্টুডিওয় ফোটো তুলতে, জিনিসপত্র কিনতে ভালোবাসছেন। সেবক রোডের একটি মলের স্টুডিওর কর্মী প্রিয়া তামাং বলেন, '২০০ টাকায় তিনটি ফোটো দেওয়া হয়। এখানে ফোটোগুলি অনেক কিউট করে কোলাজ করে দেওয়া হয়। শহরের ও পাহাড়ের বহু মানুষ আসেন। এখানে অনেক কোরিয়ান জিনিস পাওয়া যায়।'

বিধান মার্কেটের এক দোকানে কৃতী দে মনপসন্দ জিনিসপত্র দেখছিলেন। তাঁর চোখ আটকে যায় একটি ক্লিপে। বললেন, 'এই ক্লিপ কোরিয়ান ড্রামার নায়িকা পরেছিলেন। এটা কিনতে হবে।'

কৃতীর নজর যখন ক্লিপে তখন অ্যালিস চক্রবর্তীর নজর একটি চাবির রিংয়ে। তাঁর কথায়, 'কোরিয়ান অনেক ইনফ্লুয়েন্সারের ব্লগে দেখেছি এমন দোকান। কোনওদিন কোরিয়ায় যাইনি বা ভবিষ্যতে যাব কি না জানি না, তবে এই দোকানগুলিতে এলেই যেন মন ভালো হয়ে যায়। মনে হয় কোরিয়ায় চলে এসেছি।' জিনিসপত্র কেনাকাটার পাশাপাশি অনেকে এই দোকানগুলিতে সেরে নিচ্ছেন ফোটো তোলার পালা। এদিন এই ধরনের স্টুডিওতে ফোটো তুলে খুব খুশি দিয়া চৌধুরী। বলছিলেন, 'বান্ধবীদের সঙ্গে ছবি তুললাম কোরিয়ান স্টুডিওতে। এটা একদম অন্য ধরনের এক অভিজ্ঞতা।'

শিলিগুড়িতে এই ধরনের দোকানগুলি ঘিরে মাতামাতি অনেকটাই। এমনই এক দোকানের কর্মী সুরজ পাসোয়ান বলছিলেন, 'কোরিয়ান থিমেই দোকান সাজানো। নানান ধরনের ছোট ছোট বাজেট ফ্রেন্ডলি দরকারি জিনিস বিক্রি করি। এখন এই দোকানগুলির প্রতি ভীষণ উৎসাহী গ্রাহকরা।' কোরিয়ান ট্রেন্ডে মজেছে শহর।

নায়িকার মতো

- এই শহর একসময় বিখ্যাত ছিল হংকং মার্কেটের চাইনিজ সামগ্রীর জন্য
- চিনকে টেক্কা দিয়ে এখন শহরে কোরিয়ান থিমের দোকানে ক্রেতাদের ভিড়
- কেউ কিনছেন কোরিয়ান ড্রামার নায়িকার পরা ক্লিপের আদলে চুলের ক্লিপ
- কেউ থিমের স্টুডিওগুলিতে ২০০ টাকায় নিজেদের কোলাজ ছবি তুলিয়ে নিচ্ছেন

বিস্ফোরণ বৃত্তান্ত

ঘটনাক্রম

সন্ধ্যা ৭:০৫ - ৭:১৫টা

দিল্লি ফায়ার সার্ভিস বিভাগে প্রথম ফোন আসে। দ্রুত ফায়ার সার্ভিসের একাধিক (৭টি) ইউনিট ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়।

সন্ধ্যা ৭:৩০ - ৭:৪৫টা

উদ্ধার কাজ ও আগুন নিয়ন্ত্রণ ফায়ার সার্ভিসের আরও ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়(২০ টি)। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পুলিশ পুরো এলাকা ঘিরে দেয় এবং আহতদের দ্রুত লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হয়।

সন্ধ্যা ৭:৪৫ - ৮:৩০টা

দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল, বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং এনআইএ ও এনএসজি ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

রাত ৮:৩০ - রাত ৯:৩০টা

বিস্ফোরণে ৮ জন নিহত এবং ২৪ জন আহত হয়েছেন বিস্ফোরণের ফলে আশপাশের আরও ২২টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাত ৯:৩০টার পর

উচ্চ সতর্কতা জারি নাশকতা বা জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় দিল্লি, মুম্বই, উত্তরপ্রদেশ, জয়পুর এবং উত্তরাখণ্ডসহ একাধিক রাজ্যে হাই অ্যালার্ট জারি।

(উপরে) নয়াদিল্লির লালকেল্লার কাছে গাড়ি জ্বলছে।

(মাঝে) দুর্ঘটনাস্থলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

(নীচে) উদ্ধারকাজ চলছে। সোমবার।

ক্রাইম সিন থেকে

মুহূর্তের ব্যবধানে বেঁচে গেলাম

সুরজকুমার ঘোষ

প্রাণটা বেঁচে গিয়েছে। কিন্তু তা এখনও যেন বিশ্বাসই করে উঠতে পারছি না। ব্যবসা করি। সেই সুবাদেই সোমবার সকালে আমার দিল্লি আসা। এখানে এসে গান্ধিনগরের একটি হোটেলে উঠেছি। বিকেলবেলায় চাঁদনি চক মার্কেটে যাই। উদ্দেশ্য, ব্যবসার জন্য এখান থেকে কিছু সামগ্রী নিয়ে কোচবিহারে ফিরব। লালকেল্লার উলটোদিকে একটি গুরদোয়ারার কাছে ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তখন কিছু কেনাকাটা করছি। ঘড়িতে যখন সন্ধ্যা ৭টার মতো বাজে। হঠাৎ বিকট শব্দে চারদিক কেঁপে উঠল। মনে হল যেন রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটেছে। চারদিকে আগুনের ঝলকানি। আশপাশে অনেকের দৌড়াদৌড়ি। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে যে দোকানে কেনাকাটা করছিলাম, সেটার মালিক আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে শাটার ফেলে দিলেন।

খানিক বাদে বাইরে বেরিয়ে এক টোটোচালকের সঙ্গে দেখা। গাড়ি বিস্ফোরণ হয়েছে বলে তাঁর কাছেই শুনতে পেলাম। অনেকের নাকি মৃত্যু হয়েছে। চারদিকে দেহের খণ্ডাংশ পড়ে। এলাকা ছাড়া মুশকিল। তবুও কোনওমতে হোটেলে ফিরলাম। ঠিক কী ঘটেছে সেটা টিভি চালানোর পর পরিষ্কার হল। এদিকে, বাড়ি থেকে সমানে ফোন আসছে। ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচি।

(লেখক কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক)

দার্জিলিং ও বিজনবাড়ির মধ্যে রোপওয়ে, রিপোর্ট তলব

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : দার্জিলিং ও বিজনবাড়ির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতিকরণে এবং পর্যটন মানচিত্রে দুই জায়গাকে জুড়তে রোপওয়ে চালুর প্রস্তাব দিয়েছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। জাতীয় পর্বতমালা স্কিমের আওতায় এই প্রস্তাব দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রককে। রাজুর আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি রিপোর্ট চাইল কেন্দ্র।

কী থাকবে সেই রিপোর্টে? ওই এলাকায় রোপওয়ে তৈরি কতটা যুক্তিযুক্ত, চালু হলে কী কী সুবিধা হতে পারে এবং কোনও সমস্যা আদৌ হবে কি না ইত্যাদি একাধিক বিষয়। দার্জিলিংয়ের সাংসদকেও কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণের রাষ্ট্রমন্ত্রী অজয় টামটা চিঠি দিয়ে রিপোর্টের কথা জানান। এর পাশাপাশি দার্জিলিং যাওয়ার জন্য বিকল্প যে রাস্তা তৈরির প্রস্তাব কেন্দ্রকে দিয়েছিলেন রাজু, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে দিয়ে সেটার ডিপিআর তৈরি করতে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সাংসদের বক্তব্য, 'পাহাড়ে রোপওয়ে তৈরির জন্য কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আজ রাষ্ট্রমন্ত্রী চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন কাজ এগোচ্ছে। রোপওয়ে, দার্জিলিং যাওয়ার বিকল্প রাস্তা তৈরি হলে পর্যটনশিল্প এবং স্থানীয় স্তরে বড় প্রভাব পড়বে।'

মূলত দার্জিলিং থেকে বিজনবাড়ি, ডেলো থেকে কালিম্পং আর রেলি থেকে চিত্রে পর্যন্ত রোপওয়ে চালুর জন্য কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির কাছে তদ্বির করেছিলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ। পাশাপাশি শিলিগুড়ি থেকে দুধিয়া, বালাসন, ধোতরে, ঘুম হয়ে শৈলশহরে যাওয়ার জন্য বিকল্প সড়কেরও আবেদন করেন। সাংসদের দাবি, দুটো বিষয়ই কেন্দ্রীয় মন্ত্রক গুরুত্ব সহকারে দেখছে। তবে, রোপওয়ের জন্যে আপাতত রাজ্যের ফিজিবিলিটি রিপোর্টের ওপর নির্ভর করছে কেন্দ্র।

আজ ভোট

কিশনগঞ্জ, ১০ নভেম্বর : মঙ্গলবার কিশনগঞ্জ জেলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হবে। সোমবার সকাল থেকেই ভোটকর্মীরা জেলার ১,৩৬৬টি বুথের উদ্দেশ্যে ইভিএম ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে রওনা হয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে। পুলিশ সুপার সাগর কুমার জানিয়েছেন, সব বুথে আধাসামরিক বাহিনীর সঙ্গে পুলিশ মোতায়েন থাকবে। ৩০০টি সেনসিটিভ বুথে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

পৃথিবীর পাঠশালা

আর্কটিক থেকে গন্ডারের খোঁজ!

বিজ্ঞানীরা আর্কটিক অঞ্চলের ডেভন দ্বীপের একটি ক্রেটার থেকে ২৩ মিলিয়ন বছর আগের বিলুপ্ত একটি শিংবিহীন গন্ডার প্রজাতির জীবাশ্ম খুঁজে পেয়েছেন। এই প্রজাতিটির নাম দেওয়া হয়েছে এপিথেরাসেরিয়াম ইটজিলিক (Epiatheracerium itjilik), যার স্থানীয় ভাষায় অর্থ 'বরফের'। এটি আকারে আধুনিক ভারতীয় গন্ডারের মতোই ছিল। কঙ্কালটির প্রায় ৭৫ শতাংশ চমৎকার ত্রিমাত্রিক অবস্থায় সংরক্ষিত ছিল। অনুমান করা হচ্ছে, এই আর্কটিক গন্ডারটি গ্রিনল্যান্ডের মাধ্যমে এক স্থলসেতু পেরিয়ে ইউরোপ থেকে মাইগ্রেট করেছিল। এই আবিষ্কার গন্ডারের বিবর্তন এবং সেগুলির স্থানান্তরের ইতিহাস সম্পর্কে নতুন তথ্য দিচ্ছে।

শামুকের অদ্ভুত ঘুমের চক্র

কানাডার গবেষণা বলছে, শামুকরা ১৫ ঘণ্টা ধরে ঘুমায়, তারপর টানা ৩০ ঘণ্টা জেগে থাকে। এই পুরো চক্রটি ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন হয়। মানুষের ২৪ ঘণ্টার চক্রের মতো নয় তাদের জীবন। রাতে আর্দ্রতা থাকলে শামুকরা জেগে থাকে, কারণ তখন শ্লেষ্মা তৈরি করে চলাচল করা সহজ হয়। চরম আবহাওয়ার সময় তারা খোলার ভেতরে চলে যায় এবং কখনো-কখনো টানা তিন বছর পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটাতে পারে। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সামুদ্রিক শামুকের বিষ থেকে ১৪টি পেপটাইড বের করেছেন, যার মধ্যে পাঁচটি মানুষের অনিদ্রার চিকিৎসার জন্য কার্যকর হতে পারে।

এত ছোট মদের বোতল!

কার্লসবার্গ তৈরি করেছে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম কাচের মদের বোতল, যা মাত্র ১২ মিলিমিটার উঁচু, অর্থাৎ প্রায় একটি চালের দানার আকারের। এই কাচের বোতলে এক ফোঁটা পানীয় ধরে, যার পরিমাণ মাত্র ০.০৫ মিলিলিটার। সুইডেনের একটি কোম্পানি এই ক্ষুদ্র বোতলটি তৈরি করেছে। একজন শিল্পী ক্ষুদ্রাকৃতির এই বোতলে ঢাকনা, লেবেল এবং রং লাগিয়েছেন। পানীয়টি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল, যাতে এত কম পরিমাণেও এর তীব্র স্বাদ বোঝা যায়। এটি সত্যিই এক মজার সৃষ্টি!

কণ্ঠনালির জন্য রোবট

কানাডার গবেষকরা তৈরি করেছেন বিশ্বের ক্ষুদ্রতম ত্রিমাত্রিক বায়োপ্রিন্টিং রোবট, যা মাত্র ২.৭ মিলিমিটার লম্বা। এই রোবটটি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত কণ্ঠনালির টিস্যুতে এক ধরনের জেল পৌঁছে দিতে পারে। হাতির শুঁড় থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি এই নমনীয় যন্ত্রটি শল্যচিকিৎসকরা একটি মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করেন। যাঁদের কথা বলার সমস্যা বা স্বরযন্ত্রের রোগ আছে এবং অস্ত্রোপচার দরকার, তাঁদের জন্য এটি এক দারুণ সমাধান। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এই রোবট ভবিষ্যতে কণ্ঠনালির পুনর্গঠনে বড় ভূমিকা নেবে।

বিহারে হাই অ্যালার্ট

কিশনগঞ্জ, ১০ নভেম্বর : সোমবার দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর বিহারের সব জেলায় হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে মাত্র ২০-২৫ কিমি দূরে কিশনগঞ্জ জেলাতেও হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। রাজ্যে মঙ্গলবার দ্বিতীয় দফায় ১২২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হবে। তাই নির্বাচনের আগের রাতে রাজ্যে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

চর্চা তদন্তে

প্রথম পাতার পর

হরিয়ানার ফরিদাবাদে সোমবার সকালে এত বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধারের পর যে সতর্কতা নেওয়া উচিত ছিল, তা নেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়া স্বাভাবিক।

শুধু বিস্ফোরক উদ্ধার নয়, গত সপ্তাহে গোয়েন্দা রিপোর্টেই আত্মঘাতী হামলার আশঙ্কা করা হয়েছিল। তারপরেও যথাযোগ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকার মাশুল নয়াদিল্লিকে দিতে হল বলে মনে করা হচ্ছে। এব্যাপারে অবশ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত স্পষ্ট কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। এমনকি, এই ঘটনায় কারা জড়িত থাকতে পারে, তার আভাসও দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার।

কোনও জঙ্গি সংগঠনও এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি সোমবার রাত পর্যন্ত। তদন্তকারীরা নাদিম খান নামে যাঁকে গ্রেপ্তার করেছেন, তিনি বিস্ফোরণে ব্যবহৃত গাড়িটির মালিক বলে জানা গিয়েছে। সেই গাড়ি তিনি পুলওয়ামায় হামলার সময় বিক্রি করে দিয়েছিলেন বলে তদন্তে উঠে আসছে। ফলে নয়াদিল্লির বিস্ফোরণে এই গাড়িটিও অন্যতম তথ্যসূত্র হয়ে উঠতে পারে।

লাল রংয়ের সেই গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল হরিয়ানায়। সেই গাড়ির মালিক হরিয়ানার ফরিদাবাদের বাসিন্দা। গুরুগ্রাম থানার পুলিশ তাঁকে আটক করেছে। নাদিম গাড়িটি বিক্রি করেছিলেন দেবেন্দ্র নামে একজনের কাছে। সেই দ্বিতীয় মালিককেও আটক করা হয়েছে।

সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রাথমিকভাবে সেই ফুটেজ থেকে বিস্ফোরণ সম্পর্কে বিশদে কিছু জানা যায়নি। দিল্লিতে কখন, কোন রুট দিয়ে, কীভাবে বিস্ফোরক ঢুকল, সেব্যাপারে কোনও তথ্য গোয়েন্দাদের কাছে ছিল কি না, তাও স্পষ্ট নয়। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, গাড়ির পিছনের দিকে, সম্ভবত বুট স্পেসে বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা প্রবল হলেও মাটিতে কোনও গর্ত তৈরি হয়নি।

মাত্র ৫ টাকা... *কোচবিহারের রাসমেলায় টুকিটাকি কেনার ভিড়। সোমবার। ছবি : জয়দেব দাস*

অন্ধকার জগতের

প্রথম পাতার পর

চাকরি চুরি কাণ্ডে তৃণমূলের প্রাক্তন মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শাগরেদ ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সুবীরেশ ভট্টাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সেই সুবীরেশ সিবিআইয়ের জেরার মুখে পরার পর ছুটে গিয়েছিলেন ওই আমলার কাছে। যে সুবীরেশের কথায় যে কেউ চাকরি পেয়ে যেতেন, সেই সুবীরেশ নিজেকে বাঁচাতে যার কাছে ছুটে যান সে যে কতটা ক্ষমতাবান তা কয়েক বছর আগেই টের পেয়েছিলেন এনবিইউ-এর কর্মীরা। সুবীরেশের মতোই আরও অনেকেরই মুশকিল আসান হয়ে উঠেছে কীর্তিমান আমলা।

নীলবাতির গাড়ি চড়ে মস্তানি ওই আমলার পুরোনো অভ্যাস। কোচবিহার-২ ব্লকে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের কথা সকলেরই জানা। কিছুদিন আগে সেই কোন্দলে এক গোষ্ঠীর হয়ে আমলার মাসলম্যানরা বাণেশ্বর এলাকায় এক তৃণমূল নেতার বাড়িতে হুমকি দিতে যায়। তাদের সঙ্গেও ছিল নীলবাতি গাড়ি। সে খবর ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে গোয়েন্দাদের কাছে। স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডের সেদিনের মাসলম্যানরা জড়িত কি না তাও খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে।

ওই আমলা তৃণমূলের অন্দরমহলে গুপ্তচরের কাজ করেন। উত্তরবঙ্গে শাসকদলে কে কখন কোণঠাসা হবেন, কে কখন ওপরমহলের সুনজরে পড়বেন তা ঠিক হয় আমলার সুপারিশেই। তাই আমলাকে সমীহ করে চলেন শাসক নেতা, মন্ত্রী সকলেই। বাইরে যা-ই বলুন না কেন তলে তলে অনেকেই আমলার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখেই কাজ করেন। ঘাসফুল সূত্রের খবর, কোচবিহার জেলার এক পুরসভার চেয়ারম্যানের টলমল গদি টিকে রয়েছে ওই আমলার দৌলতেই।

এসএসসি থেকে পিএসসি- সর্বত্রই আমলার অবাধ বিচরণ। সূত্রের খবর, পিএসসি'র মাধ্যমে অবৈধ ক্ষমতার জাদুবলে নিজের প্রেমিকাকে কোচবিহারের একটি কলেজে চাকরিও পাইয়ে দিয়েছে আমলা। সেই প্রেমিকার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও উঠেছে বহু প্রশ্ন। ছুটি না নিয়েই রেগুলার কোর্সে আইনের ডিগ্রিও পেয়ে গিয়েছে আমলা। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি'র কোর্সওয়ার্কেও প্রথম হয়ে রেকর্ড করে ফেলেছে সে।

রেগুলার কোর্সে ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তাহলে ছুটি না নিয়েও আমলা কি একই সঙ্গে দপ্তরের কাজ এবং আইন কলেজে ক্লাস করেছে? সূত্রের খবর, শিলিগুড়ির একটি আইন কলেজ থেকে ডিগ্রি পেয়েছে আমলা। কোন আইনে এবং কেন রেগুলার কোর্সে ওই আমলাকে পড়ার সুযোগ দিল কর্তৃপক্ষ তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। মন্ত্রী থাকাকালীন একদিনও ক্যাম্পাসে না এসেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছ'মাসের পিএইচডি'র কোর্সওয়ার্ক করার রেকর্ড এতদিন পর্যন্ত একমাত্র ছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দখলেই। সেই তালিকায় নাম উঠেছে প্রভাবশালী আমলার। ছুটি না নিয়েই পার্থর ধাঁচে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোর্সওয়ার্ক করেছে আমলা। সুবীরেশের সঙ্গে যার সুসম্পর্ক ছিল তার পক্ষে যে ওইসময় আইন ভেঙে কোর্সওয়ার্ক করা খুব একটা মুশকিল ছিল না তা এখন স্পষ্ট। সূত্রের খবর, সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এক শিক্ষকের অধীনে পিএইচডি করার তোড়জোড় শুরু করেছে আমলা। সেই শিক্ষকের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতেও দেখা গিয়েছে আমলাকে।

গজলডোবায় এক তৃণমূল বিধায়কের স্ত্রীর নামে থাকা জমির গড়মিল মেটাতেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে আমলা। সম্প্রতি এক মন্ত্রীর সঙ্গে এক নেতার ঝামেলা মেটাতেও মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় লাগোয়া এলাকায় থাকা আমলার গোপন ঘাঁটিতে প্রায়ই চলে নাইট পার্টি। সেখানে আনাগোনা রয়েছে অনেক বড় মাথাদেরও। আমলার বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় যেভাবে ক্ষোভ বাড়ছে তা ২০২৬-এর নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছে তৃণমূল নেতাদেরই একাংশ।

বান্ধবীকে জিজ্ঞাসাবাদ

প্রথম পাতার পর

তাঁর বান্ধবী হাসপাতালে উপস্থিত হন। এর খানিক বাদেই দীপক মারা যান। ঘটনার বিষয়ে দীপকের পরিবারকে যাতে কিছু না বলা হয় সেজন্য তাঁর বান্ধবী তাঁদের অনুরোধ করেছিলেন বলে বিশালের দাবি।

পরে সবকিছু জানার পর প্রকৃত তদন্তের দাবিতে পরিবার সরব হয়। দীপকের ভাই রোহিত মণ্ডল বলেন, 'দাদার বন্ধুদের জানানোর পরও ওই তরুণী দীপককে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছাতে অত দেরি করল কেন তা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন রয়েছে।' একইসঙ্গে পরিবারের দাবি, দীপকের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। এমনকি তাঁর বাইকেরও কোনও ক্ষতি হয়নি। অভিযোগ দায়ের করার পর পুলিশ ওই তরুণীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এদিকে, ওই তরুণীর সঙ্গে কথা বলার পর বিশালরা পবিত্রনগর মোড় থেকে দীপকের বাইকটি উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশ পরে সেটিকে হাসপাতাল থেকে প্রধাননগর থানায় নিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, বান্ধবীকে নিয়ে দ্রুতগতিতে বাইক চালিয়ে যাওয়ার সময় দীপক পবিত্রনগর মোড়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন। পড়ে গিয়ে দুজনে আঘাত পান। পরে দীপক উঠে বাইকটিকে তুলে কিছুটা নিয়ে যান। এরপর অসুস্থবোধ করে ফের মাটিতে পড়ে যান। দীপক গুরুতর আহত হলেও তরুণীর আঘাত ততটা গুরুতর ছিল না। ঠিক কী ঘটেছিল তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন।

নাশকতার আশঙ্কায় জারি

প্রথম পাতার পর

দিল্লির পুলিশ কমিশনার সতীশ গোলচা বলেন, 'লালকেল্লার ট্রাফিক সিগন্যালের সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়ার আগে একটি অত্যন্ত ধীরে চলা গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। গাড়িতে কয়েকজন যাত্রীও ছিলেন।' ঘটনাস্থল থেকে জামা মসজিদের দূরত্ব ১.১ কিমি ও কয়েক মিটারের মধ্যে শিসগঞ্জ সাহিব গুরদোয়ারা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অবশ্য শিউরে ওঠার মতো। ঘটনাস্থলের কাছে রাধের পান্ডের বাড়ি। তিনি বিবরণ দিতে গিয়ে কাঁপছিলেন।

পান্ডের ভাষায়, 'আমি বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়েছিলাম। খুব জোরে আওয়াজ পাওয়ার আগেই দেখতে পাই বিরাট আগুনের গোলা আকাশে উঠে গেল।' এলাকার এক দোকানদার মণীশের কথায়, 'আমার দোকান দুলে উঠেছিল।' অনেকেই রাস্তায় মানুষের রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন দেহাংশ পড়ে থাকতে দেখেছেন। বিস্ফোরণের পর মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের আরও ৬টি গাড়িতে।

বিস্ফোরণে জড়িত সন্দেহে একজনকে আটক করা হয়েছে। বিস্ফোরণের নমুনা সংগ্রহ করছে ফরেন্সিক দল। এলাকা ঘিরে রেখেছে দিল্লি পুলিশ। রাজধানীগামী সব রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে প্রতিটি গাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। স্থানীয় এক দোকানদারের বক্তব্য, 'বিস্ফোরণে আশপাশের বাড়ি ও দোকানের জানলার কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। জীবনে এত জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শুনিনি। মনে হচ্ছিল পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে যাবে।'

দিল্লির পাশাপাশি মুম্বই ও লখনউ সহ দেশের বেশকিছু শহরে সোমবার রাতেই জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট। কলকাতাতেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন অমিত শা। পরে তিনি আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান।

পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিটে একটি মারুতি ইকো ভ্যানে প্রথমে জোরালো বিস্ফোরণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে পাশে আরও কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। সেই সময় আরও দুটি বিস্ফোরণ ঘটে। দমকলের ৭টি ইঞ্জিন অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ইতিমধ্যেই রাজধানীর সব স্পর্শকাতর এলাকাতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে মঙ্গলবার চাঁদনি চক বাজার বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

দিল্লি বিস্ফোরণে মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি, দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রমুখ। এক্স হ্যান্ডেলে মমতা লিখেছেন, 'যেসব পরিবার প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, আমার হৃদয় তাঁদের সঙ্গে রয়েছে।'

এসআইআর-এর নামে ভোটবন্দি

প্রথম পাতার পর

বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে তিনি সোজা চলে আসেন উত্তরকন্যায়। সেখানে রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগ দেন। শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি ও ধসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সরকারি সহায়তা প্রদান করেন। বলেন, 'সাম্প্রতিক বন্যায় রাজ্যে ৪৯ হাজার হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। এর মধ্যে দু'হাজার হেক্টর জমিতে সবজি ছিল। দার্জিলিং জেলায় ভূমিধসে ২১২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কমলালেবু, আদা ও বড় এলাচের চারা দেওয়া হয়েছে।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার ৩৪৯১ জন বাসিন্দাকে জমির পাট্টা দিয়েছেন। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ১১,৫৫৫টি বাড়ি পুনর্নির্মাণের জন্য ১৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। ১০টি বিশেষ বাস দেওয়ার ঘোষণা করেন চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য।

মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে পাশে বসিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও শাসকদল বিজেপির বিরুদ্ধে এদিন সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। এসআইআর প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনকেও তোপ দাগেন। মমতার মতে, 'বিজেপির নির্দেশে রাজ্যের মানুষকে হয়রান করতে এই পদক্ষেপ।' তাঁর অভিযোগ, 'এসআইআর-এর জন্য আমাদের সমস্ত কর্মীকে নিয়ে নিচ্ছে। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়েছে। বিদ্যালয়গুলো চলবে কীভাবে? আমরা বলেছিলাম, আশাকর্মীদের নিন। কিন্তু স্কুল শিক্ষকদের তুলে নিল।

প্রতিটি অফিস এসআইআর-এর কাজে ব্যস্ত। তাহলে সরকারি কাজ, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কী হবে?'

চক্রান্তের অভিযোগ তুলে মমতার কথা, 'সম্ভবত ফেব্রুয়ারিতে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট জারি হবে। তাহলে হাতে থাকল মাত্র তিন মাস। এ সময়ের মধ্যে এসআইআর সম্ভব নয়। রাজ্য যাতে ভোটের আগে কোনও কাজ করতে না পারে, সেজন্য চক্রান্ত করেই এখন এসআইআর-এর কাজ চলছে। অবিলম্বে এই প্রক্রিয়া বন্ধ করা হোক।'

অক্টোবরের শুরুতে উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরই সিকিমে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে সুর চড়িয়েছিলেন মমতা। ফের একই ইস্যু শোনা গিয়েছে এদিন। মমতা বলেছেন, 'সিকিমে ১৪টি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করে তিস্তা নদীকে বন্ধ করে দিয়েছে। কেন্দ্র কেন এসবের অনুমতি দিল?' এই ঘটনা ফৌজদারি অপরাধ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, 'উত্তরবঙ্গের তিস্তা, তোর্ষা ও সংকোশের মতো নদীগুলোর জলে উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ হচ্ছে। আমরা ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন করতে বলেছি। দক্ষিণবঙ্গেও বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম সহ অন্য জেলা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি), মাইথন, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের জলে ভাসছে।'

এদিন মমতার কথায় উঠে এসেছিল কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রসঙ্গও। বলেছেন, 'আদালতের নির্দেশের পরও কেন্দ্র ১০০ দিনের কাজে টাকা দিচ্ছে না। গ্রামীণ রাস্তার কাজের টাকা আটকে রেখেছে। অথচ আমাদের রাজ্য থেকে টাকা তুলে নিয়ে যায়।'

মমতার বক্তব্য, 'আমরা প্রথম জিএসটি'র পক্ষে সায় দিই। রাজ্যের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বলেছিলেন, জিএসটি হলে ভালো হবে। কিন্তু, এখন দেখছি জিএসটি বড় ভুল। রাজ্যকে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।'

মুখ্যমন্ত্রীকে পালটা বিঁধেছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁর কটাক্ষ, 'শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের পরেও ফেলে রাখা হয়েছে। শিল্প আসেনি। অথচ মুখ্যমন্ত্রী শিল্প নিয়ে বড় বড় কথা বলেন। বাস্তবে উত্তরবঙ্গের প্রতি বঞ্চনা এই সরকারের আমলে বারবার প্রকাশ্যে এসেছে।'

রিচার নামে স্টেডিয়াম

প্রথম পাতার পর

এর জেরে দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়িতে জাতীয় স্তরের ক্রিকেট টুর্নামেন্টই বন্ধ হয়ে রয়েছে। তবে, চাঁদমণির মাঠে শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফে জেলা স্তরের টুর্নামেন্টগুলির আয়োজন করা হচ্ছে।

শিলিগুড়ির ক্রীড়া মহলের আক্ষেপ, ঋদ্ধিমান সাহা, রিচা ঘোষের মতো আন্তর্জাতিক মানের উইকেট রক্ষক এই শহর থেকে উঠে এলেও সেই শহরেই ক্রিকেট স্টেডিয়াম নেই। শহরের ক্রিকেট সংগঠকদের অনেকেরই বক্তব্য, এই শহর থেকেই ঋদ্ধিমান, রিচা তৈরি হয়েছে অথচ তাঁরা শিলিগুড়িতে এসে অনুশীলন করার সুযোগ পান না। ২০১৬ সালে একবার শহরতলির কাওয়াখালিতে ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির কথা জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু সেটাও আজ পর্যন্ত হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী সোমবার উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠকে শিলিগুড়িতে রিচার নামে ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির কথা জানিয়ে বলেন, 'চাঁদমণিতে প্রায় ২৭ একর জমি রয়েছে। সেখানেই এই স্টেডিয়াম তৈরি হবে। স্টেডিয়ামটা ওর নামে হলে মানুষ রিচার অবদান মনে রাখবে। আগামী প্রজন্মও অনুপ্রাণিত হবে।'

রিচার প্রথম কোচ গোপাল সাহা বলেছেন, 'শিলিগুড়িতে ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির বহুদিনের দাবি মিটছে, এটা খুশির খবর।'

সাফল্য কামনায় আজ কালীঘাট মন্দিরে গম্ভীর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল প্রায় এগারোটা। ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনেটা প্রায় ফাঁকা।

ইতিউতি ছড়িয়ে কিছু ক্রিকেটপ্রেমী। যাঁদের মূল লক্ষ্য শুক্রবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলা ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের টিকিট পাওয়া।

আচমকাই পুলিশের গাড়ির হুটারের শব্দ। গোটা তিনেক গাড়ির কনভয় নিয়ে ইডেনের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে হাজির একটি গাড়ি। আর সেই গাড়ি থেকে নেমে সতীর্থ সীতাংশু কোটাককে সঙ্গে নিয়ে

> শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা টেস্টকে রঙিন করে তোলার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

ইডেনের অন্দরে সেঁধিয়ে গেলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর।

এই ইডেন জানে তাঁর অনেক কিছু। ইডেন জানে গম্ভীরের প্রথম সবকিছু। বহু স্মৃতিতে ঘেরা সেই মাঠে ঢুকেই গম্ভীর সোজা হাজির হলেন ইডেনের বাইশ গজের সামনে। দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাককে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘসময় ধরে খুঁটিয়ে দেখলেন পিচ। কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও আলোচনা সেরে নিলেন। জানা গিয়েছে, পিচ দেখে আপাতত সন্তুষ্ট ভারতীয় দলের কোচ। যে পিচে শুক্রবার থেকে টেস্ট শুরু হবে, সেখানে এখনও ঘাস রয়েছে। তবে খেলা

ভারতের পরীক্ষা নিতে কলকাতায় পৌঁছে গেলেন প্রোটিয়া অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা।

শুরুর আগে সেই ঘাস অনেকটাই কমে যাবে। সূত্রের খবর, ভারতীয় দলের তরফে স্পিন সহায়ক পিচ চাওয়া হয়েছে। এমন পিচের কথা বলা হয়েছে, যেখানে দ্বিতীয় দিন থেকে বল ঘুরবে। টিম ইন্ডিয়াও তিন স্পিনারে প্রথম একাদশ গড়ার পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে। ইডেনের কিউরেটার সুজন বিকেলের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'একেবারে ঘূর্ণি উইকেট হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। তবে পরের দিকে বল ঘোরার সম্ভাবনা রয়েছে।' এদিকে, ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, গতকাল শুভমান গিল, জসপ্রীত বুমরাহরা কলকাতায় পৌঁছে যাওয়ার পর আজ সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে দেশের নানা প্রান্ত থেকে বাকি সদস্যরাও পৌঁছে গিয়েছেন কলকাতায়। আসন্ন সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার সাফল্য কামনায় মঙ্গলবার সকালে অনুশীলনের পর বিকেলে কালীঘাটে পুজো দিতে যাবেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীর।

গান্ধি-ম্যান্ডেলা কয়েনে টস

ছয় বছর পর টেস্ট ফিরছে ইডেনে। আর ক্রিকেটের নন্দনকাননে টেস্টের প্রত্যাবর্তনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য অভিনব কয়েন তৈরি হয়েছে টসের জন্য। গান্ধি-ম্যান্ডেলার নামে তৈরি সেই কয়েনে টস হবে শুক্রবার। সিএবি সভাপতি সৌরভের কথায়, 'শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা টেস্টকে রঙিন করে তোলার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা।' এসবের মধ্যেই ইডেন টেস্টের টিকিট বিক্রি নিয়ে সিএবির শীর্ষকর্তারা খুশি। জানা গিয়েছে, অনলাইনে প্রায় ২৩ হাজার টিকিট ছাড়া হয়েছিল। যার সবই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আজ সকাল থেকে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠ সংলগ্ন কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। সেখানেও টিকিট বিক্রির হার বেশ ভালো।

টিম ইন্ডিয়ায় নেই সামি, অবাক সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বর : তিনি জাতীয় দলের হয়ে শেষবার মাঠে নেমেছিলেন দুবাইয়ে। চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফির ফাইনালের আসরে। তারপর থেকেই জাতীয় দলের বাইরে মহম্মদ সামি।

মাঝের সময়ে চোট পেয়েছিলেন। সেই চোট সারিয়ে ক্রিকেটেও ফিরেছেন। বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলতে নেমে প্রথম দুই ম্যাচে ১৫ উইকেটও পেয়েছিলেন সামি। ত্রিপুরা ম্যাচে অবশ্য উইকেট পাননি তিনি।

ভারত ফেভারিট

> জানি না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট কী সিদ্ধান্ত নেবে। তবে ঋষভ পন্থ চোট সারিয়ে ফিরে আসার পর জুরেলের জায়গা পাওয়া সহজ হবে না। তিন নম্বরে ওর কথা ভাবা যেতে পারে। দেখা যাক কী হয়।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

যদিও সেরাটা দিয়ে চেষ্টাও করেছিলেন। কেন সামির এমন অবস্থা? দেশের অন্যতম সেরা জোরে বোলারকে কেন জাতীয় দলে দেখা যাচ্ছে না? আজ বিকেলের দিকে মধ্য কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। সামি যে ফিট, স্পষ্টভাবে সেকথা জানিয়ে মহারাজ আজ বলেছেন, 'সামি দুর্দান্ত বোলার। বাংলার হয়ে রনজি ট্রফিতেও ভালো বোলিং করেছে। দলকে জেতাচ্ছে। দুই ম্যাচে ১৫ উইকেটও নিয়েছে। ভারতের অন্যতম সেরা বোলার ও। জানি না কেন ও জাতীয় দলে নেই। জাতীয় নির্বাচকরা নিশ্চিতভাবেই ওর সঙ্গে কথা বলছে।'

সোমবার এআই নির্ভর ক্রিকেট প্রশিক্ষণ প্রযুক্তি কাবুনির গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন মহারাজ। সেই

কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছবি : ডি মণ্ডল

অনুষ্ঠানের আসরে আগামীর ক্রিকেটে প্রযুক্তি কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, তার ব্যাখ্যা তিনি যেমন দিয়েছেন। তেমনই সামি নিয়ে তাঁর বিস্ময়ও গোপন করেননি। শুক্রবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলা ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট সিরিজ শুরু হচ্ছে। সেই টেস্টের দলে সামিকে দেখার আশা করেছিলেন মহারাজ, সিএবি সভাপতির কথাতেই সেটা স্পষ্ট।

সামির পাশাপাশি শুভমান গিলদের আসন্ন মিশন দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়েও আজ মুখ খুলেছেন সিএবি সভাপতি। সৌরভ জানিয়েছেন, ঘরের মাঠে টেম্বা বাভুমাদের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজে ফেভারিট টিম ইন্ডিয়াই। সৌরভের কথায়, 'ভারত দুর্দান্ত দল। ইংল্যান্ডে কয়েক মাস আগেও দারুণ খেলে এসেছে ওরা। আমি নিশ্চিত আসন্ন সিরিজেও ভালো করবে ভারত। এই দলটার মূল শক্তি স্পিন। ঘরের মাঠে ভারতকে হারানো সহজ হবে না দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য।' সাম্প্রতিক পারফরমেন্সের ভিত্তিতে ইডেন টেস্টে ধ্রুব জুরেলকে প্রথম একাদশে দেখা যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। সৌরভ বলছেন, 'জানি না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট কী সিদ্ধান্ত নেবে। তবে ঋষভ পন্থ চোট সারিয়ে ফিরে আসার পর জুরেলের জায়গা পাওয়া সহজ হবে না। তিন নম্বরে ওর কথা ভাবা যেতে পারে। দেখা যাক কী হয়।'

বিশ্বকাপ জিতে ছুটির মেজাজে হরমনপ্রীত কাউর।

হরমনদের সতর্ক করলেন সানি

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : বিশ্বকাপ জয়ের রেশ কাটছে না।

প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও দেশের বিশ্বজয়ী কন্যাদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে আর্থিক পুরস্কার ও স্পনসরশিপের ঢালাও প্রতিশ্রুতি।

তবে ভবিষ্যতে সব প্রতিশ্রুতি পূরণ নাও হতে পারে বলে হরমনপ্রীত কাউরদের সতর্ক করেছেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার। তিনি বলেছেন, 'হরমনপ্রীতদের জন্য সতর্কবাণী। যদি কোনও প্রতিশ্রুতি পূরণ না হয়, তাহলে হতাশ হয়ে যেও না। আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনদাতা, বিভিন্ন ব্র্যান্ড সবসময় চেষ্টা করে বিজয়ীদের সামনে রেখে বিনামূল্যে প্রচার করতে। যারা ভারতীয় দল ও ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগতভাবে স্পনসর করছে, তারা ছাড়া বাকিরা বিশ্বকাপজয়ীদের সামনে রেখে নিজেদের প্রচার করছে। যারা দেশকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছে, তাদের কিছুই দিচ্ছে না।'

১৯৮৩ বিশ্বকাপ জয়ী দলকে অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে সেগুলির বেশিরভাগই পূরণ হয়নি বলেই দাবি গাভাসকারের। তিনি বলেছেন, '১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপ জেতার পরে আমাদের অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। বাস্তবে তার বেশিরভাগই পূরণ হয়নি। অথচ দেশের মিডিয়াতে সেই প্রতিশ্রুতিগুলি ঢালাও করে প্রচার করা হয়েছিল। আসলে তারা বুঝতে পারেনি, কিছু নির্লজ্জ মানুষ আমাদের ব্যবহার করেছে।'

> ১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপ জেতার পরে আমাদের অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। বাস্তবে তার বেশিরভাগই পূরণ হয়নি। অথচ দেশের মিডিয়াতে সেই প্রতিশ্রুতিগুলি ঢালাও করে প্রচার করা হয়েছিল।
>
> **সুনীল গাভাসকার**

এদিকে, বিশ্বকাপ জেতার পরেই হরমনপ্রীতকে ভারতীয় দলের অধিনায়কের পদ থেকে সরানোর দাবি তুলেছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার শান্তা রঙ্গস্বামী। তবে তাঁর দাবিকে কোনও পাত্তাই দিচ্ছেন না আর প্রাক্তন ক্রিকেটার অঞ্জুম চোপড়া। তিনি বলেছেন, 'কিছু মানুষ রয়েছে, যারা ভারত হারলেই বলে হরমনকে অধিনায়কের পদ থেকে সরাও। আবার ভারত বিশ্বকাপ জিতলেও একই কথা বলে। আমি এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করে বিশ্বজয়ের আনন্দটা নষ্ট করতে চাই না।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমি হরমনের সঙ্গে বহুদিন খেলেছি। প্রথমদিন থেকেই ওকে দেখে মনে হত, শুধু ম্যাচ উইনার নয়, দেশের অধিনায়ক হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে।'

অন্যদিকে বিশ্বকাপ জয়ের পরে ভারতীয় দলে স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ হতে পারেন বাংলাদেশ পুরুষ দলের দায়িত্বে থাকা নাথান কেলি। সূত্রের খবর, তাঁকে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে (সিইও) আনার জন্য কথা বলছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। এখনও পর্যন্ত যতজন মহিলা দলের স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ হয়েছেন, সবাই সিইও-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কেলি যদি বিসিসিআইয়ের প্রস্তাবে রাজি হন, তাহলে তিনিই ভারতীয় মহিলা দলের প্রথম বিদেশি স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ হবেন।

ক্যাম্প ন্যুতে আসার ছবি পোস্ট করলেন লিওনেল মেসি।

ক্যাম্প ন্যুতে ফিরে আবেগী মেসি

বার্সেলোনা, ১০ নভেম্বর : ঘরের ছেলের ঘরে ফেরা। নীল জিনস, বাদামি স্নিকার্স, সাদা-কালো চেক শার্ট এবং তার ওপর ধূসর জ্যাকেট। একেবারে সাধারণ পোশাকে রবিবার রাতে লিওনেল মেসি হাজির হলেন তাঁর একসময়ের ঠিকানা ক্যাম্প ন্যুতে। যার প্রতিটি ঘাস সাক্ষী আর্জেন্টাইন মহাতারকার সম্মোহনী সব কীর্তির।

৫ বছর পর প্রথমবার পা ক্যাম্প ন্যুর ঘাসে পা রেখে স্বভাবতই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন। সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে মেসি লিখেছেন, 'যে জায়গার সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক সেখানে ফিরে এসেছিলাম গতকাল রাতে। অসম্ভব সুখী ছিলাম এখানে।' এরপরই সমর্থকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'আপনাদের ভালোবাসায় এখানে নিজেকে পৃথিবীর সুখীতম মানুষ মনে হত। আশা করি একদিন ফিরে আসব। তবে শুধুমাত্র একজন খেলোয়াড় হিসেবে বিদায় জানাতে নয়...' শেষ ৩ বছর ধরে সংস্কার চলছে ক্যাম্প ন্যুর। কাজ শেষ হলে মেসিকে সম্মান জানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বার্সা প্রেসিডেন্ট হুয়ান লাপোর্তার মন্তব্য, 'এটা মেসির প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানানোর একটি সুন্দর উপায়। তবে ২০২৬ সালের শেষের দিকে ক্লাবের নির্বাচন রয়েছে। যদি আমি প্রেসিডেন্ট হই, তবে অবশ্যই মেসিকে ক্যাম্প ন্যুতে সম্মান জানানো হবে।'

এখনও তৈরি নয় ভারত : গম্ভীর

টি২০ বিশ্বকাপ নিয়ে মন্তব্য টিম ইন্ডিয়ার কোচের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়া থেকে টি২০ খেলে ফিরেছেন কলকাতায়। আর ফেরার চারদিনের মধ্যেই টেস্ট ম্যাচের আসর।

সাদা বলের ক্রিকেট থেকে ফোকাস এবার লাল বলের টেস্টে। তার আগে আজ সারাদিন কলকাতার ইএম বাইপাস সংলগ্ন এক পাঁচতারা হোটেলে সারাদিন বিশ্রাম নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন কোচ গৌতম গম্ভীর। বেলার দিকে আচমকাই তিনি হাজির হয়েছিলেন ইডেন গার্ডেন্সে। উদ্দেশ্য ছিল পিচ দেখা।

পরে হোটেলে ফেরার পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন গম্ভীর। 'পয়া' ইডেনে টেস্ট খেলতে নামার আগে কুড়ির ক্রিকেটের কথা শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। ৭ ফেব্রুয়ারি দেশের মাটিতে শুরু হতে চলেছে টি২০ বিশ্বকাপের আসর। তার আগে টিম ইন্ডিয়ার সামনে আরও কয়েকটি টি২০ ম্যাচ রয়েছে। এমন অবস্থায় কুড়ির বিশ্বকাপের লক্ষ্যে গম্ভীর আজ জানিয়েছেন, তাঁর দল এখনও পুরো তৈরি নয়। টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীর বলেছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপের জন্য আমরা এখনও পুরো তৈরি নই। আশা করব, ক্রিকেটাররা বুঝতে ফিটনেসের গুরুত্বের কথা। বিশ্বকাপের এখনও মাস তিনেক বাকি। তার মধ্যে দল হিসেবে আমরা তৈরি হয়ে যাব, এই বিশ্বাস রয়েছে আমার।' টিম ইন্ডিয়ার কোচের কথায় স্পষ্ট, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তিনি তাঁর দল গুছিয়ে নিতে চান।

তারুণ্যে ভরপুর টিম ইন্ডিয়ার টি২০ দলের সদস্যদের প্রশংসাও শোনা গিয়েছে গম্ভীরের গলায়। এই দলকে নিয়ে আগামীদিনেও আরও পরীক্ষা চালানোর পরিকল্পনার কথাও শুনিয়েছেন গম্ভীর। ভারতীয় দলের কোচের কথায়, 'আমাদের

আগামী বছরের টি২০ বিশ্বকাপের আগে এখনও বহু অঙ্ক মেলানো বাকি গৌতম গম্ভীর-সূর্যকুমার যাদব জুটির।

> টি২০ বিশ্বকাপের জন্য আমরা এখনও পুরো তৈরি নই। আশা করব, ক্রিকেটাররা বুঝতে ফিটনেসের গুরুত্বের কথা। বিশ্বকাপের এখনও মাস তিনেক বাকি। তার মধ্যে দল হিসেবে আমরা তৈরি হয়ে যাব, এই বিশ্বাস রয়েছে আমার।
>
> **গৌতম গম্ভীর**

সাজঘরে কোনও লুকোচুরির ব্যাপার নেই। আমরা সবাই খুব সৎ। কোচ হিসেবে সবসময় আমি এমন একটা সাজঘরই চেয়েছিলাম। সামনে আমাদের অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে রয়েছে। দেখা যাক কীভাবে আমরা সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করি।'

একজন ক্রিকেটার কতটা দক্ষ, তাকে বোঝার জন্য সেই ক্রিকেটারকে সমুদ্রে ফেলে দাও। বরাবর এটাই গম্ভীরের ক্রিকেট দর্শন। সেই প্রসঙ্গ নিজেই টেনে এনে টিম ইন্ডিয়ার কোচ আজ বলেছেন, 'আমরা কখনও সাফল্যে বাড়তি আবেগ দেখাই না। আবার ব্যর্থ হলেও কাউকে দোষারোপ করি না। বলতে পারেন, এটাই এখন আমাদের দলের সংস্কৃতি। আমি অজুহাত দেওয়া পছন্দ করি না। সোজাকথা স্পষ্টভাবে বলতে চাই।' কোচ গম্ভীরের এই ক্রিকেট দর্শন আগামীদিনে ভারতীয় ক্রিকেটকে কোন পথে নিয়ে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে গম্ভীর এখন কীভাবে তাঁর দলকে টি২০ থেকে টেস্টের ফোকাসে নিয়ে আসেন, সেটাই দেখার।

ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট 'ভ্যানিশ' জাদেজার

রাজকোট, ১০ নভেম্বর : আগামী বছরের আইপিএলে কি রবীন্দ্র জাদেজাকে রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে দেখা যাবে? সঞ্জু স্যামসন কি চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে মাঠে নামবেন? ট্রেডিং উইন্ডো বন্ধ হওয়ার সময় যত এগিয়ে আসছে এই দুই সম্ভাবনাই ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। বিভিন্ন রিপোর্টের মতে, রাজস্থান রয়্যালস থেকে সঞ্জুর সিএসকে-তে যাওয়া একপ্রকার নিশ্চিত। বদলে রাজস্থান শিবিরের জন্য চেন্নাইয়ের তরফে থাকছে জাদেজা ও স্যাম কুরান (কয়েকদিন আগে ডিওয়াল্ড ব্রেভিসের নাম শোনা গিয়েছিল)।

> বাকিদের মধ্যে রুতুরাজ গায়কোয়াড় অধিনায়ক হিসেবে জায়গা ধরে রাখবে। আমার মতে, জাদেজাও থাকছে। ও সিএসকে-র গান প্লেয়ার। চেন্নাইয়ের সাফল্যে ওর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তাই স্যর রবীন্দ্র জাদেজা অবশ্যই থাকছে।
>
> **সুরেশ রয়না**

এই সবের মধ্যে সোমবার সকালে 'ভ্যানিশ' হয়ে গেল জাদেজার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট। ইনস্টাগ্রামে জাদেজার অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টের নাম 'রয়্যালনাভগান'। এদিন সকাল থেকেই নেটিজেনরা দেখতে পান, জাদেজার অ্যাকাউন্টটি ইনস্টাগ্রামে 'নট ফাউন্ড' দেখাচ্ছে। জাদেজা এমনিতে ইনস্টাগ্রামে ভালোরকম অ্যাক্টিভ থাকেন। সেখানে সিএসকে-র জার্সিতে তাঁর একঝাঁক ছবি রয়েছে। কিন্তু ইনস্টাগ্রাম থেকে তাঁর অ্যাকাউন্ট 'ভ্যানিশ' হয়ে যাওয়া নতুন গুঞ্জন তৈরি করেছে। নেটিজেনদের প্রশ্ন, রাজস্থানে যাওয়া একপ্রকার নিশ্চিত হতেই কি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট 'ডিলিট' করে দিলেন জাদেজা?

জাদেজা যদি সত্যিই রাজস্থান রয়্যালসে চলে যান, তাহলে সেটা ভক্তদের জন্য নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা হবে। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন তারকা মহম্মদ কাইফ মনে করছেন, ধোনি যদি জাদেজাকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে সেটা দলের ভালোর জন্যই করবেন। কাইফ বলেছেন, 'ধোনির যদি মনে হয় জাদেজাকে ছেড়ে দিলে সিএসকে-র পক্ষে ভালো হবে, তাহলে ও সেটা করবে। সমালোচকরা মনে করেন, ধোনি বন্ধুত্বের ভিত্তিতে দল চালায়। পছন্দের ক্রিকেটারদের বেশি সুযোগ দেয়। কিন্তু ধোনির চোখ থাকে দলের সাফল্যে। ওর আসল লক্ষ্য সিএসকে-কে চ্যাম্পিয়ন করা। ধোনির যদি মনে হয় জাড্ডুর বিকল্প ও পেয়ে যাবে তাহলে কঠিন হলেও ও সিদ্ধান্তটা নেবে।'

সিএসকে-র প্রাক্তনী সুরেশ রায়নার বিশ্বাস, জাদেজাকে চেন্নাইয়েই দেখা যাবে। চেন্নাইয়ের সম্ভাব্য রিটেনশন তালিকা বানিয়ে ফেলেছেন রায়না। বলেছেন, 'নুর আহমদ অবশ্যই থাকছে। ধোনির জায়গা নিয়েও সন্দেহ নেই। বাকিদের মধ্যে রুতুরাজ গায়কোয়াড় অধিনায়ক হিসেবে জায়গা ধরে রাখবে। আমার মতে, জাদেজাও থাকছে। ও সিএসকে-র গান প্লেয়ার। চেন্নাইয়ের সাফল্যে ওর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তাই স্যর রবীন্দ্র জাদেজা অবশ্যই থাকছে।'

প্রথম টেস্ট খেলতে কলকাতায় রবীন্দ্র জাদেজা। ছবি : ডি মণ্ডল

সাত পয়েন্টের লক্ষ্যে পাঁচ উইকেটের অপেক্ষায় বাংলা

বাংলা-৪৭৪
রেলওয়েজ-২২২ ও ৯০/৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বর : বল ঘুরছে। পিচ থেকে ধুলোও উড়ছে।

এমন পরিস্থিতির ফায়দা নিয়ে রেলকে বেলাইনের অপেক্ষায় বাংলা। গতকালের ৯৭/৫ থেকে শুরু করে আজ ২২২ রানে শেষ হয়ে যায় রেলওয়েজ। সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালদের (৩৫/৪) দাপটে রেলকে ফলোঅন করানোর সিদ্ধান্ত নেয় বাংলা দল। ২৫২ রানে পিছিয়ে থেকে ব্যাট করতে নেমে ফের ব্যাটিং বিপর্যয় রেলের। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে ৯০/৫ স্কোরে প্রবল চাপে রেল। এখনও ১৬২ রানে এগিয়ে সরাসরি ম্যাচ জয়ের স্বপ্ন দেখছে বাংলা দল। শুধু তাই নয়, রেলের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিতলে চার ম্যাচে ২০ পয়েন্টে পৌঁছানো যাবে, এমন অঙ্ক কষাও শুরু হয়ে গিয়েছে টিম বাংলার অন্দরে। সন্ধ্যার দিকে সুরাট থেকে

> প্রথম ইনিংসে সুরজের পর দ্বিতীয় ইনিংসে শাহবাজ-রাহুলরা ভালো বল করেছে। আমাদের সফল হতে গেলে নিয়মিতভাবে এই ছন্দ ধরে রাখতে হবে।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সাবধানি গলা শোনা গেল। বলেছেন, 'খেলার এখনও অনেক বাকি। আগে ম্যাচটা জিততে দিন। ত্রিপুরা ম্যাচে এক পয়েন্ট পাওয়ার পর আমাদের এখন সব ম্যাচ থেকেই যতটা সম্ভব পয়েন্ট পেতে হবে।'

জয়ের জন্য শাহবাজ আহমেদের দিকে তাকিয়ে বাংলা।

কথায় বলে, সকাল দেখলে বোঝা যায় বাকি দিনটা কেমন যাবে। বাংলা দলের জন্য এই আপ্তবাক্য প্রবলভাবে সত্যি। ত্রিপুরা ম্যাচে সার্বিক বিপর্যয়ের পর সুরাটে রেলের বিরুদ্ধে ম্যাচে শুরু থেকেই তাই একটু বেশিই সতর্ক ছিল বাংলা দল। শুধু তাই নয়, গতকালের ৯৭/৫ থেকে শুরুর পরও কেন রেলের স্কোর ২২২-এ পৌঁছে গেল, সেই প্রশ্নও উঠছে। মনে করা হচ্ছে, খেলার মাঝেমধ্যে বাংলার বোলাররা চাপ তৈরির পরও সেই চাপ ধরে রাখতে পারছেন না। কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য এমন অভিযোগের সঙ্গে একমত নন। তাঁর কথায়, 'ক্রিকেটে অনেক সময় এমন ঘটনা হয়। এভাবে বলা ঠিক নয়। ছেলেরা মাঠে সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করছে।'

ফলোঅনের পর ব্যাটিং করতে নেমে ফের একই ছবি রেলের ব্যাটিংয়ে। সুরজ দ্বিতীয় ইনিংসে কোনও উইকেট না পেলেও শাহবাজ আহমেদ ও রাহুল প্রসাদের ঘূর্ণি বিপক্ষ শিবিরে চাপ পৌঁছে দিয়েছে। সেই ঘূর্ণির ঘেরাটোপে পড়েই বেলাইনের অপেক্ষায় রেল। কোচ লক্ষ্মীরতন বলছেন, 'প্রথম ইনিংসে সুরজের পর দ্বিতীয় ইনিংসে শাহবাজ-রাহুলরা ভালো বল করেছে। আমাদের সফল হতে গেলে নিয়মিতভাবে এই ছন্দ ধরে রাখতে হবে।'

টিম বাংলা আগামীদিনেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে রেলকে বেলাইন করে সাত পয়েন্টের গন্ধটা পেয়ে গিয়েছে টিম বাংলা।

সূর্যস্নান অন্যতম সেরা থেরাপি। কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। এই ছবি পোস্ট করে লিখলেন শ্রেয়স আইয়ার।

রিচার নামে স্টেডিয়ামে আফসোস নেই ঋদ্ধির

শুনে চোখে জল বিশ্বজয়ীর বাবার

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : দেশের হয়ে ৪০টি টেস্ট খেলা ছাড়াও নামের পাশে তিনটি শতরান রয়েছে ঋদ্ধিমান সাহার। গুজরাট টাইটান্সের হয়ে আইপিএল জয় তাঁর মুকুটে শোভা বাড়িয়েছে। তারপরও তাঁর থেকে ১৯ বছরের ছোট রিচা ঘোষের নামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির ঘোষণাকে স্পোর্টিং স্পিরিট দেখিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন ঋদ্ধি। আফসোস না করে তিনি বরং সামনে এনেছেন শিলিগুড়ি ক্রিকেটের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে। ঋদ্ধিমান বলেছেন, 'খুব ভালো খবর। ফুটবলকে জায়গা দিতে গিয়ে দীর্ঘদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ক্রিকেট হয় না। এখন ক্রিকেটের জন্য আলাদা একটা স্টেডিয়াম হলে ম্যাচের সংখ্যা বাড়াতে সংগঠকদের সমস্যা থাকবে না। তবে শুধু বানিয়ে রাখলে হবে না, স্থানীয় ক্রিকেটাররা যেন স্টেডিয়ামে ম্যাচ খেলার সঙ্গে অনুশীলনের সুবিধাও পায়।' এরপরই কোনও রকম আফসোসের সম্ভাবনা নস্যাৎ করে তাঁর সংযোজন, 'আক্ষেপ কেন হবে? যোগ্য হিসেবেই রিচাকে এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে। ও কিছুদিন আগেই দেশকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। খেলোয়াড় থাকার সময় থেকেই আমি শিলিগুড়িতে ক্রিকেট স্টেডিয়াম দরকার বলে আসছি। এখানে কার নামে স্টেডিয়াম হচ্ছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

উত্তরবঙ্গের উঠতি প্রতিভাদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা আশীর্বাদ হিসেবে দেখছেন বাংলার সিনিয়ার দলের বোলিং কোচ শিবশংকর পাল। বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গে কোনও ভালো ক্রিকেট স্টেডিয়াম নেই। জাতীয় পর্যায়ে অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধার জন্য কলকাতায় ছুটে আসতে হয়। আশা করছি, প্রস্তাবিত স্টেডিয়ামে ইডেন গার্ডেন্সের মতো জিম-সুইমিং পুলের ব্যবস্থা থাকবে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি একটু বেশি হয়। তাই ইন্ডোরে অনুশীলনের সুবিধা থাকলে ভালো হয়। সেটা হলে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের খুব উপকার হবে।' রিচার নামে স্টেডিয়াম গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যও তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে শিলিগুড়িতে লাগানো হল ফেস্টুন।

মান্তু ঘোষ
(প্রাক্তন টেবিল টেনিস খেলোয়াড়)
খুব খুশি হয়েছি। সেই সঙ্গে আক্ষেপও হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে আমরা শিলিগুড়িতে টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির আবদার জানিয়ে আসছি। ৫ বছর হয়ে গেল কলকাতায় বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমি হয়েছে। কিন্তু যুব বিভাগ ধরে তিনজন অলিম্পিয়ান উপহার দেওয়ার পরও শিলিগুড়ির দাবি পূরণ হল না। আশা করব, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের আক্ষেপও দূর করবেন।

জয়ন্ত ভৌমিক
(ঋদ্ধিমানের কোচ)
দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে চলেছে। দুইজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার উপহার দেওয়ার পর শিলিগুড়ির এটা প্রাপ্যই ছিল। প্রতিযোগিতা আয়োজনে সংগঠকদের মাঠ নিয়ে দুঃশ্চিন্তার পালা শেষ হতে চলেছে।

কুন্তল গোস্বামী
(শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব)
ক্রিকেট স্টেডিয়াম আমাদের স্বপ্ন ছিল। রিচার বিশ্বজয়ের কৃতিত্বের আলোয় মুখ্যমন্ত্রী যা পূরণ করলেন।

কাকলি সিংহ
(শিলিগুড়িতে রিচার সতীর্থ)
মাঠের অভাবে শিলিগুড়িতে আমরা খুব বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাই না। স্টেডিয়াম হলে সেই সমস্যা মিটবে। সহজ হবে নতুন প্রতিভাদের উঠে আসার রাস্তা। ব্যক্তিগতভাবে রিচার নামাঙ্কিত এই স্টেডিয়ামে আমি ম্যাচ খেলতে চাই।

মেয়ের নামে স্টেডিয়াম হচ্ছে জেনে আবেগে ভাসছেন রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষও। কলকাতায় একটি ব্যক্তিগত কাজের ফাঁকে খবরটি শুনে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল বলে তিনি জানালেন। মানবেন্দ্র বলেছেন, 'এত বছরের আবদার, চাহিদা মিটতে চলেছে, তাই আবেগ তো থাকবেই। সঙ্গে বাড়তি পাওনা আমাদের মেয়ে রিচার নামে স্টেডিয়াম গড়ার ঘোষণা। ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীকে।'

২০২০-'২১ সালে শিলিগুড়িতে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দাবিতে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসেছিল ক্রিকেট লাভার্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। সংগঠনের সভাপতি মনোজ ভার্মার মন্তব্য, 'রিচা যেমন বিশ্বকাপ জিতে আমাদের উপহার দিয়েছিল, তেমনি আজ মুখ্যমন্ত্রীও আমাদের ক্রিকেট স্টেডিয়াম উপহার দিলেন। শিলিগুড়ির ক্রিকেটারদের তরফ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

জাতীয় শিবিরে থাকা সন্দেশের আক্ষেপ

রোজ রক্তাক্ত হচ্ছে ভারতীয় ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বর : ইন্ডিয়ান সুপার লিগের জন্য কোনও বাণিজ্যিক সঙ্গী পায়নি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। ফলে কিছু বিষয় নিয়ে দ্রুত আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছে বিড ইভালুয়েশন কমিটি। কমিটির চেয়ারম্যান এল নাগেশ্বর রাও নিজে কথা বলবেন উচ্চ আদালতের মহামান্য বিচারপতিদের সঙ্গে।

কিন্তু এই সবখবরই এখন পুরোনো। আসল ঘটনা হল, বিচার ব্যবস্থা, ফেডারেশন কর্তা, বিনিয়োগকারী, এসবের মধ্যে আদতে সমস্যায় ফুটবলার ও ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত মানুষ এবং অবশ্যই সমর্থকরা। সন্দেশ ঝিংগান-সৌভিক চক্রবর্তী-দেবজিৎ মজুমদারদের মতো এদেশের ফুটবলার তো বটেই কার্লোস ডেলগাদো, আন্তোনিও লোপেজ হাবাসদের মতো বিদেশিরা, যাঁরা এদেশের ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত বহুদিন ধরে, তাঁরাও এবার এই অচলাবস্থা কাটানোর আবেদন করতে শুরু করেছেন। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের প্রাক্তন কোচ হাবাস প্রকাশ্যেই মুখ খুলেছেন। তিনি নিজের সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'আমার মতো ভারতে যাঁরা পেশা হিসেবে ফুটবলকে নিয়েছেন তাঁদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন থাকছে। কারণ তাঁরাই এখন ভুগছেন। ক্লাবগুলি যাবতীয় কার্যাবলি বন্ধ করে দিয়েছে। এরপর ফুটবলার, কোচ, সহকারী, ডাক্তার, ফিজিও, ম্যাসিওর, অন্যান্য কর্মী, এঁদের বেতন দেওয়ার দায়িত্ব কে নেবে? ভারতের ফুটবল সমর্থক, যাঁরা যুগ যুগ ধরে দলকে সমর্থন করে এসেছেন, তাঁরাও তো এই পরিস্থিতির শিকার। তাঁদের কাছে কারা ক্ষমা চাইবেন, জানতে ইচ্ছে করে।'

> আমার মতো ভারতে যাঁরা পেশা হিসেবে ফুটবলকে নিয়েছেন তাঁদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন থাকছে। কারণ তাঁরাই এখন ভুগছেন। ক্লাবগুলি যাবতীয় কার্যাবলি বন্ধ করে দিয়েছে। এরপর ফুটবলার, কোচ, সহকারী, ডাক্তার, ফিজিও, ম্যাসিওর, অন্যান্য কর্মী, এঁদের বেতন দেওয়ার দায়িত্ব কে নেবে? ভারতের ফুটবল সমর্থক, যাঁরা যুগ যুগ ধরে দলকে সমর্থন করে এসেছেন, তাঁরাও তো এই পরিস্থিতির শিকার। তাঁদের কাছে কারা ক্ষমা চাইবেন, জানতে ইচ্ছে করে।
> -আন্তোনিও লোপেজ হাবাস

প্রায় একই বক্তব্য মেহতাব হোসেনের মতো প্রাক্তন তারকার। তিনি বলেছেন, 'টেকনিকাল বিষয়গুলো কেউ ভেবে দেখছে না। একজন ফুটবলার যদি এতদিন বসে থাকে, তাহলে তার এরপর তো ফিটনেস সমস্যা হতে শুরু করবে। একাধিক চোট-আঘাত দেখা যাবে। বিভিন্ন ক্লাব অপারেশনস বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ শুধু ফুটবলার-কোচই নয়, কত মানুষের রুটিরুজি চলে এই ফুটবলের সাহায্যে। কীভাবে তাঁদের সংসার চলবে যদি এরপর ক্লাবগুলো বেতন না দেয়। সবথেকে বড় কথা, বিদেশিরা এরপর আমাদের দেশ সম্পর্কে ফিরে গিয়ে তাঁদের সতীর্থদের কাছে কী ধারণা দেবে বলতে পারেন?' সদ্য ভারতের নাগরিকত্ব নেওয়া রায়ান উইলিয়ামসের আশা, 'আইএসএল শুরু হওয়ার আশায় আছি। ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফদের সংসার এর বেতনের উপর নির্ভরশীল, আশা করছি তাঁদের শুরু হওয়ার আশ্বাস দ্রুত আসবে।' জামশেদপুর এফসি কোচ স্টিভেন ডায়াসেরও প্রায় একই বক্তব্য, 'ফুটবল নিয়ে এই দোলাচলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে ফুটবলার ও ফুটবলকে ঘিরে যারা জীবনধারণ করে তাদের। তাই দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হওয়াটা খুব জরুরি। ইতিমধ্যেই বহু ক্লাব অনুশীলন বন্ধ করে দিয়েছে, কেউ কেউ বেতনও ৫০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়ার কথা বলেছে। এভাবে চললে অনেকেরই সংসার চালানো মুশকিল হয়ে পড়বে। এছাড়া ফুটবলারদের ফিটনেস সমস্যাও বড় হয়ে দেখা দেবে। সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে গোয়ার বিরুদ্ধে আমার দল দ্বিতীয়ার্ধে যে পেরে উঠল না তার প্রধান কারণ ম্যাচের মধ্যে না থাকা।' তারকা ডিফেন্ডার সন্দেশ বলেছেন, 'গোটা ভারতীয় ফুটবলের ইকো সিস্টেম সুতোয় ঝুলে রয়েছে। ক্লাবগুলি অনিশ্চয়তায় ভুগছে। বেতন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অপেক্ষা বাড়ার সঙ্গে রোজদিন রক্তাক্ত হচ্ছে ভারতীয় ফুটবল। আমার এই ভিডিও কাউকে দোষারোপ করার জন্য নয়। মনেপ্রাণে চাই, ভারতীয় ফুটবলের মরশুম দ্রুত শুরু হোক।'

যা খবর, তাতে যদি ৩০ নভেম্বরের মধ্যে আদালতের নতুন নির্দেশিকা থেকে নতুন বাণিজ্যিক সঙ্গী বেছে নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসা পর্যন্ত সবকিছু করা সম্ভব হয়, তাহলেই হয়তো আগামী জানুয়ারি শেষ বা ফেব্রুয়ারির প্রথমদিকে শুরু করা সম্ভব হবে। নাহলে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে।

সন্তানদের সঙ্গে জন্মদিনের সেলিব্রেশনে দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

'লেওয়ান' ঝড়ে জয় বার্সেলোনার

মাদ্রিদ, ১০ নভেম্বর : লা লিগার ম্যাচে সেল্টা ভিগোকে ৪-২ গোলে হারাল বার্সেলোনা। সৌজন্যে রবার্ট লেওয়ানডস্কি নামক এক পোলিশ গোলমেশিনের দাপট।

চোটের জন্য প্রায় একমাস মাঠের বাইরে ছিলেন লেওয়ানডস্কি। চোট সারিয়ে মাঠে ফিরলেও শুরু থেকে খেলেননি ফিটনেসের কারণে। অবশেষে সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ফিট হয়েই মাঠে নামেন। আর তারপরেই প্রতিপক্ষের ওপর তাণ্ডব চালান এই পোলিশ স্ট্রাইকার।

১০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে বার্সেলোনাকে এগিয়ে দেন লেওয়ানডস্কি। পরের মিনিটেই সের্জিও কারিয়েরার গোলে সমতায় ফেরে সেল্টা ভিগো। ৩৭ মিনিটে ফের গোল করেন লেওয়ানডস্কি। তবে ৪৩ মিনিটে সেই গোলশোধ করেন সেল্টা ভিগোর বোরহা ইগলিয়েসিস। সংযোজিত সময়ে লামিনের গোলে ফের এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। ৭৩ মিনিটে গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন লেওয়ানডস্কি। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে ডাচ ফুটবলার ফ্র্যাঙ্কি ডি জং লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় বার্সেলোনাকে।

এই ম্যাচ জয়ের সুবাদে ১২ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগটেবিলের দ্বিতীয় স্থানেই রয়ে গেল বার্সেলোনা। সমসংখ্যক ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল। তবে শেষ ম্যাচে জাবি অলন্সোর দল ড্র করেছে। ফলে সেল্টার বিরুদ্ধে জিতে রিয়ালের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমিয়েছে বার্সা।

ম্যাচ জেতার পর লেওয়ানডস্কি বলেছেন, 'সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে জেতা সবসময় কঠিন। এই ম্যাচ জিতে আমরা রিয়ালের সঙ্গে পয়েন্টের পার্থক্য কমিয়ে আনতে পেরেছি। তবে আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে। আন্তর্জাতিক বিরতির পর আমরা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরব।'

এদিকে, রায়ো ভায়েকানোর সঙ্গে ড্র করে হতাশ রিয়াল মাদ্রিদ কোচ জাভি অলন্সো বলেছেন, 'দলের সাম্প্রতিক পারফরমেন্স আমাকে চিন্তায় রেখেছে। এখনও মরশুম অনেকটা বাকি। আমাদের অনেক পথ যেতে হবে। পরের ম্যাচগুলিতে আরও উন্নতি করতে হবে।' ভায়েকানো ম্যাচের পর রিয়ালে খেলা উরুগুয়ের ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার নজির গড়েছেন ফেডেরিকো ভালভের্দে।

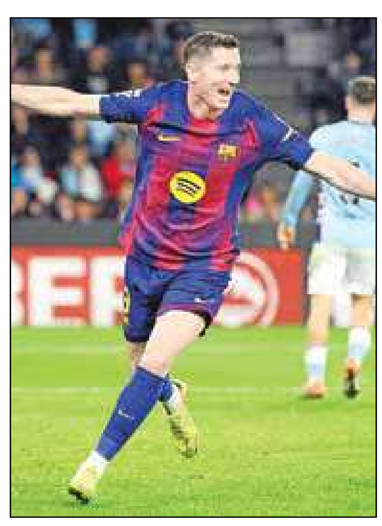

হ্যাটট্রিকের উল্লাস রবার্ট লেওয়ানডস্কির।

জাতীয় শিবিরে এডমুন্ড

সেমির আগে বিরতি কঠিন চ্যালেঞ্জ : মিগুয়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বর : সুপার কাপ সেমিফাইনালের আগে লম্বা বিরতি। ছন্দ ধরে রাখাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ইস্টবেঙ্গলের কাছে।

ছুটি কাটিয়ে সোমবার মাঠে নামল লাল-হলুদ বাহিনী। হেডকোচ অস্কার ব্রুজোঁ এখনও কলকাতায় আসেননি। রবিবার রাতে সেল্টা ভিগো-বার্সেলোনা লা লিগার ম্যাচ দেখতে গ্যালারিতে হাজির ছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে কলকাতায় আসছেন স্প্যানিশ কোচ।

পাঁচ বিদেশি সহ সর্বসাকুল্যে ১৬ জন ফুটবলার নিয়ে এদিন শুরু হল সুপার কাপ সেমিফাইনালের মহড়া। বিদেশিদের মধ্যে অনুপস্থিত কেবল সাউল ক্রেসপো। ছুটি কাটাতে দেশে ফিরেছিলেন তিনি। দিন দুয়েক পর কলকাতায় ফিরে প্রস্তুতিতে যোগ দেবেন সাউল। আনোয়ার আলি, জয় গুপ্তা ও নাওরেম মহেশ সিং আগে থেকেই ভারতীয় দলের শিবিরে রয়েছেন। সূত্রের খবর, এডমুন্ড লালরিনডিকাও খালিদ জামিলের জাতীয় শিবিরে যোগ দিয়েছেন। এদিন অনুশীলনে দেখা গেল না পিভি বিষ্ণু, গোলরক্ষক প্রভসুখান সিং গিলকেও। খোঁজ নিয়ে জানা গেল মঙ্গলবার দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বিষ্ণু। অন্যদিকে প্রভসুখান অসুস্থ। কলকাতায় চলে এলেও বিশ্রামে রয়েছেন তিনি। ব্রুজোঁর অনুপস্থিতিতে এদিন বিনো জর্জের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করলেন মহম্মদ রাকিপ, কেভিন সিবলে, হিরোশি ইবুসুকিরা।

সুপার কাপে ইস্টবেঙ্গল শেষ ম্যাচ খেলেছে ৩১ অক্টোবর। সেমিফাইনাল ৪ ডিসেম্বর। মাঝে এক মাসেরও বেশি বিরতি। আবারও একই ছন্দে নকআউট শুরু করা কঠিন চ্যালেঞ্জ ফুটবলারদের কাছে। সোমবার অনুশীলন শেষে মাঠ ছাড়ার সময় লাল-হলুদ ফুটবলার মিগুয়েল ফিগুয়েরো বলছিলেন, 'গ্রুপ পর্বে আমরা ভালো ছন্দে ছিলাম। টুর্নামেন্টটা একবারে শেষ হলেই ভালো হত। এই লম্বা বিরতির পর একই ছন্দে আবার শুরু করা আমাদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ। কাজটা আরও কঠিন কারণ এবার নক আউটের লড়াই।' শেষ চারে লাল-হলুদের সামনে পাঞ্জাব এফসি। সবশেষে মিগুয়েল একটা কথাই বলে গেলেন, 'অন্যকিছু ভাবতে চাই না। পাঞ্জাব ম্যাচে মনঃসংযোগ করছি।'

এদিকে, এবার সিকিম গভর্নরস গোল্ড কাপে খেলতে যাবে ইস্টবেঙ্গল। তারও প্রস্তুতি শুরু হল এদিন থেকেই।

অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ

কঠিন গ্রুপে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বর : এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ মহিলা এশিয়ান কাপে কঠিন গ্রুপে ভারত।

এদিন থাইল্যান্ডের ব্যাংককে হয়ে গেল এই টুর্নামেন্টের ড্র। 'সি' গ্রুপে ভারত ছাড়াও আছে অস্ট্রেলিয়া, চাইনিজ তাইপে ও জাপানের মতো শক্তিশালী দেশগুলি। এর মধ্যে জাপান ২০২৪ সালের রানার্সই শুধু নয়, এএফসি-র এই টুর্নামেন্টে ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন। এছাড়াও ২০১৮ সালের ফিফা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ও ২০২৪ সালের রানার্স। আগামী বছর থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ্ব-২০ মহিলা এশিয়ান কাপ। ব্যাংককের রাজামঙ্গলা ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, পাথুম থানির থামাসাট স্টেডিয়াম ও পাথুম থানি স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচগুলি। এদিনের ড্রয়ের পর গ্রুপ 'এ'-তে আয়োজক থাইল্যান্ডের সঙ্গে চিন, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশ ও গ্রুপ 'বি'-তে দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, উজবেকিস্তান ও জর্ডন। প্রতিটি দলের পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পটে রাখা হয়। ফলে গত তিনবারের টুর্নামেন্টে যোগ্যতা অর্জন করতে না পারা ভারত ড্রয়ের সময় ছিল পট চারে। প্রতি গ্রুপের সেরা দুই দল ছাড়াও দুইটি তৃতীয় সেরা দল কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার সুযোগ পাবে। চার সেমিফাইনালিস্ট দল আগামী বছর পোল্যান্ডে হতে চলা অনূর্ধ্ব-২০ মহিলা বিশ্বকাপে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করবে।

১০০০তম ম্যাচে জিতে তৃপ্ত গুয়ার্দিওলা

ম্যাঞ্চেস্টার, ১০ নভেম্বর : লিভারপুলকে ৩-০ গোলে চূর্ণ করে কোচিং কেরিয়ারে ১০০০তম ম্যাচটা স্মরণীয় করে রাখলেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা।

বার্সেলোনা থেকে বায়ার্ন মিউনিখ হয়ে ম্যাঞ্চেস্টার। অনেক ওঠাপড়ার সাক্ষী থেকেছেন পেপ। গত মরশুমে ম্যান সিটির ভরাডুবির পর কম সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি। রবিবার রাতে ম্যাচ শেষে আবেগের জোয়ারে ভেসে গেলেন সেই গুয়ার্দিওলা। বলেছেন, 'বার্সেলোনা 'বি' দলে আমার কোচিং কেরিয়ার শুরু। ওখানেই আমার ভীত তৈরি হয়েছে। অনেক কিছু শিখেছি। ওই সময়েই বুঝতে পেরেছিলাম, আমি পারি। আজ পরিবারের সামনে, লিভারপুলের মতো দলের বিরুদ্ধে ১০০০তম ম্যাচ আমার কাছে গর্বের, একইসঙ্গে বিশেষ মুহূর্ত।' স্মরণীয় জয়ের পর ফুটবলার, সহকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'এমন একটা অবিশ্বাস্য জয় উপহার দেওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। এটা আমার কাছে একটা বিশেষ রাত।' লিভারপুলের বিরুদ্ধে জয়ের পরও প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে দুই নম্বরে থাকা নীল ম্যাঞ্চেস্টারের পয়েন্টের ব্যবধান চার। তাই এখনই উচ্ছ্বাসে গা ভাসাতে নারাজ সিটি কোচ। তবে খেতাবি লড়াইয়ে ফেরার তৃপ্তি রয়েছে তাঁর মধ্যে। গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'এই সময় বলা যায় না কে লিগ জিতছে। যে দল প্রতি মুহূর্তে শক্তিশালী হয়, সেই দলই শেষে গিয়ে লিগ জেতে। মনে হয় আমরা সেই পথেই রয়েছি।' উলটোদিকে শেষ পাঁচ ম্যাচের মধ্যে লিভারপুল জিতেছে মাত্র একটা। সিটির কাছে হারের পর কোচ আর্নে স্লট অকপটে স্বীকার করে নিলেন, অনেক জায়গায় দলের উন্নতি প্রয়োজন।

শৈলীকে অলিম্পিক পোডিয়ামে দেখছেন অঞ্জু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বর : গত এপ্রিল মাসে জাতীয় অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে প্রাক্তন অ্যাথলিট অঞ্জু ববি জর্জের ৬.৫৯ মিটার লং জাম্পের রেকর্ড ভেঙে দেশে সারা ফেলে দিয়েছিলেন তাঁরই ছাত্রী শৈলী সিং।

নিজের ছাত্রীর কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন স্বয়ং অঞ্জু। এবার শৈলী আগামীদিনে অলিম্পিকে পদক আনবেন বলে দাবি করেছেন এই প্রাক্তন অ্যাথলিট। কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে এসে অঞ্জু বলেছেন, 'অলিম্পিকে পদক জেতা কঠিন ব্যাপার। তবে আমাদের দেশে প্রতিভার অভাব নেই। আমি শৈলীকে নিয়ে খুব আশাবাদী। ও দেশের সেরা অ্যাথলিটদের মধ্যে একজন। ভবিষ্যতে শৈলীর হাত দিয়েই অলিম্পিকে পদক আসবে বলে আমার ধারণা।' শুধু শৈলী নয়,

আশাবাদী মেয়ে আন্দ্রেয়াকে নিয়েও

অঞ্জু নিজের মেয়ে আন্দ্রেয়ার মধ্যেও প্রচণ্ড সম্ভাবনা দেখছেন। তাই এখন থেকেই নিজের মেয়েকে মনের মতো করে তৈরি করছেন এই প্রাক্তন অ্যাথলিট। এই নিয়ে অঞ্জু বলেছেন, 'আমার মেয়ে আন্দ্রেয়ার মধ্যেও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ওর বয়স মাত্র ১২ বছর। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে আন্দ্রেয়াকে এখন থেকেই তৈরি করছি। ও আগামীদিনে দেশকে একাধিক পদক এনে দেবে।'

নিজের কেরিয়ারে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস সহ একাধিক প্রতিযোগিতায় পদক জিতেছিলেন অঞ্জু। কেবল অধরা থেকে গিয়েছে অলিম্পিক পদক। ২০০৪ এথেন্স অলিম্পিকে নিজের কেরিয়ারের সেরা ৬.৮৩ মিটার লং জাম্প দিয়েও পদক জিততে পারেননি। পঞ্চম স্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে অঞ্জুকে। এবার ছাত্রী শৈলী ও মেয়ে আন্দ্রেয়া অলিম্পিকে পদক জিতে তাঁর সেই আক্ষেপ মেটাতে পারে কি না, সেটাই দেখার।

1963 - 2025
In the loving memory of
Mala Sarkar
With profound grief we inform you the sad demise of my beloved mother.
Foundly remembered by :
Husband : Satyaranjan Sarkar
Daughter : Papia Sarkar
Son in law : Kalingo Ghosh
Grandsons : Jiaansh and Jahaan

জয়ী জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়ন

বাগডোগরা, ১০ নভেম্বর : রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবলে সোমবার বাগডোগরা জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৪-২ গোলে হারিয়েছে খড়িবাড়ির জিওয়াইএসডি-কে। আপার বাগডোগরা পাইওনিয়ার মাঠে জেমসের সুশীল মল্লিক, এলা দাস, মানিক মুর্মু ও সঞ্জয় কর্মকার গোল করেন। জিওয়াইএসডি-র গোলস্কোরার সুশান্ত মুর্মু ও মাইকেল হাঁসদা। মঙ্গলবার খেলবে কদমতলা এফসি এবং বাগডোগরার জেপিএফসি।

জিতল রেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের মহিলা ক্রিকেট লিগে সোমবার এসএমকেপি রেড ৮ উইকেটে এসএমকেপি গ্রিনকে হারিয়েছে। হিন্দি হাইস্কুল মাঠে টসে হেরে গ্রিন ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৮ রান তোলে। পূর্বিতা মণ্ডল ৩৯ ও গীতাংশী দাস ২৭ রান করেন। জবাবে রেড ১৮.১ ওভারে ২ উইকেটে ৯৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অঙ্কিতা মহন্ত ৩৯ ও রত্না বর্মন ২২ রান করেন। মঙ্গলবার দিল্লি পাবলিক স্কুল শিলিগুড়ির মাঠে খেলবে গ্রিন ও এসএমকেপি ব্লু। হিন্দি হাইস্কুল মাঠে রেডের মুখোমুখি হবে এসএমকেপি ইয়েলো।

ম্যাচের সেরা অঙ্কিতা মহন্ত।

পদক গলায় শ্রেয়া বসাক।

৩ পদক শ্রেয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : রাজ্য তাইকোন্ডোতে তিনটি পদক পেলেন শিলিগুড়ির শ্রেয়া বসাক। তিনি গ্রুপ প্যাটার্ন ইভেন্টে সোনা জিতেছেন। ব্যক্তিগত প্যাটার্ন ও স্প্যারিং ইভেন্টে ব্রোঞ্জ এসেছে শ্রেয়ার। এই সাফল্যের ফলে আসন্ন জাতীয় তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে নামার সুযোগ পেয়েছেন তিনি।

আম্পায়ারদের পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : শিলিগুড়ি আম্পায়ার্স অ্যান্ড স্কোরার্স অ্যাসোসিয়েশনের দুইদিনের প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা সোমবার শেষ হল। অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সংগ্রাম সিংহরায় জানিয়েছেন, কুণ্ডুপুকুর মাঠে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় ২২ জন অংশ নিয়েছিলেন।

ব্রোঞ্জ দয়িতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : পঞ্চকুলায় জাতীয় র‍্যাংকিং টেবিল টেনিসে শিলিগুড়ির দয়িতা রায় মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১১ সিঙ্গলসে সেমিফাইনালে হেরে ব্রোঞ্জ জিতেছে। সে বিবেকানন্দ ক্লাব ও তিস্তা তোর্ষা টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে মৃণ্ময় চৌধুরীর কাছে প্রশিক্ষণ নেয়।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন সন্দীপ লিমলে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে।

সহজ জয় নেতাজি সুভাষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে সোমবার নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ২-০ গোলে তরুণ তীর্থকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৩৪ মিনিটে প্রশান্ত ছেত্রী নেতাজিকে এগিয়ে দেন। ৫৪ মিনিটে সায়ন সরকারের গোলে নেতাজির জয় নিশ্চিত হয়। ম্যাচের সেরা হয়ে নেতাজির সন্দীপ লিমলে পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। মঙ্গলবার খেলবে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ও উল্কা ক্লাব।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা সুকুমার ধর - কে

12.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 97J 48748 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "প্রথমত, আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এক কোটি টাকার পুরস্কার জেতার এই দারুন সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমার পরিবারের সদস্যরা খবরটা শুনে খুবই উত্তেজিত ও অবাক হয়েছে। আমি এই পুরস্কারী টাকা আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য ব্যবহার করব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।